Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

সালাতের গুরুত্ব ও ফজিলত

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

ফারজানা আক্তার

রোলঃ 228020145

২০ মে, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

সালাতের গুরুত্ব ও ফজিলত

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

ফারজানা আক্তার

রোলঃ 228020145

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " সালাতের গুরুত্ব ও ফজিলত " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে ফারজানা আক্তার, আইডিঃ 228020145 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: জিল্লুর রহমান
তাজবীদ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " সালাতের গুরুত্ব ও ফজিলত " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: জোবায়ের হাসান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

ফারজানা আক্তার

(স্বাক্ষর)

ফারজানা আক্তার

আইডিঃ 228020145

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

২০ মে, ২০২৫ ইং

সূচিপত্র

ভুমিকাঃ

সকল প্রশংসা একমাত্র বিশ্ব জাহানের প্রতিপালক আল্লাহ তাআলার জন্য। যিনি আমাদের নামাজের মত নেয়ামত দান করেছেন। প্রশংসা কেবল তারই জন্য, যিনি আমাদের এমন নামাজ দান করেছেন।

যার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন....

جعلت قره عيني في الصلاه

অর্থঃ আমার চোখের শীতলতা রাখা হয়েছে নামাজের মধ্যে।

✍সুনানে নাসাঈ ৩৯ ৩৯
✍মুসনাদে আহমাদ ১৪০৬৯
✍ বায়হাকী ১৩৮৩৬

✳ ✳আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনুল কারীমে বলেছেন...

وَاْمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلٰوةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ؕ لَا نَسْـَٔلُكَ رِزْقًا ؕ نَحْنُ نَرْزُقُكَ ؕ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوٰي

অর্থঃ আপনি আপনার পরিবার-পরিজনকে সালাত আদায়ের আদেশ দিন এবং নিজেও তার উপর অবিচল থাকুন। আমি আপনার কাছে কোন রিযিক চাই না। আমিই আপনাকে রিযিক দেই আর শুভ পরিণাম তো মুত্তাকীদের জন্য।
[সূরা ত্বহাঃ আয়াত ১৩২]

এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে তবে এটি আমাদের সকলের জন্য প্রযোজ্য।

✳ ✳নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন...

مروهم بالصلاه لسبع وادهبهم عليها لعشر

অর্থঃ তোমাদের সন্তানদেরকে ৭ বছর বয়সে সালাত আদায় করতে আদেশ দাও এবং ১০ বছরের পৌঁছালে তাদেরকে সালাতের জন্য প্রহার কর।

✍ আবু দাউদ, আস সুনান ৪৯৫

অর্থাৎ এই হাদিসে নবী (ﷺ) পিতা মাতাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন, যে ৭ বছর বয়সে তোমরা তোমাদের সন্তানদের নামাজের আদেশ দাও।
আর ১০ বছর হলে নামাজ আদায় না করলে তাকে প্রহার করো।

যখন কেয়ামতের দিন আপনাকে প্রশ্ন করা হবে কেন আপনার সন্তানকে সালাত আদায় করেনি?
আপনি তখন বলতে পারবেন না যে, আমার সন্তান সালাত আদায় করতে চাইনি।
তাই আমিও জোর করিনি।

⊛ ⊛নবী করিম (ﷺ) বলেছেন..

كلكم راع ' وكلكم مسؤول...... والرجل راع على اهل بيته

অর্থ "প্রত্যেককেই দায়িত্বপ্রাপ্ত এবং সেই দায়িত্ব সম্পর্কে প্রত্যেককেই জিজ্ঞাসিত হবে.....

আর পুরুষ তার পরিবার সংসারের দায়িত্বপ্রাপ্ত "
✍ বুখারী, আস- সহীহ _৭১৩৮

⊛ ⊛পবিত্র কুরআনুল কারিমে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন

وَاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوة

অর্থঃ আর তোমরা ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য চাও।
(সূরা বাকারা আয়াত ৪৫)

এইআয়াতের মধ্যে বুঝানো হয়েছে যে,, এই নামাজ হতে হবে নামাজের মত যেভাবে নামাজ শিখিয়েছেন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এবং যেভাবে নামাজ পড়েছেন সাহাবায়ে কেরাম।
মুমিনদের সফলতার মাপকাঠিও বলা হয়েছে খুশু খুজুর সাথে নামাজ পড়াকে।

⊛ ⊛ পবিত্র কুরআনুল কারিমে আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ ۙ الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلَاتِهِمْ خٰشِعُوْن

অর্থঃ অবশ্যই মুমিনগণ সফল হয়েছে, যারা নিজেদের নামাজে বিনয় - নম্রতা অবলম্বন করে।
[সূরা আল মুমিন আয়াত ১-২]

⊛ ⊛আল্লাহ তাআলা আরও বলেন...

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰي ۙ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهٖ فَصَلّٰي

অর্থঃ অবশ্যই সাফল্য লাভ করবে যে আত্মশুদ্ধি করবে,আর তার রবের নাম স্মরণ করবে, অতঃপর সালাত আদায় করবে।
[সূরা আলা আয়াত ১৪-১৫]

তাই প্রত্যেক মুমিনের জন্য আবশ্যক হলো পরিপূর্ণ মনোযোগের সাথে নামাজ আদায় করা। ঈমান বৃদ্ধি করা এবং তাকওয়া অর্জন করা।
আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে খুশু খুজুর সাথে নামাজ আদায় করার তাওফিক দান করুক।
🌷 আমিন ইয়া রাব্বুল আলামিন 🌷

◇ ◇ ◇সালাতের পরিচয়ঃ◇ ◇ ◇

সালাত আরবি শব্দ। ইসলাম ধর্মে একটি দৈনিক নিয়মিত ইবাদাত।
একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে সালাত আদায় করতে হয় যা কুরআন ও হাদিসে বর্ণিত আছে এটি ইসলামের দ্বিতীয় রুকন।

কালেমার পরে এর স্থান। এটি মুসলমানদের জন্য প্রতিদিন আবশ্যকীয় একটি ধর্মীয় কাজ।

⊛ **সালাতের আভিধানিক অর্থ** ঃ সালাতের আভিধানিক অর্থ হল দোয়া করা, ক্ষমা প্রার্থনা করা, দরুদ পাঠ করা, রহমত ইত্যাদি

وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ اِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۗ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْم

অর্থঃ আর তুমি তাদের জন্য দোয়া কর নিঃসন্দেহে তোমার দোয়া তাদের জন্য সান্তনা স্বরূপ। [সূরা আত তওবা, আয়াত ১০৩]

সালাতের সংজ্ঞাঃ

সালাতের পারিভাষিক অর্থ ঃ কিছু পাঠ ও কিছু কাজ এর সমন্বয়ে বিশেষ একটি ইবাদত যা (রুকু সিজদা সরকারে) নির্ধারিত শর্তাবলী সহিত আদায় করা হয়। যা তাকবীরে তাহরীমা দিয়ে শুরু হয় এবং সালামের মাধ্যমে শেষ হয়, তাকে সালাত বলা হয়।

কালিমা শাহাদাতের পর ইসলামের অন্যতম দ্বিতীয় রুকন সালাত। এটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারা সংঘটিত গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত।

□সালাত ফরজ হওয়ার প্রামাণ্যতা ঃ সালাত ফরজ হওয়া **কুরআন, সুন্নাহ্ ও মুসলমানদের ইজমা বা ঐক্যমত্য দ্বারা প্রমানিত।**
এইজন্য কোন মুসলিম যদি পাঁচ ওয়াক্ত বা কোন এক ওয়াক্ত সালাত ফরজ হওয়াকে অস্বীকার করে তবে সে কাফের(মুরতাদ) ইসলাম থেকে বহিষ্কৃত হিসেবে বিবেচিত।

♻ **পবিত্র কুরআনুল কারীমে সালাত ফরজ হওয়ার প্রামাণ্যতাঃ**

ফজর ও মাগরিব

আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে সুরা হুদের ১১৪ নং আয়াতে ফজর ও মাগরিবের নামাজ সম্পর্কে বলেছেন...

وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ الَّيْلِ ؕ اِنَّ الْحَسَنٰتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّاٰتِ ؕ ذٰلِكَ ذِكْرٰي لِلذّٰكِرِيْنَ ۚ

অর্থঃ আর তুমি সালাত কায়েম কর দিবসের দু'প্রান্তে এবং রাতের প্রথম অংশে। নিশ্চয়ই ভালকাজ মন্দকাজকে মিটিয়ে দেয়। এটি উপদেশ গ্রহণকারীদের জন্য উপদেশ।

যোহর ও আসর

♻আল্লাহ তা'আলা সুরা বাকারার ২৩৮ নং আয়াতে যোহর এবং আসরের সালাতের কথা উল্লেখ করে বলেছেন...

حٰفِظُوْا عَلَي الصَّلَوٰتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰي وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قٰنِتِيْنَ

অর্থঃ তোমরা সালাতসমূহ ও মধ্যবর্তী সালাতের হিফাযত কর এবং আল্লাহর জন্য দাঁড়াও বিনীত হয়ে।

এশা

♻আল্লাহ তা'আলা এশার সালাত সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের সুরা বনী ইসরাইলে ৭৮ নং আয়াতে বলেছেন...

اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِدُلُوْكِ الشَّمْسِ اِلٰي غَسَقِ الَّيْلِ وَقُرْاٰنَ الْفَجْرِ ؕ اِنَّ قُرْاٰنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوْدًا

অর্থঃ সূর্য হেলে পড়ার সময় থেকে রাতের অন্ধকার পর্যন্ত সালাত কায়েম কর এবং ফজরের কুরআন*।

নিশ্চয় ফজরের কুরআন (ফেরেশতাদের) উপস্থিতির সময়।**

'ফজরের কুরআন' দ্বারা উদ্দেশ্য ফজরের সালাত।

এছাড়াও সূরা রূমের ১৭-১৮ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা আরো বলেছেন...

فَسُبْحٰنَ اللهِ حِيْنَ تُمْسُوْنَ وَحِيْنَ تُصْبِحُوْنَ
وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَعَشِيًّا وَّحِيْنَ تُظْهِرُوْنَ

অর্থঃ অতএব তোমরা আল্লাহর তাসবীহ কর, যখন সন্ধ্যায় উপনীত হবে এবং সকালে উঠবে ।

আর অপরাহ্নে ও যুহরের সময়ে; আর আসমান ও যমীনে সকল প্রশংসা একমাত্র তাঁরই।

০ সূরা রুমের এই আয়াতে একই সাথে পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের সময় আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা প্রকাশের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আর পবিত্রতা ও মহিমা প্রকাশের সর্বোত্তম মাধ্যম যে সালাত একথা সর্বজন স্বীকৃত বিষয়....

⊛হাদিসের আলোকে সালাতের প্রামাণ্যতাঃ

بني الاسلام على خمس: شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، واقام الصلاه ، وايتاء الزكاه ، ولا حج، وصوم رمضان

অর্থাৎ ইসলাম পাঁচটি জিনিসের উপর প্রতিষ্ঠিতঃ আল্লাহ ব্যতীত কোন সত্য ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ (ﷺ) আল্লাহর রাসূল - এ সাক্ষ্য দেওয়া, সালাত প্রতিষ্ঠা করা, যাকাত প্রদান করা, সাওম পালন করা এবং বাইতুল্লাহ এর হজ করা।
✍সহীহ বুখারী ৮
✍সহীহ মুসলিম ১৬

০ তালহা ইবনে ওবায়দুল্লাহ রাঃ বলেন নাজদের বাসিন্দা এক ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ (ﷺ) এর খেদমতে আসলো। তার মাথার চুলগুলো ছিল এলোমেলো ও বিক্ষিপ্ত।

আমরা তার গুন গুন আওয়াজ শুনছিলাম কিন্তু সে কি বলছিল তা বুঝা যাচ্ছিল না।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ(ﷺ) এর অতি নিকটে এসে ইসলাম সম্পর্কে করল...

রাসূলুল্লাহ(ﷺ) বললেন...

"দিন- রাতে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত' সে বলল এছাড়া আমার কোন কিছু (সালাত) আছে কি? তিনি বললেন না, তবে নফল আদায় করতে পারো।
✍সহীহ মুসলিম ০৪

০ সালাত হচ্ছে পবিত্রতা অর্জন এবং পাপ মোচনের নদী।

আবু হুরাইয়া রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন..

মনে করো তোমাদের কারো দরজার সামনে যদি একটি নদী থাকে, এতে সে দৈনিক পাঁচবার গোসল করে, তাহলে তার শরীরে কোন ময়লা থাকতে পারে কি? তারা বললেন জি না, তার শরীরে কোন ময়লা থাকতে পারে না। তিনি বললেন এমনিভাবে পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের উদাহরণ।

এর দ্বারা আল্লাহ সকল পাপ মোচন করে দেন। সুবহানাল্লাহ।
✍সহীহ বুখারী ৫২৮
✍ সহীহ মুসলিম ৬৬৭

✳রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন....

اذا كان احدكم في الصلاه فانه يناجي ربه

অর্থাৎ যখন তোমাদের কেউ চালাতে দাঁড়ায় তখন সে আল্লাহর সাথেই নিভৃতে আলাপ করে।
✍সহীহ বুখারী ৩৯০

⊛নবী কারীম (ﷺ) আরো এরশাদ করেছেন ..

بين الرجل والكفر والشرك تارك الصلاة

অর্থাৎ ব্যক্তি এবং শিরক ও কুফরির মধ্যে পার্থিক্য হল সালাত ছেড়ে দেওয়া।
✍ সহীহ মুসলিম

📖📖সালাতের ইতিহাস 📖📖

মহান আল্লাহর এবাদত করার জন্য দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের চেয়ে সরল এবং সহজ অন্য কোন পথ নেই। আমরা সবাই ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের কথা জানি যেমন কালেমা, সালাত, সাওম, যাকাত, এবং হজ্জ।

সালাতের আদেশ দেওয়ার জন্য নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে সাত আসমানের উপর নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় তার বাড়িতে বিছানায় শুয়ে ছিলেন। এ সময় তাকে একটি ভ্রমণের জন্য জাগ্রত করা হয়। তাকে বুরাকের মাধ্যমে নিয়ে যাওয়া হয় জেরুজালেমে যেটা বর্তমান ফিলিস্তিন। তারপর জেরুজালেম থেকে নিয়ে যাওয়া হয় সাত আসমানে।

এই ঘটনাকে আমরা বলি **আল ইসরা ওয়াল মি'রাজ**। জিব্রাইল আলাইহিস সাল্লাম এর সাথে নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতিটি আসমানে যান।

জিব্রাইল আঃ তাকে বিভিন্ন কিছু ঘুরিয়ে দেখান এবং পরিচয় করিয়ে দেন অন্যান্য নবীদেরকে।
তিনি জান্নাত এবং জাহান্নামের অধিবাসীদেরকেও দেখেন।

সবশেষে সপ্তম আসমানে জিব্রাইল আঃ বলেন আমাকে এখন ফিরে যেতে হবে, আমার সীমানা এতটুকুই। পরের ধাপটি অতিক্রম করতে পারেন একমাত্র আপনি। আপনি কেবল এর সীমানা পেরিয়ে যেতে পারবেন।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গেলেন এবং আল্লাহ তা'আলা তখন সালাতের বিধান দিলেন। আল্লাহ তাআলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বললেন আপনাকে ৫০ ওয়াক্ত সালাত দেওয়া হলো।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর আদেশ নিয়ে সপ্তম আসমান থেকে ষষ্ঠ আসমানে নেমে এলেন। এখানে দেখা হলো হযরত মুসা আঃ এর সাথে। কি ঘটেছে জানার পর মুসা আঃ বললেন আপনি ফিরে যান এবং আল্লাহ তালাকে অনুরোধ করেন সালাতের পরিমাণ কমিয়ে দেওয়ার জন্য।
কারণ কোনভাবে আপনার উম্মত ৫০ ওয়াক্ত সালাত আদায় করতে পারবে না।

নবী সাঃ আল্লাহর কাছে অনুরোধ করলেন। আল্লাহ তাআলা ৫০ ওয়াক্ত সালাতকে ৪০ ওয়াক্ত করে দিলেন।

এরপর আবার মুসা আঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে পাঠান আল্লাহকে অনুরোধ করার জন্য। সালাতের পরিমাণ কমিয়ে দেওয়ার জন্য কারণ তিনি দেখেছেন বনি ইসরাইলের আচরণ।

তাই তিনি বুঝতে পারছিলেন যে এই পরিমাণ সালাত আদায় করা মানুষের জন্য কঠিন হবে। এরপর আবার গেলেন তা কমিয়ে ৩০ করা হলো। আবার মুসা আলাইহিস সালাম একই কথোপকথন হলো আবার ফিরে গেলেন ৩০ থেকে কমিয়ে বিশ ২০ থেকে ১০ হল।

এরপর আবার মূসা আলাইহিস সালাম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে পাঠান। বলেন আপনি যান আল্লাহকে অনুরোধ করে বলুন আরো কমিয়ে দিতে।

মহান আল্লাহ ১০ ওয়াক্ত থেকে পাঁচ ওয়াক্ত করলেন এবং বললেন পাঁচ ওয়াক্ত সালাত যার পুরস্কার ৫০ ওয়াক্তের সমান।
তোমরা পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করবে কিন্তু এর সওয়াব হবে পঞ্চাশের ওয়াক্তের সমান।

✨ ✨সালাতের বৈশিষ্ট্য :✨ ✨

সালাত এমন এক এবাদত যা সারা বছর দৈনিক পাঁচ বার আদায় করতে হয়। মৃত্যু ছাড়া আর কোন অবস্থাতেই সালাত মাফ হয় না এমনকি মৃত্যুশয্যাতেও সালাত হতে বিরত থাকার কোন বিধান নেই।

আল্লাহ তাআলা প্রথমে পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাত ফরজ করেন। তারপর আল্লাহ মানুষের প্রতি দয়া করে তা কমিয়ে পাঁচ ওয়াক্তে নিয়ে আসেন। তবে সওয়াব ও বিনিময় পঞ্চাশ ওয়াক্তেরই জারী রাখেন। সুতরাং যে ব্যক্তি দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করবে আল্লাহ তাকে পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাত আদায়ের সওয়াব প্রদান করবে।

সালাত একমাত্র এবাদত যা আল্লাহ তাআলা সাত আসমানের উপরেই ফরজ করাকে শ্রেয় মনে করেছেন। তাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মেরাজে গমন করেন তখন আল্লাহ তাআলা সরাসরি-কোন প্রকার মাধ্যম ছাড়াই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -কে সালাতের দায়িত্ব দেন।

এতে সালাতের মহত্ত্ব, মর্যাদা ও গুরুত্বের প্রতিফলন ঘটে। রব ও স্রষ্টার সাথে সম্পর্ক স্থাপনে অভিপ্রায়ী একজন মুসলমানের কর্তব্য হল, সে এ মহান এবাদতটির মর্যাদা ও গুরুত্ব অনুধাবন করবে। এবং তার যথার্থতা বজায় রাখতে সচেষ্ট হবে।

✨ ✨সালাতের প্রকার বা ধরন✨ ✨

সালাতের প্রকার বা ধরন হলো দুটি --যথাঃ

ক) রুকু সেজদা বিশিষ্ট নামাজ
খ) রুকু সেজদাহ বিহীন নামাজ

ক) **রুকু সেজদা বিশিষ্ট নামাজ ঃ**

ফরজ (প্রতিদিনের পাঁচ ওয়াক্ত সালাত) ওয়াজিব তথা বিতির সালাত, দুই ঈদের সালাত, জুমার সালাত চাশতের সালাত, তারাবি সালাত, ইস্তিসকার সালাত, নফল, কাজা এবং তাওয়াফের দুই রাকাত সালাত।

ফরজ নামাজ হল মুসলিমদের সেসকল নামাজ যেগুলো পড়া তাদের জন্য ফরজ। ইসলামে বিশুদ্ধ ঈমান আকীদার পর সবচেয়ে বড় ফরজ ইবাদত হলো পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামাজ।

পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামাজ (যথাক্রমে ফজরের নামাজ ২ রাকাত, যোহরের নামাজ ৪ রাকাত, আসরের নামাজ ৪ রাকাত, মাগরিবের নামাজ ৩ রাকাত, এশার নামাজ ৪ রাকাত) পাশাপাশি অনেক আলেম ৩ রাকাত বিতর নামাজকে ওয়াজিব বলে দাবি করে থাকেন, আবার অনেক আলেম ৩ রাকাত বিতর নামাজকে সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ বলে মনে করে থাকেন।

মুসলিম পুরুষদের জন্য জামাতে জুমার নামাজ পড়া ফরজ। মুসলিম পুরুষদের জন্য জামাতে দুই ঈদের নামাজ পড়া ওয়াজিব।

মুসলিম পুরুষদের জন্য জামাতে জানাজার নামাজ পড়া ফরজে কিফায়া।
মুসলিম পুরুষদের জন্য জামাতে ফরজ নামাজ পড়া সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ।

○ ফরজ সালাত ○

ফরজ সালাত দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত যেমন ফজর, যোহর, আছর, মাগরিব এবং এশা এই পাঁচ ওয়াক্ত সালাত সম্পর্কে রসূল সাঃ বলেছেন...

আল্লাহ তায়ালা বান্দার উপর পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ করেছেন। যে কেয়ামতের দিন তা নিয়ে এ অবস্থায় উঠবে এর হককে হালকা মনে করে তা নষ্ট করা হয়নি, তবে আল্লাহর নিকট তার জন্য ওয়াদা হলো তাকে তিনি জান্নাতে প্রবেশ করাবেন আর যে এটা করবে না তার জন্য আল্লাহর নিকট কোন ওয়াদা নেই তিনি তাকে ইচ্ছা করলে সাজা দিতে পারেন চাইলে ক্ষমাও করে দিতে পারেন।

(আহাম্মদ ইবনে হাম্বল আল মুসনাদ খ. ৩৭ পৃষ্ঠা নম্বর ৩৬৬ হাদিস ২২৬৯৩ হযরত ওবায়দা ইবনুস সামিত থেকে বর্ণিত)

◇ ওয়াজিব সালাত ◇

ওয়াজিব সালাত হল এশার সালাতের শেষের ভিতর সালাত ও দুই ঈদের সালাত।

◇ সুন্নত সালাত ◇

△ ফরজ সালাতের পূর্বে দুই রাকাত সালাত (সুন্নাতে মুয়াক্কাদা)

△ মাগরিবের সালাতের পর দুই রাকাত সালাত (সুন্নতে মুয়াক্কাদা)

△ এশার সালাতের পর দুই রাকাত সালাত (সুন্নতে মুয়াক্কাদা)

△ ফরজ সালাতের সাথে পর্যায়ক্রমিক সালাত যেমন আসরের ফরজ সালাতের পূর্বে চার রাকাত সালাত

△ এশার ফরজ সালাতের পূর্বে চার রাকাত ও পরে দুই রাকাত সালাত (সুন্নতের গইরে মুয়াক্কাদা)

◇ কিয়ামুল লাইল ◇

যেমন তাহাজ্জুদ সালাত(সুন্নতে গইরে মুয়াক্কাদা) ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় রাত্রিকালীন সালাত কে তাহাজ্জুদ সালাত বলা হয়।

তাহাজ্জুদের মর্যাদা অপরিসীম। ফরজ সালাতের পরে উত্তম সালাত হল তাহাজ্জুতের সালাত

⊛আল্লাহ তায়ালা বলেন....

أَمَّنۡ هُوَ قَٰنِتٌ ءَانَآءَ ٱلَّيۡلِ سَاجِدًا وَقَآئِمًا يَحۡذَرُ ٱلۡأٓخِرَةَ وَيَرۡجُواْ رَحۡمَةَ رَبِّهِۦۗ قُلۡ هَلۡ يَسۡتَوِي ٱلَّذِينَ يَعۡلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعۡلَمُونَۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُواْ ٱلۡأَلۡبَٰبِ

অর্থঃ যে ব্যক্তি রাত্রি কালে সিজদার মাধ্যমে অথবা দাঁড়িয়ে এবাদত করে পরকালে আশঙ্কা রাখে এবং তার পালনকর্তার রহমত প্রত্যাশা করে সে কি তার সমান? যে এইরুপ করে না! বলুন! যারা জানে এবং যারা জানেনা তারা কি সমান হতে পারে? চিন্তাভাবনা কেবল তারাই করে, যারা বুদ্ধিমান (সূরা জুমার আয়াত - ৯)

⊛আল্লাহ তাআলা আরো বলেন...

كَانُواْ قَلِيلٗا مِّنَ ٱلَّيۡلِ مَا يَهۡجَعُونَ
وَبِٱلۡأَسۡحَارِ هُمۡ يَسۡتَغۡفِرُونَ

অর্থঃ তারা রাত্রে সামান্য অংশই নিদ্রা যেত রাতের শেষ প্রহরে তারা ক্ষমা প্রার্থনা করতো। (সূরা আয জারিয়াত ১৭-১৮)

⊛নবী করীম সাঃ বলেছেন
افضل الصلاه بعد الفريضة صلاة الليل
"ফজরের পর সর্বোত্তম সালাত হলো রাতের সালাত "
মুসলিম ২২/ ৩৮

∆ তারাবির সালাত সুন্নাতে গায়রে মুয়াক্কাদা
∆ তাইয়্যাতুল মসজিদ সুন্নাতে গইরে মুআক্কাদা
∆ অজুর শেষে দুই রাকাত সালাত সুন্নতে গইরে মুয়াক্কাদা
∆ সালাতিদ যুহা সুন্নতে গইরে মুয়াক্কাদা

যোহরের পূর্বে এবং জুমার ফরজের পূর্বে ও পরে চার রাকাত করে সালাত আদায় করা সুন্নত

◇ নফল সালাত ◇

নফল নামাজ হলো
সালাতুল ইস্তিসকা, সালাতুল কুসুফ।

◇ ◇ সালাতুল ইস্তিসকা ◇ ◇

ইসতিসকার নামাজ বা বৃষ্টির নামাজ (صلاة الاستسقاء "বৃষ্টির অনুরোধ প্রার্থনা") আল্লাহর কাছে বৃষ্টির পানির জন্য দোয়া ও প্রার্থনার জন্য।

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন-

তোমরা তোমাদের রবের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো। নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমা করবেন। তোমাদের জন্য মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষণ করবেন।'
(সুরা নুহ: ১০-১১)

আল্লাহ তাআলা বলেন, 'তিনিই আল্লাহ, যিনি বাতাস পাঠান, এরপর তা মেঘমালাকে সঞ্চালিত করে। এরপর তিনি মেঘমালাকে যেভাবে ইচ্ছা আকাশে ছড়িয়ে দেন এবং স্তরে স্তরে রাখেন। এরপর তুমি দেখতে পাও যে, তা থেকে বৃষ্টি নেমে আসে। তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাদের ইচ্ছা তা (বৃষ্টি) পৌঁছান; তখন তারা আনন্দিত হয়।'
(সুরা রুম: ৩৮)

আয়েশা (রা.) বলেন, লোকজন রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে অনাবৃষ্টির কষ্টের কথা বললে তিনি ঈদগাহে সাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে এই দোয়া করেন। এরপর আল্লাহর হুকুমে বৃষ্টি বর্ষণ হতে শুরু করে। বৃষ্টি থেকে পরিত্রাণ পেতে মানুষের ছোটাছুটি দেখে নবীজি হেসে ফেলেন। (আবু দাউদ: ১১৭৩)

◇ সালাতুল কুসুফ ও খুফুস ◇ ◇

কুসুফ(সূর্যগ্রহন)ঃ কুসুফ হলো সূর্যের আলো সম্পূর্ণরূপে অথবা আংশিকভাবে বাধাপ্রাপ্ত হওয়া।

খুসুফ (চন্দ্রগ্রহন)ঃ খুসুফ চাঁদের আলো সম্পূর্ণরূপে অথবা আংশিকভাবে বাধাপ্রাপ্ত হওয়া।

এ দুটি আল্লাহ তাআলার নিদর্শন, যার দ্বারা তিনি তাঁর বান্দাদেরকে ভয় দেখান, যাতে তারা পুনরায় তাঁর কাছে ফিরে যায়।

হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

নিশ্চয় সূর্য ও চাঁদ কারও মৃত্যু অথবা জীবিত থাকার কারণে আলোহীন হয় না।

এ দুটো বরং আল্লাহ তাআলার নিদর্শনসমূহের মধ্যে দুটি নিদর্শন, যার দ্বারা আল্লাহ তার বান্দাদেরকে ভয় দেখান। অতঃপর যখন এ দুটোয় গ্রহণ লাগে তোমরা তখন নামাজের দিকে দ্রুত আগাও।
(আবু দাউদ)

আবু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন
নবী (ﷺ) বলেছেন কোন লোকের মৃত্যুর কারণে কখনো সূর্য গ্রহণ বা চন্দ্রগ্রহণ হয় না তবে তা আলোর নিদর্শনসমূহের মধ্যে দুটি নিদর্শন তাই তোমরা যখন সূর্যগ্রহণ বা চন্দ্রগ্রহণ হতে দেখবে তখন দাঁড়িয়ে যাবে এবং সালাত আদায় করবে
(বুখারী ১০৪১)

◇ ইস্তিখারার সালাত ◇ ◇

ইস্তেখারা সালাত দুই রাকাত।
কোন কাজ শুরু করার পূর্বে দ্বিধা দন্ধে পড়লে আদায় করা হয়।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই সালাত টি তার সাহাবীদের কে শেখাতেন ঠিক কোরআনের কোন সূরা শিখানোর মতোই।

◇ ◇ সালাতুল হাজত ◇ ◇ ◇

বিশেষ কোন হালাল চাহিদা পূরণের জন্য আল্লাহর উদ্দেশ্যে দুই রাকাত নফল সালাত আদায় করাকেই সালাতুল হাজত বলা হয়। (ইবনু মাজাহ ১৩৮৪)

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন, প্রয়োজন পুরনের জন্য বান্দা নিজ প্রভুর নিকটে সবর ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রাথনা করবে। (সুরা বাকারাহ ১৫৩)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আবী আওফা রাদিয়াল্লাহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন -

যে ব্যক্তি আল্লাহর নিকট কোন কিছুর প্রয়োজন হবে বা কোন মানুষ সম্পর্কিত কোন প্রয়োজন দেখা দিবে সে যেন উত্তমরূপে অজু করে অতঃপর দুই রাকাত সালাত পড়ে শালা পড়ার পর আল্লাহর হামদ ওসানা এবং নবীজি সাঃ এর উপর দরুদ শরীফ পাঠ পূর্বক নিম্নোক্ত দোয়াকে যেন সে পড়ে নেয়।

দু'আঃ

اَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ الْحَمْدُ ِللهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. اَسْأَلُكَ مُوْجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالْغَنِيْمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ وَالسَّلاَمَةَ مِنْ كُلِّ إِثْمٍ لاَتَدَعْ َلَنَا ذَنْبًا إِلاَّ غَفَرْتَهُ وَلاَ هَمًّا إِلاَّ فَرَّجْتَهُ وَلاَ حَاجَةً هِىَ لَكَ رِضَا إِلاَّ قَضَيْتَهَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

অর্থঃ আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনি ধৈর্যশীল ও মহামহিম। মহান আরশের মালিক আল্লাহ তাআলা খুবই পবিত্র। সকল প্রশংসা সারা বিশ্বের প্রতিপালক আল্লাহ তাআলার জন্য। (হে আল্লাহ!) আমি তোমার নিকট তোমার রহমত লাভের উপায়সমূহ, তোমার ক্ষমা লাভের কঠিন ওয়াদা, প্রত্যেক ভালো কাজের ঐশ্বর্য এবং সকল খারাপ কাজ হতে নিরাপত্তা চাইছি।

হে মহা অনুগ্রহকারী! আমার প্রতিটি অপরাধ ক্ষমা কর, আমার প্রতিটি দুশ্চিন্তা দূর করে দাও এবং যে প্রয়োজন ও চাহিদা তোমার সন্তোষ লাভের কারণ হয় তা পরিপূর্ণ করে দাও। (সুনানে ইবনে মাজাহ ১৩৮৪)।

◇ ◇ আওয়াবীন নামাজ ◇ ◇

মাগরিবের ফরজ ও সুন্নত পড়ার পর থেকে এশার সময় হওয়ার আগ পর্যন্ত যে নফল সালাত পড়া হয় সেটাকে আওয়াবীন সালাত বলা হয়।

◇ ◇ ইশরাকের সালাত ◇ ◇

ফজরের সালাত পড়ার পর সেই স্থানেই বসে জিকির আজকার, দোয়া দরূদ, ইস্তেগফার কুরআন তেলাওয়াত ইত্যাদি করতে থাকা। দুনিয়াবি কোন কথা না বলা। এইভাবে যখন সূর্য উদিত হয়ে যায় এর ১০-১২ মিনিট পরে যে ২ বা ৪ রাকাত সালাত পড়া হয় সেই সালাতকে ইশরাকের সালাত বলা হয়।

◇ সালাতুদ্দুহা বা চাশতের সালাত ◇

সূর্য এক বর্ষা পরিমাণ ঊর্ধ্বে উঠার পর যে সালাত আদায় করা হয় তাকে চাশতের সালাত বলে। আরবিতে সালাতুদ্দোহা।

এই সালাতের সময় শুরু হয় সূর্যোদয়ের পর এক বর্ষা পরিমাণ ঊর্ধ্বে উঠে গেলে পশ্চিম আকাশে সূর্য ঢলে যাওয়ার সামান্য সময় পুর্ব পর্যন্ত এ সালাতের সময় থাকে।

এছাড়াও উপরে বর্ণিত ফরজ ওয়াজিব সুন্নত সালাত ব্যতীত রাত দিনে অন্যান্য সালাত নফল রূপে গণ্য হবে।

◇ ◇ জুমার সালাত ◇ ◇

(صَلَاةُ ٱلْجُمُعَةসালাত আল-জুমুআহ, "শুক্রবারের সালাত") ইসলামের অন্যতম একটি নামাজ। جُمُعَة (জুমুআহ) শব্দটি আরবী, এর অর্থ একত্রিত হওয়া, সম্মিলিত হওয়া, কাতারবদ্ধ হওয়া।

যেহেতু, সপ্তাহের নির্দিষ্ট দিন শুক্রবারে প্রাপ্তবয়স্ক মুমিন-মুসলমান একটি নির্দিষ্ট সময়ে একই স্থানে একত্রিত হয়ে জামায়াতের সাথে সে দিনের জোহরের নামাজের পরিবর্তে এই নামাজ ফরযরূপে আদায় করে, সে জন্য এই নামাজকে "জুমার নামাজ" বলা হয়।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা বলেন-

يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوۡمِ ٱلۡجُمُعَةِ فَٱسۡعَوۡاْ إِلَىٰ ذِكۡرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلۡبَيۡعَۚ ذَٰلِكُمۡ خَيۡرٌ لَّكُمۡ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ

অর্থঃ হে মুমিনগণ! জুম'আর দিন যখন নামাযের জন্য ডাকা হয়, তখন আল্লাহর যিকিরের দিকে ধাবিত হও এবং বেচাকেনা ছেড়ে দাও। এটাই তোমাদের জন্য শ্রেয় যদি তোমরা উপলব্ধি কর।
(সুরা জুমু আহ আয়াত ০৯)

◇ ◇ সালাতে কসর ◇ ◇

মুসাফিরঃ যে ব্যক্তি সর্বনিম্ন ৪৮ মাইল বা ৭৮ কিলোমিটার সফর করার নিয়তে নিজ আবাদের লোকাল থেকে বের হয়েছে তাকে শরীয়তের পরিভাষায় মুসাফির বলে। আর এই যাত্রাকেই সফর বলে আর মুসাফির শব্দ বিপরীত শব্দ হলো মুকিম।

কসর এর পরিচয় ঃ কসর আরবি শব্দ। এর অর্থ হলো কম করা, সংক্ষিপ্তকরণ বা কমানো। **ইসলামী পরিভাষায়** একজন মুসাফির ব্যক্তির উপর সরিয়া কর্তৃক চার রাকাত বিশিষ্ট সালাত কে দুই রাকাতে যে রাস করা হয়েছে কৈলাশ করনকে চিঠি পরিভাষায় কসর বলা হয় মুসাফিরের জন্য সালাত কসর করা ওয়াজিব।

আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে বলেন-

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا۟ مِنَ ٱلصَّلَوٰةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ إِنَّ ٱلْكَٰفِرِينَ كَانُوا۟ لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا

তোমরা যখন যমীনে সফর কর এবং তোমাদের আশংকা হয় যে, কাফিরগণ তোমাদেরকে বিপন্ন করবে, তখন সালাত কসর করলে তাতে তোমাদের কোনও গুনাহ নেই। নিশ্চয়ই কাফিরগণ তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।
(সুরা নিসা আয়াত ১০১)

হযরত আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু বর্ণনা করে বলেন নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম(বিদায় হজ্জের নিয়তে) মক্কা সফরের সময় মদিনায় যোহরের সালাত চার রাকাত আদায় করেছেন। আর সফর শুরু করে যুলহুলায়ফা নামক স্থানে পৌঁছে আসরের সালাত দুই রাকাত আদায় করেছেন।
(বুখারী, মুসলিম ও মিশকাত ১২৫৪)

কসর এর আহকাম

মুসাফির যোহর, আসর ও এশার চার রাকাত বিশিষ্ট ফরজ সালাত দুই রাকাত করে আদায় করবে। ফজর ও মাগরিব যথা নিয়মে দুই ও তিন রাকাত করে পড়বে। অনুরূপভাবে বিতির চালাত তিন রাকাত পড়বে।

১৫ দিনের কম অবস্থানে নিয়ত করে তাহলে মুসাফির হিসেবে গণ্য হবে। আর যদি ১৫ দিন বা তার চেয়ে বেশি হয় তাহলে মুকিম হিসেবে গণ্য হবে।

খ) রুকু সেজদা বিহীন সালাতঃ

রুকু সেজদা বিহীন সালাত হলো জানাজার সালাত। আর মুসলিম পুরুষদের জন্য জামাতে জানাজার নামাজ পড়া ফরজে কিফায়া।

০ সালাত শুরু করার পূর্বে বাহিরে ৭ টি শর্ত বা ফরজ সমূহঃ

১) শরীর পাক হওয়া
২) কাপড় পাক হওয়া
৩) সালাতের জায়গা পাক হওয়া
৪)সতর ঢাকা
৫) কিবলামুখী হওয়া
৬) ওয়াক্ত মত নামাজ পড়া
৭) অন্তরে নামাজের নিয়ত করে

১) শরীর পাক হওয়া ঃ এ জন্য অজুর দরকার হলে অজু বা তায়াম্মুম করতে হবে, গোসলের প্রয়োজন হলে গোসল বা তায়াম্মুম করতে হবে। এ প্রসঙ্গে কুরআনে আল্লাহ বলেন-

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قُمۡتُمۡ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغۡسِلُواْ وُجُوهَكُمۡ وَأَيۡدِيَكُمۡ إِلَى ٱلۡمَرَافِقِ وَٱمۡسَحُواْ بِرُءُوسِكُمۡ وَأَرۡجُلَكُمۡ إِلَى ٱلۡكَعۡبَيۡنِۚ

হে মুমিনগণ! যখন তোমরা সালাতে দণ্ডায়মান হতে চাও, তখন তোমাদের মুখ ও কনুই পর্যন্ত হাত ধৌত কর, মাথা মাসেহ কর এবং টাখনু পর্যন্ত পা (ধৌত কর)। (সূরা মায়েদাঃ ৬)

২. কাপড় পাক হওয়াঃ পরনের জামা, পায়জামা, লুঙ্গি, টুপি, শাড়ি ইত্যাদি পাক পবিত্র হওয়া।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেনঃ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرۡ আর তোমার পোশাক-পরিচ্ছদ পবিত্র কর।(সূরা মুদ্দাসসিরঃ ৪)

৩. নামাজের জায়গা পাক হওয়াঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

ان هذه المساجد لا تصلح لشيء هذا البول' ولا القذار

“নিশ্চয়ই মসজিদ গুলোতে পেশাব পায়খানা করা কোনক্রমে সংগত নয়।”
[সহীহ মুসলিম ৪২৯]

৪. সতর বা শরীর ঢাকাঃ পুরুষের নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত এবং মহিলাদের দু'হাতের কব্জি,পদদ্বয় এবং মুখমন্ডল ব্যতীত সমস্ত দেহ ঢেকে রাখা।
এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন-

يَٰبَنِيٓ ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمۡ عِندَ كُلِّ مَسۡجِدٖ

অর্থঃ হে বনী আদম, তোমরা প্রতি সালাতে তোমাদের বেশ-ভূষা গ্রহণ কর।
(সূরা আরাফঃ৩১)

৫. কিবলামুখী হওয়াঃ কিবলা মানে কাবার দিকে মুখ করে নামাজ পড়া।এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন-

وَمِنۡ حَيۡثُ خَرَجۡتَ فَوَلِّ وَجۡهَكَ شَطۡرَ ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِۚ وَحَيۡثُ مَا كُنتُمۡ فَوَلُّواْ وُجُوهَكُمۡ شَطۡرَهُۥ

আর তুমি যেখান থেকেই বের হও, তোমার চেহারা মাসজিদুল হারামের দিকে ফিরাও এবং তোমরা যেখানেই থাক, তার দিকে তোমাদের চেহারা ফিরাও। (সূরা বাকারাঃ ১৫০)

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু থেকে বর্ণিত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

اذا قمت الى الصلاه فاصبغ الوضوء ثم استقبل القبلة

"যখন তুমি সালাতের জন্য দন্ডায়মান হও পূর্ণ অজু কর অতঃপর কেবলামুখী হও।"
(সহিহ বুখারী ৭৯৩, সহীহ মুসলিম ৩৫৭)

৬. ওয়াক্ত অনুযায়ী নামাজ পড়াঃ প্রত্যেক ওয়াক্তের নামাজ সময়মতো আদায় করতে হবে।
এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন-

إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتۡ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ كِتَٰبٗا مَّوۡقُوتٗا

নিশ্চয় সলাত মুমিনদের উপর নির্দিষ্ট সময়ে ফরয। (সূরা নিসাঃ১০৩)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্ধারিত সময় সালাত আদায় করার প্রমাণঃ

হাদিসে এসেছে জিবরীল আলাইহিস সালাম রাসূলুল্লাহ সাঃ কে প্রথম দিন সালাত আদায় করা শেখান প্রত্যেক সালাতের শুরু ওয়াক্তে, আর পরের দিন সালাত আদায় করা শেখান প্রত্যেক সালাতের শেষ ওয়াক্তে। অতঃপর বলেন -

يا محمد، هذا وقت الانبياء من قبلك ، والوقت ما بين هذين الوقتين

“হে মোহাম্মদ! এটি তোমার পূর্ববর্তী নবীদের ওয়াক্ত এ সময়দ্বয়ের মধ্যবর্তী সময় হলো সালাতের সময়।”
(সহীহ মুসলিম হাদিস নং ৯৭১)

৭. নামাজের নিয়্যাত করাঃ নামাজ আদায়ের জন্য সেই ওয়াক্তের নামাজের নিয়্যাত করা আবশ্যক।
নিয়ত অন্তরের পাকাপোক্ত ইচ্ছাকে বলা হয়।

এ প্রসঙ্গে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

إنما الأعمال بالنية

নিশ্চই আমলের গ্রহণযোগ্যতা নিয়্যাতের ওপর নির্ভরশীল। (বুখারী,হাদিস-১)

○ ○ সালাত শুরু করার পর ফরজ বা রুকন হলো ৬ টি

১)তাকবীরে তাহরিমা বলা
২) কিয়াম করা (দাড়ানো)
৩) কিরআত পড়া
৪)রুকু করা
৫) উভয় সেজদা করা
৬) তাশাহুদ পরিমাণ শেষ বৈঠক

১. তাকবিরে-তাহরিমা বলাঃ অর্থাৎ আল্লাহর বড়ত্বসূচক শব্দ দিয়ে নামাজ আরম্ভ করা। তবে 'আল্লাহু আকবর' বলে নামাজ আরম্ভ করা সুন্নাত। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন-

وَرَبَّكَ فَكَبِّرۡ

আর তোমার রবের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর।
(সূরা মুদ্দাসসিরঃ৩)

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়সাল্লাম বলেছেন-

اذا قمت الى الصلاة فكبر

যখন তুমি সালাতের জন্য দাড়াও, তাকবীর বল।
(সহীহ বুখারী ৭৯৩, সহিহ মুসলিম ৩৯৭)

২. দাঁড়িয়ে নামাজ পড়াঃ মানে কিয়াম করা।

আল্লাহ বলেনঃ

حَٰفِظُواْ عَلَى ٱلصَّلَوَٰتِ وَٱلصَّلَوٰةِ ٱلۡوُسۡطَىٰ وَقُومُواْ لِلَّهِ قَٰنِتِينَ

তোমরা সলাতসমূহ ও মধ্যবর্তী সালাতের হিফাযত কর এবং আল্লাহর জন্য দাঁড়াও বিনীত হয়ে। (সূরা বাকারাঃ ২৩৮)

৩. ক্বেরাত পড়াঃ চার রাকাতনিশিষ্ট ফরজ নামাজের প্রথম দু'রাকাত এবং ওয়াজিব,সুন্নাত,নফল নামাজের সকল রাকাতে ক্বিরাত পড়া ফরজ।

আল্লাহ বলেন-

فَٱقۡرَءُواْ مَا تَيَسَّرَ مِنَ ٱلۡقُرۡءَانِ

অতএব তোমরা কুরআন থেকে যতটুকু সহজ ততটুকু পড়।

(সূরা মুযাম্মিল,আয়াতঃ ২০)

৪. রুকু করাঃ প্রতিটি নামাজের প্রত্যেক রাকাতে রুকু করা ফরজ।
এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন-

وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱرۡكَعُواْ مَعَ ٱلرَّٰكِعِينَ

অর্থঃআর তোমরা সলাত কায়েম কর, যাকাত প্রদান কর এবং রুকূকারীদের সাথে রুকূ কর।
(সূরা বাকারাঃ৪৩)

৫. সিজদা করাঃ নামাজের প্রত্যেক রাকাতে সিজদা করা ফরজ।

আল্লাহ তাআলা বলেন-

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱرۡكَعُواْ وَٱسۡجُدُواْ وَٱعۡبُدُواْ رَبَّكُمۡ وَٱفۡعَلُواْ ٱلۡخَيۡرَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ

অর্থঃ হে মুমিনগণ, তোমরা রুকূ' কর, সিজদা কর, তোমাদের রবের ইবাদাত কর এবং ভাল কাজ কর, আশা করা যায় তোমরা সফল হতে পারবে। (সূরা হজ্জঃ৭৭)

৬. শেষ বৈঠক করাঃ নামাজের শেষ রাকাতে সিজদার পর তাশহুদ পড়তে যতটুকু সময় লাগে ততটুকু সময় বসা।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

ثُمَّ اجْلِسْ فَاطْمَئِنَّ جَالِسًا ثُمَّ قُمْ فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلاَتُكَ

অর্থ, "অতঃপর ধীর স্থিরভাবে উঠে বসবে। পরে উঠে দাঁড়াবে। এইরূপ করতে পারলে তবে তোমার সালাত পূর্ণ হবে।
(আলমগিরী ১/৭০)

✨✨✨সালাতের ওয়াজিব সমূহ✨✨✨

সালাতের মধ্যে কিছু বিষয় আছে অবশ্যই করণীয়। তবে তা ফরজ নয় আবার সুন্নত ও নয়। ফরজের পরেই ওয়াজিবের স্থান, যা আবশ্যক। যা ইচ্ছাকৃতভাবে তরক করলে সালাত বাতিল হয়ে যায় এবং ভুলক্রমে ত্যাগ করলে সিজদায়ে সাহু দিতে হয়।

ক) তাকবীরে তাহরিমা সম্পৃক্ত ওয়াজিব

○ তাকবীরে তাহরিমা আল্লাহু আকবার বলা।
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم

"সালাতের শুরু হলো তাকবীর আর শেষ হলো সালাম।"
(সুনান আবু দাউদ ৬১, সুনান তিরমিজি ৩,২৩৮)

○ দুই ঈদের সালাতে অতিরিক্ত তাকবীর বলা ওয়াজিব।

খ) দাঁড়ানো সম্পৃক্ত ওয়াজিব

○ ফরজ সালাতের প্রথম দুই রাকাতে এবং সকল প্রকার সুন্নত ও বিতির সালাতে সুরা ফাতেহা পাঠ করা ওয়াজিব।

আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেছেন -

فَٱقۡرَءُواْ مَا تَيَسَّرَ مِنَ ٱلۡقُرۡءَانِۚ

"কুরআনের যতটুকু তোমাদের জন্য সহজ ততটুকু আবৃত্তি কর "
(সূরা মুজাম্মিল আয়াত ২০)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন -
لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَا تِحَةِ الْكِتاَبِ

যে ব্যক্তি সূরা আল ফাতেহা পড়ে না তার সালাত হয় না।
(সহীহ বুখারী ৭৫৬, সহীহ মুসলিম ৩৯৪)

০ সুরা ফাতেহার সাথে অন্য সূরা মিলানোঃ ফরজ নামায সমূহের প্রথম দু'রাক'আতে সূরা ফাতিহার সাথে যেকোনো সূরা বা আয়াত মিলিয়ে পড়া কমপক্ষে বড় এক আয়াত বা ছোট তিন আয়াত পাঠ করা আবশ্যক।

উবাইদা ইবনে সামিত রাদিয়াল্লাহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا

"যে ব্যক্তি সালাতে সূরা ফাতিহার পর অধিক বা অন্য সূরা পড়ল না তার সালাত হয়নি।"
(নাসাঈ ৯১১)

০ সূরা ফাতিহা কি অন্য সূরার আগে পড়াঃ
নবী সাল্লাল্লাহু সাল্লাম এর সময় এভাবে সালাত পড়তেন কখনো এর ব্যতিক্রম করেননি তাই এটি ওয়াজিব।
আনাস রাদিয়াল্লাহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন

আমি নবী সাঃ এর সাথে এবং আবু বকর ও ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা এর সাথে সালাত আদায় করেছি, তারা সালাত আরম্ভ করতেন আলহামদুলিল্লাহি রব্বিল আলামিন দ্বারা।
(নাসাঈ ৯০৩)

গ) কেরাত সম্পৃক্ত ওয়াজিব

০ ফরজ নামাজের প্রথম দুই রাকাতে কেরাতের জন্য নির্ধারিত করাঃ আবু ক্বাতাদা থেকে বর্ণিত তিনি বলেন..

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে নিয়ে সালাত আদায় করতেন।

তিনি যোহর ও আছর সালাতের প্রথম দুই রাকাতে সূরা ফাতিহা ও অন্য দুটি সূরা পাঠ করতেন। তিনি কোন কোন সময় আমাদেরকে শুনিয়ে আয়াত পড়তেন। তিনি যোহর সালাতের প্রথম রাকাত কিছুটা দীর্ঘ করতেন এবং দ্বিতীয় রাকাত সংক্ষেপ করতেন। তিনি ফরজ সালাতেও অনুরূপ করতেন।
[সহীহ বুখারি ৭৭৬, মুসলিম ৪৫১,আবু দাউ ৭৯৮]

০ উচ্চস্বরে প্রকাশ্যে বা চুপিসারে কেরাত পাঠ করা

আত্বা ইবনে আবু রাবাহ থেকে বর্ণিত, আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা বলেনঃ
প্রত্যেক সালাতে কিরাত পড়তে হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেসব সালাতে আমাদেরকে শুনিয়ে কেরাত পড়েছেন। আমরাও তোমাদেরকে সেই সব সালাতে সশব্দে কেরাত পড়ে শুনাই। প্রক্ষান্তরে তিনি যেসব সালাতে নিঃশব্দে কেরাত পড়েছেন আমরাও তাতে নিঃশব্দে কেরাত পড়ে থাকি।
(সহীহ বুখারী ও মুসলিম, আবু দাউদ ৭৯৭)

০ দোয়া কুনুত পাঠ করা

বিতরের সালাতে তৃতীয় রাকাতে দোয়া কুনুত পাঠ করা ওয়াজিব।

উবাই ইবনে কাব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভিতর সালাতে রুকুর আগে কুনূত পাঠ করেছেন।
(আবু দাউদ ১৪২৭)

ঘ) রুকু সম্পৃক্ত ওয়াজিব

০ রুকু থেকে সোজা হয়ে দাঁড়ানোঃ রুকু শেষে সিজদা করার পূর্বে সোজা হয়ে দাঁড়ানো।

বারা ইবনে আজিব রাদিয়াল্লাহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন,,

আমি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাই সালাম এর সাথে সালাত আদায় করার নিয়ম কানুন ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করেছি। তার দাঁড়ানো (কিয়াম) তার রুকু এবং রুকু থেকে সোজা হয়ে দাঁড়ানো, তার সিজদা এবং দুই সিজদার মাঝে তার বসা, অতঃপর তার দ্বিতীয় সিজদা তার সালাম ফেরানো এবং সালাম ও সালাত শেষ করে চলে যাওয়ার মাঝখানে বসা এর সবই প্রায় সমান ব্যবধানে পেয়েছি।
(সহীহ মুসলিম ৯৪৪)

ঙ) সেজদা সম্পৃক্ত ওয়াজিব

○ দুই সিজদার মাঝখানে সোজা হয়ে বসা ওয়াজিব।
আনাস রাদিয়াল্লাহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন আমাদেরকে নিয়ে রাসুলুল্লাহ সাঃ যেভাবে সালাত আদায় করেছেন আমি তোমাদেরকে নিয়ে অনুরূপভাবে সালাত আদায় করতে মোটেই ত্রুটি করবো না।
অধীনস্থ রাবি বলেন, আনাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা একটি কাজ করতেন যা আমি তোমাদের কি করতে দেখিনা। তিনি রুকু থেকে মাথা তুলে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে যেতেন। এমন কি কেউ মনে মনে বলতো তিনি সেজদা করতে ভুলে গেছেন। তিনি সেজদা থেকে মাথা তুলে সোজা হয়ে বসে যেতেন কেউ কেউ মনে মনে বলতো তিনি (দ্বিতীয় সেজদা করতে) ভুলে গেছেন।
(সহীহ মুসলিম ৯৪৭)

চ) বসা সম্পৃক্ত ওয়াজিব

○ চার রাকাত তিন রাকাত বিশিষ্ট সালাতে দুই রাকাত শেষ করে আত্তাহিয়্যাতু পাঠ করতে যতটুকু সময় লাগে সেই পরিমাণ সময় পর্যন্ত বসে থাকা ওয়াজিব।

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসুদ রাযি. বলেন ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে শিখিয়েছেন যেন আমরা দ্বিতীয় বৈঠকে আত্তাহিয়াতু পাঠ করি।

○ সালাতের উভয় বৈঠকে তাশাহুদ তথা আত্তাহিয়্যাতু পাঠ করা ওয়াজিব।

التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

অর্থঃ যাবতীয় ইবাদত ও অর্চনা মৌখিক শারীরিক আর্থিক সমস্ত আল্লাহর জন্য। হে নবী! আপনার উপর আল্লাহর শান্তি রহমত ও বরকত অবতীর্ণ হোক। আমাদের উপর এবং নেক বান্দাদের উপর শান্তি অবতীর্ণ হোক সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ ছাড়া এবাদতের যোগ্য কোন মাবুদ নেই এবং আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও রাসূল
(সহীহ বুখারী ১২০২)

◇ সালাম বলাঃ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ বলে সালাত শেষ করা।

নিম্নক্ত ওয়াজিবগুলো সম্পূর্ন সালাত জুড়ে প্রযোজ্য।

📌প্রত্যেক রাকাতে তার তীব বা ধারাবাহিকতা ঠিক রাখা অর্থাৎ আগের কাজ পেছনে এবং পেছনের কাজ আগে না করা।

📌ধীরস্থির ভাবে সালাত আদায় করা যেমন রুকু ও সেজদা নিশ্চিত ও প্রশান্ত মনে তাড়াহুড়া না করে ভালোভাবে আস্তে আস্তে আদায় করা।

✨✨✨সালাতের সুন্নত সমূহ ✨✨✨

ক) তাকবীরে তাহরিমা সম্পৃক্ত সুন্নাহ

◇ তাকবীরের তাহরিমার সময় মাথা না ঝুকিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ানো।
◇ তাকবীরে তাহরিমার পূর্বে হাত উত্তোলন পুরুষের জন্য কান বরাবর আর মহিলাদের জন্য বুক বরাবর।
◇ হাত উত্তোলনের সময় তালু এবং আঙ্গুলসমূহ কিবলামুখী করা।
◇ আঙ্গুল গুলো স্বাভাবিক রাখা।

খ) দাঁড়ানো সম্পৃক্ত সুন্নাহ

◇ দাঁড়ানো অবস্থায় দুই পায স্বাভাবিক রাখা পুরুষের জন্য চার আঙ্গুর মহিলাদের জন্য দুই **পা** মিলিয়ে রাখা।

◇ ডান হাত বাম হাতের উপর রাখা হানাফি ফিক্বহ মতে পুরুষের জন্য নাভির নিচে এবং মহিলাদের জন্য বুকের উপর।

◇ ডান হাতের তালু বৃদ্ধা আঙ্গুল ও কনিষ্ঠ আঙ্গুল দ্বারা বাম হাতের কব্জির উপর হালকা ভাবে ধরে রাখা।

গ) কেরাত সম্পৃক্ত সুন্নাহ

◻ তাকবীরে তাহরিমা এবং হাত বাধার পর ছানা পাঠ করা

◻ সূরা ফাতিহার পূর্বে তাআউয (আউযুবিল্লাহ) সুরা ফাতেহার পূর্বে বাসমালা (বিসমিল্লাহ) আল্লাহ পাঠ করা।

◻ ফিক্বহে হানাফী মতে ইমাম বা একাকী ব্যক্তি সালাত আদায়কারি সুরা ফাতেহার শেষে আস্তে আমীন বলা।

◻ শুধু ফরজ সালাতে প্রথম রাকাতে এবং দ্বিতীয় রাকাতে অপেক্ষা দীর্ঘ করা।

ঘ) রুকু সম্পৃক্ত সুন্নাহ

◇ (পুরুষ) রুকু অবস্থায় নামাজী দুই হাত দ্বারা তার দুই হাঁটু আঁকড়ে ধরা এবং আঙ্গুল গুলো ফাঁকা রাখা।

(মহিলা) আঙ্গুলগুলো হাটুর উপর মিলিয়ে রাখবে হাত হাঁটুর উপর চেপে রাখবে।

◇ (পুরুষ) অবস্থায় পিঠ বিছিয়ে দেওয়া আর (মহিলা) স্ট্রেইট না করে কম ঝুকবে।

◇ পুরুষ তার দুইপাশ থেকে দূরে হাত রাখবে আর মহিলারা পেটের সাথে মিলিয়ে রাখবে কিছুটা ভেঙ্গে।

◇ কমপক্ষে তিনবার سبحان ربي العظيم বলা।

◇ রুকু থেকে সোজা হয়ে سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد বলা।

ঙ) সেজদা সম্পৃক্ত সুন্নাহ

◇ সেজদায় যাওয়ার সময় প্রথমে জমিনে হাঁটু তারপর দুই হাত, তারপর চেহারা রাখা, উঠার সময় শেষ থেকে শুরু করা।

◇ পুরুষ সেজদা অবস্থায় নামাজে পেট তার দুই উরু থেকে দুই কনুই পাশ থেকে এবং দুই বাহু ভূমি থেকে পৃথক রাখা আর মহিলারা সবগুলা মিলিয়ে রাখবে।

◇ সেজদা অবস্থায় হাত এবং পা এর আঙ্গুলগুলো মিলিত এবং কিবলা মুখি রাখা।

◇ দুই হাতের মাঝখানে চেহারা রাখা।

◇ সেজদা কমপক্ষে তিনবার নিচু সরে سبحان ربي الاعلى বলা।

চ) বসা সম্পৃক্ত সুন্নাহ

◇ পুরুষ বৈঠকের বসায় নামাযীর বাঁম পা বিছিয়ে দেওয়া এবং ডান পা খাড়া রেখে আঙ্গুলগুলোকে কিবলামুখী করা করা। মহিলারা উভয় পা ডানদিকে বের করে জমির উপর বসা।

◇ দুই সেজদা মাঝখানে সোজা হয়ে বসা দোয়া পড়া।

◇ বৈঠকের অবস্থায় দুই হাত দুই উরুর উপর রাখা।

◇ তাশাহুদে তর্জনী বা শাহাদাত আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করা।

(ফিক্বহ হানাফিতে লা ইলাহা বলার সময় তর্জনে উত্তোলন এবং ইল্লাল্লাহ বলার সময় তা নামিয়ে নেওয়া)

◇ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ বলে ডানদিকে এরপরে বামদিকে মুখ ফিরানো।

□ সালাত মাকরূহ হওয়ার কারণ সমূহ

১. নামাজরত অবস্থায় কাপড় বা শরীর নিয়ে খেলা করা মাকরূহ, যদি তা আমলে কাসীর না হয় আর আমলে কাসীর হলে নামাজ নষ্ট হয়ে যাবে।

২. সেজদার স্থান থেকে কংকর বা পাথরকণা সরানো (মাকরূহ)। অবশ্য সেজদা করা অসম্ভব হলে এক-দুইবার কংকর সরানোর অবকাশ আছে।

৩. আঙ্গুল সমূহকে মলা বা টেনে ফুটানো।

৪. কোমরে হাত রাখাও মাকরূহ।

৫. ডানে-বামে মুখ ফিরানোর দ্বারা যদি সিনা কেবলার দিক থেকে ফিরে যায় তাহলে নামাজ নষ্ট হয়ে যাবে।

আর যদি সিনা কেবলা দিক থেকে না ফিরে, তাহলে নামাজ নষ্ট হবে না; অবশ্য নামাজ মাকরূহ হবে।

৬. উভয় হাটু খাড়া করে হাত মাটিতে রেখে নিতম্ব ও পায়ের উপর কুকুরের ন্যায় বসা।

৭. সেজদায় উভয় বাহুকে মাটিতে বিছিয়ে দেয়া।

৮. হাতের ইশারায় সালামের উত্তর দেয়া।

৯. ফরজ নামাজে বিনা ওজরে আসন করে বসা।

১০. মাটি লেগে যাওয়ার ভয়ে কাপড় হেফাযত করা।

১১. সদলে ছাওব করা অর্থাৎ কাপড় কাঁধে রেখে তার উভয় প্রান্ত একত্র না করে ঝুলিয়ে দেয়া।

১২. হাই তোলা। হাই ও হাচি যথাসম্ভব প্রতিহত করবে। না পারলে সমস্যা নেই।

১৩. শরীরের অলসতা দূর করার জন্য মোচড়ানো।

১৪. চোখ বন্ধ রাখা। অথচ দৃষ্টি সেজদার স্থানে রাখা উচিত।

১৫. চুল মাথার উপর ভাজ করে গিরা দিয়ে নামাজ পড়া। মাথায় চুল থাকলে নামাজের মধ্যে তা ছেড়ে রাখা সুন্নত যাতে চুলও সেজদা করতে পারে।

১৬. খোলা মাথায় নামাজ পড়া মাকরূহ। তবে বিনয় ও নম্রতা প্রকাশের নিমিত্তে এরূপ করলে মাকরূহ হবে না।

১৭. আয়াত ও তাসবীহসমূহ হাতে গণনা করা। তবে সাহেবাইন (রহ.)- এর মতে এটা মাকরূহ নয়।

১৮. শুধু ইমাম সাহেব মসজিদের মেহরাবে এবং সমস্ত লোক মেহরাবের বাইরে দাঁড়ানো।

১৯. ইমাম সাহেব একা উঁচু স্থানে এবং সমস্ত লোক নিচে দাঁড়ানো।

২০. কাতারে দাঁড়ানোর সুযোগ থাকা সত্ত্বেও পিছনে একা দাঁড়ানো।

তবে যদি সুযোগ না থাকে তাহলে (সামনের কাতার থেকে মাসআলা জানে এমন একজনকে টেনে এনে নিজের সাথে দাড় করাবে। তার পরও চেষ্টা করবেন একা শুধু কাতারে না দাঁড়াতে।

২১. মানুষ অথবা জন্তুর ছবি বিশিষ্ট কাপড় পরিধান করা।

২২. সামনে, বামে অথবা ডানে ছবি থাকাবস্থায় নামাজ মাকরূহ। তবে যদি ছবি পায়ের নিচে কিংবা পিছনে থাকে, তাহলে কোন ক্ষতি নেই।

◇ ◇ সালাত ভঙ্গের কারণসমূহ ◇ ◇ ◇

সালাত বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য যেমন কিছু শর্ত রয়েছে, তেমনিভাবে নষ্ট হওয়ার জন্যও কিছু সুনির্দিষ্ট কারণ রয়েছে। নিম্নোক্ত কারণে সালাত নষ্ট হয়ে যায়। যথাঃ

১. সালামের জবাব দিলে : নামাযরত অবস্থায় কারো সালামের জবাব দিলে নামায ভঙ্গ হয়ে যাবে। কেননা সালাম যিকিরের পর্যায়ভুক্ত নয়।

২. নামাযের মধ্যে সালাম দিলে : ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক নামাযের মধ্যে সালাম দিলে নামায ভঙ্গ হয়ে যাবে।

৩. দুঃখসূচক শব্দ উচ্চারণ করা : নামাযের মধ্যে কেউ দুঃখসূচক শব্দ যেমন-আহ, উহ, হায় ইত্যাদি উচ্চস্বরে বললে নামায নষ্ট হয়ে যাবে।

৪. নামাযের ফরয ছুটে গেলেঃ নামাযের মধ্যে যেসব কাজ করা ফরয তন্মধ্যে কোনো একটি ফরয ছুটে গেলে নামায ভঙ্গ হয়ে যাবে।

৫. কিরা'আতে ভুল করলে : নামাযের মধ্যে কুরআন তিলাওয়াতে যদি এমন ভুল করে যে ভুলের কারণে আয়াতের মর্মার্থ ওলট পালট হয়ে যায়, তবে নামায ভঙ্গ হয়ে যাবে।

৬. নামাযে কিরা আত দেখে দেখে পড়া : নামাযরত ব্যক্তি যদি কুরআন শরীফ দেখে দেখে পাঠ করে, তবে তার নামায ভঙ্গ হয়ে যাবে।

৭. নামাযের মধ্যে কথা বলাঃ নামাযী ব্যক্তি যদি নামাযের মধ্যে কথা বলে, তাহলে তার নামায নষ্ট হয়ে যাবে।

عن زيدِ بْنِ أَرْقَمَ، قال: " كنَّا نتكلمُ فِي الصّلاةِ يُكَلِّمُ الرّجُلُ صَاحِبَهَ وَهُوَ إِلَى جَنْبِهِ فِي الصّلاةِ حَتّى نَزَلَتْ { وَقُوْمُوْا لِلهِ قاَ نِتِيْنَ } فأُمِرْنا بالسَّكُوْتِ, ونهينا عَنِ الْكَلَامِ

"যায়েদ ইবনে আরকাম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, (এক সময়) আমরা নামাযের মধ্যে কথা বলতাম। মুসল্লী নামাযের মধ্যে তার পার্শ্ববর্তী সাথীর সাথে কথা বলত। অতঃপর যখন কুরআনের বাণী "তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে বিনীতভাবে দাঁড়াবে।"

حَٰفِظُواْ عَلَى ٱلصَّلَوَٰتِ وَٱلصَّلَوٰةِ ٱلۡوُسۡطَىٰ وَقُومُواْ
لِلَّهِ قَٰنِتِينَ

অর্থঃ তোমরা নামাজ সমূহের প্রতি পুরোপুরি যত্নবান থেকো এবং বিশেষভাবে মধ্যবর্তী নামাজের প্রতি এবং আল্লাহর সামনে আদবের সাথে অনুগত হয়ে দাঁড়িয়ো।
(সূরা বাকারা, আয়াত ২৩৮)

৮. নেশাগ্রস্ত অবস্থায় নামায পড়লে : মাদকাসক্ত মাতাল অবস্থায় নামায আদায় করলে তা আদায় হবে না। কেননা, মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন

لا تقربوا الصلوة وانتم سكرى

“তোমরা নেশাগ্রস্ত অবস্থায় নামাযের নিকটবর্তী হয়ে না।” (সূরা নিসা,আয়াতঃ ৪৩)

৯. ইচ্ছাকৃতভাবে ওয়াজিব ছেড়ে দিলে : নামাযের মধ্যে নির্ধারিত ১৪টি ওয়াজিবের কোন একটি ওয়াজিব যদি নামাযী ইচ্ছাকৃতভাবে ছেড়ে দেয়, তবে নামায ভঙ্গ হয়ে যাবে। আর অনিচ্ছাকৃতভাবে ছুটে গেলে সাহু সিজদা দিলে নামায শুদ্ধ হবে। কিন্তু সাহু সিজদা না দিলে নামায ভঙ্গ হয়ে যাবে। পুনরায় আদায় করতে হবে।

১০. অট্টহাসি দিলে : নামাযের মধ্যে অট্টহাসি দিলে শুধু নামাযই নয়, অজুও নষ্ট হয়ে যাবে।

১১. অপ্রাসঙ্গিক কিছু করা : কোনা দুঃসংবাদ শুনে ইন্নালিল্লাহ সুসংবাদ শুনে আল-হামদুলিল্লাহ’ এবং বিক্রয়ের সংবাদ শুনে “সুবহানাল্লাহ’ বললে নামায বিনষ্ট হয়ে যাবে।

১২. অন্য দিকে ঘুরে গেলেঃ নামাযের মধ্যে কিবলার দিক থেকে অন্য দিকে ফিরে গেলে নামায ভঙ্গ হয়ে যাবে।

১৩. বাচ্চাকে দুধ পান করালে : নামাযরত স্ত্রীলোকের দুধ যদি তার সন্তান এসে খায়, তবে নামায ভঙ্গ হয়ে যাবে।

১৪. হাঁচির জবাব দেয়া : নামাযের মধ্যে যদি কেউ অন্যের হাঁচি শুনে ইয়ারহামুকাল্লাহ’ বলে হাঁচির জবাব দেয়, তবে তার নামায নষ্ট হয়ে যাবে।

১৫. চলাফেরা করলে : নামাযের মধ্যে চলাফেরা করলে নামায নষ্ট হয়ে যাবে। হ্যাঁ, প্রয়োজনে সম্মুখে বা পেছনে যাওয়া যাবে।

১৬. অপবিত্র স্থানে সিজদা করলে : অপবিত্র স্থানে সিজদা করলে নামায নষ্ট হয়ে যাবে।

১৭. আমলে কাসীর হলে : নামাযের মধ্যে যদি কেউ আমলে কাসীর করে তবে নামায নষ্ট হয়ে যাবে। আমলে কাসীর হলো নামাযের মধ্যে এমন আমল করা যা দূর থেকে দেখলে মনে হয় যে, লোকটি নামায আদায় করছে না।

১৮. নিজের ইমাম ছাড়া অন্যকে লোকমা দেয়া : যদি কেউ নামাযের মধ্যে নিজের ইমাম ছাড়া অন্য কাউকে লোকমা দেয়, অথবা ইমাম যদি মুক্তাদি ব্যতীত অন্য কারো লোকমা নেয় অথবা ইমাম যদি জামাত বহির্ভূত অন্য কারো ভুল সংশোধন গ্রহণ করে তবে তার নামায নষ্ট হয়ে যাবে।

১৯. নামাজে দুনিয়াবী কথাবার্তা বলাঃ এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছেঃ

عنْ مُعَا وِيةَ بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِى. قَاَلَ : قَاَلَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّ هذه الصلاة لا يصلُحُ فيها شيْءٌ من كلامِ النَّاسِ , إنّما هو التسبيح و التكبير وقراءةُ القران

"হযরত মুয়াবিয়া বিন হাকাম সুলামী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত,তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ নামাযে দুনিয়ার কোনো ব্যক্তিগত কথা বলা চলবে না বরং নামায তিলাওয়াতের সমষ্টি মাত্র।"
(মুসলিমঃ ৫৩৭)

২০. নামাযে কাতার সোজা না করে নামায পড়া
এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছ

عن أبى مسعود، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصّلاة، ويقول: أستووا، ولا تختلفوا، فتختلف قلوبكم.

হযরত আবু মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযে দাঁড়ানোর সময় আমাদের কাঁধগুলো স্পর্শ করে বলতেন: তোমরা সবাই নামাযের কাতারে একদম সোজা হয়ে দাড়াও । একে অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কখনো দাড়িও না, তা হলে তোমাদের অন্তরগুলোর মাঝে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি হবে। (মুসলিম,হাদিসঃ ৪৩২)

২১. বিনা অজুতে নামায পড়া

এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে-

عن أبو هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تقبل صلاة أحد كم إذا أحدث حتى يتوضّا.َ

হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত,তিনি বলেন, রাসূলুল্লাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ তোমাদের কারো অজু না থাকা সত্ত্বেও অজু না করে নামায পড়লে তার নামায কবুল হবে না।
(মুসলিম,হাদিসঃ ২২৫)

২২. অন্যান্য : কোনো পত্র বা লেখার প্রতি দৃষ্টি পড়ায় তা মুখে উচ্চারণ করলে নামায ভঙ্গ হয়ে যাবে।

২৩. তিন তাসবীহ পাঠ পরিমাণ সময় সতর খুলে থাকা ।

২৪. নামাযে খাওয়া বা পান করা ।

✨✨সালাতের সময়ের প্রকারভেদ✨✨

সালাতের সময় হলো ৪ প্রকারঃ

১) নিষিদ্ধ সময়
২) মাকরূহ সময়
৩) সালাতের মুল সময় এবং
৪) সালাতের মুস্তাহাব সময়

০ **নিষিদ্ধ সময়ঃ** তিন সময়ে সালাত পড়া নিষেধ হওয়ার বিষয়ে সমস্ত ইমামদের ঐক্যমত হয়েছে..

ক) সূর্যদয়ের সময়
খ) সূর্য যখন ঠিক মাথার উপরে থাকে
গ) সূর্য যখন অস্ত যায়

৩ সময়ে সালাত পড়া নিষেধ হওয়ার বিষয়সমস্ত ইমামদের ঐক্যমত হয়েছে আমের জুহানি রাদিয়াল্লাহু বলেন

তিনটি সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে সালাত পড়তে এবং মৃতের দাফন করতে নিষেধ করতেন। সূর্য উদয়ের সময় যতক্ষণ না তা পুরোপুরি উঁচু হয়ে যায়। সূর্য মধ্যে আকাশে অবস্থানের সময় থেকে নিয়ে তা পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়া পর্যন্ত। যখন সূর্য অস্ত যায়।
(সহীহ মুসলিম ১৩৭৩)

◇ ◇ (নফল) সালাতের মাকরুহ সময় ◇ ◇

△ (ফজরের সুন্নাহ ছাড়া) সুবহে সাদিক থেকে ফজরের ফরজ পর্যন্ত।

সুবহে সাদিকের পর ফজরের ফরজ সালাতের আগে দুই রাকাত সুন্নত ছাড়া অন্য নফল সালাত পড়া মাকরুহ। চাইতা ঘরে পড়া হোক কিংবা মসজিদে।

হযরত হাফসা রাও থেকে বর্ণিত নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন..

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজর উদিত হবার পর ফজরের দুই রাকাত সুন্নত ছাড়া অন্য কোন সালাত পড়তেন না।
(সহিহ মুসলিম ১৭১১, সহিহ বুখারী ১১৭৩)

△ ফজরের সালাতের পর থেকে সূর্য উদয় হওয়া পর্যন্ত সব ধরনের নফল সালাত পড়া মাকরু।

△ আসরের সালাতের পর সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত কোন সালাত পড়া মাকরুহ।

আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু বলেন, আমি রসুলুল্লাহ সাঃ কে বলতে শুনেছি-

ফজরের সালাতের পর থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত কোন সালাত নেই। আসরের সালাতের পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত কোন সালাত নেই।
(তিরমিজি ৭৫)

তবে কাজা সালাত, জানাজার সালাত এবং সেজদায় তেলাওয়াত আদায় করা মাকরুহ নয়।

কেউ যদি ওই দিনের আসরের সালাত সঠিক সময় পড়তে না পারে তাহলে সূর্যাস্তের আগে হলেও তা পড়ে নিতে হবে। কাজা করা যাবে না। কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন যে ব্যক্তি সূর্যাস্তের পূর্বে আছরের সালাতের এক রাকাত পেল সে আসরের সালাত পেল।
(নাসাঈ ৫১৮)

△ মাগরিবের সালাতের আযানের পর থেকে মাগরিবের সালাত পড়ার পূর্বে নফল সালাত পড়া মাকরুহ।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন...
প্রতিটি ২ আযান(আযান ও ইকামত) এর মাঝে নফল সালাত আছে মাগরিবের সালাত ছাড়া।
(বায়হাকি ৪১৭২)

হযরত তাউস থেকে বর্ণিত হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর রাদিয়াল্লাহু কে প্রশ্ন করা হলো মাগরিবের
(ফজরের আগে ও আজানের পর) আগে কোন সালাত আছে কি? তিনি বলেন-
“আমি নবীজী সাঃ এর সময় থেকে আজ পর্যন্ত কাউকে এ সময় সালাত পড়তে দেখিনি।”
(আবু দাউদ ১২৮৪)

△ ইমাম যখন জুমা ও ঈদের খুতবার জন্য বের হন তখন থেকে ফরজ সালাত থেকে পারেগ হওয়া পর্যন্ত সফল সালাত পড়া মাকরূহ।

হযরত নুবাইশা হুজালী রাসুলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে...

যখন কোন মুসলমান জুম্মার দিন গোসল করে অতঃপর মসজিদে আসে এবং কাউকে কষ্ট না দিয়ে ইমাম সাহেব খুতবার জন্য বের না হয়ে থাকলে যতটুকু সম্ভব সালাত পড়ে। আর ইমাম সাহেব বের হয়ে গিয়ে থাকলে বসে পড়ে।এবং ইমাম সাহেবের খুতবা ও জুমা শেষ না করা পর্যন্ত মনোযোগ সহকারে শোনে এবং চুপ থাকে তাহলে যদি এই জুমায় তার সকল গুনাহ মাফ নাও হয় তবে পূর্ববর্তী জুমা পর্যন্ত গুনাহের কাফফারা হয়ে যাবে।
(মুসনাদে আহমদ ২০৭২১)

হযরত উরওয়া রাদিয়াল্লাহু বলেন
“ ইমাম মেম্বারে বসলে কেউ কোনো সালাত পড়বে না ”(ইবনে আবী শাইবা ৫২১৩)

△ ইকামতের সময় সালাত ইকামত শুরু হয়ে গেলে ফরজ ছাড়া অন্য সালাত পড়া জায়েজ নয়।
আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু থেকে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ সাঃ বলেন

“ যখন সালাত শুরু হয় তখন ফরজ সালাত ছাড়া অন্য কোন সালাত করা জায়েজ নয়।”
(তিরমিজি ৪২১)

△ ঈদের সালাতের আগে নফল সালাত পড়া এবং পরে ঈদগাতে পড়া মাকরুহ।

ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিতরের দিন বের হলেন এবং দুরাকাত সালাত আদায় করলেন এর পূর্বে ও পরে কোন সালাত আদায় করেননি।
(সহিহ মুসলিম ১৯৪৪)

△ আরাফার ময়দানে বিশেষ করে হজ যাত্রীদের জন্য জোহর আর আসরের মধ্যবর্তী সময় নফল সালাত পড়া মাকরূহ। মুজদালিফায় বিশেষ করে হজ যাত্রীদের জন্য মাগরিব ও এশার মধ্যবর্তী সময়ে।

জাফর ইবনে মুহাম্মদ রহঃ বর্ণিত তার পিতকর সূত্র থেকে বর্ণনা করেন যে

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরাফার ময়দানে এক আজান ও দুই ইকামতে যোহর ও আসরের সালাত আদায় করেছেন। কিন্তু এই দুই সালাতের মধ্যখানে কোন সালাত (তাজবিহ) পড়েননি। অনুরূপভাবে তিনি মুজদালিফায় এক আজান দুই ইকামতে মাগরিব ও এশার সালাত আদায় করেছেন এবং দুই সালাতের মাঝখানে কোনো তাসবিহ (সালাত) পড়েননি।
(আবু দাউদ ১৯০৬)

△ খুব ক্ষুদা এবং খানার প্রতি তীব্র চাহিদা হলে ওই অবস্থা নফল সালাত পড়া মাকরুহ। কেননা এর ফলে খাবারের সঙ্গে মন লেগে থাকবে, সালাতের সঙ্গে নয়।
(সহীহ মুসলিম ৮৬৯)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন
“খানার উপস্থিতিতে কোন সালাত নেই। ”
(সহিহ মুসলিম ৫৬০)

△ প্রস্রাব পায়খানা ও বায়ুর চাপ নিয়ে সালাত আদায় করা মাকরুহ।
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন সালাতের একামত হয়ে যাওয়ার পর তোমাদের কারো মলত্যাগের প্রয়োজন হলে প্রথমে সে মলত্যাগ করে নিবে।
(তিরমিজি ১৪২)

△ এমন কোন বস্তুর উপস্থিতিতে যেই বস্তু সালাত থেকে বিমুখ কারী এবং খুশু খুজুতে ব্যাঘাত সৃষ্টিকারী।
(সহীহ মুসলিম ৮৬৯)

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি কার্পেটে সালাত আদায় করার সময় তার কারুকার্যের প্রতি নজর পড়ে। সালাত শেষ করে বলেন আবু জাহান ইবনে হুজাইফার নিকট নিয়ে যাও আমার জন্য একটি আনযাবিয়া কারুকার্যহীন কাপড় নিয়ে আসো। এই কার্পেটটি সালাতের ভেতর আমাকে অন্যমনস্ক করে দিয়েছে।
(সহীহ মুসলিম ৫৫৬)

◇ ◇ সালাতের মূল সময় ◇ ◇

ইবনে আব্বাস রাঃ থেকে বর্ণিত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম বলেন জিব্রাইল আলাইহিস সালাম কা'বা শরীফের চত্বরে দুবার আমার সালাতে ইমামতি করেছেন......

তিনি প্রথমবার জোহরের সালাত আদায় করালেন যখন প্রতিটি জিনিসের ছায়া জুতার ফিতার মত ছিল।

✴অতঃপর তিনি আসরের সালাত আদায় করালেন যখন কোন বস্তুর ছায়া তার সমান ছিল। অতঃপর মাগরিবের সালাত আদায় করালেন যখন সূর্য ডুবে গেল এবং যে সময় রোজাদার ইফতার করে।

✴অতঃপর এশার সালাত আদায় করালেন যখন লাল বর্ণ অদৃশ্য হয়ে গেল।

✴অতঃপর ফজরের সালাত আদায় করালে যখন ভোর বিদ্যুতের মত আলোকিত হলো এবং সেই সময় রোজাদারের উপর পানাহার হারাম হয়।
তিনি(জিবরাইল) দ্বিতীয় দিন যোহরের সালাত আদায় করালেন,,

যখন কোন বস্তুর ছায়া তার সম্মান হল এবং পূর্ববর্তী দিন ঠিক যে সময় আসরের সালাত আদায় করেছিলেন।
✴অতঃপর আসরের সালাত আদায় করালেন যখন কোন বস্তুর ছায়া তার দ্বিগুণ হলো। অতঃপর মাগরিবের সালাত আদায় করালেন পূর্বের দিনের সময়ে।

✴অতঃপর এশার সালাত আদায় করালেন যখন রাতের এক তৃতীয়াংশ চলে গেল
এবং ফজরের সালাত আদায় করালেন যখন জমিন আলোকিত হয়ে গেল।

✴অতঃপর জিবরাইল (আঃ) আমার দিকে তাকিয়ে বললেন হে মুহাম্মদ! এটাই হলো আপনার পূর্ববর্তী নবীদের সালাতের ওয়াক্ত।
সালাতের ওয়াক্ত এই দুই সীমার মাঝখানে।

✍ তিরমিযী ১৪৯

◇ ◇ ফজর সালাতের সময় ◇ ◇

ওয়াক্ত শুরু হয় সুবেহ সাদিকের পর থেকে নিয়ে সূর্যোদয় হওয়া পর্যন্ত ফজরের সালাতের সময়।
ওয়াক্ত শেষ হয় সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই ফজরের ওয়াক্ত শেষ হয়ে যায়।

ফজরের এই দুই সময় কে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। শরীয়তের পরিভাষায় প্রথম ভাগকে **গালাস** আর দ্বিতীয় ভাগকে **ইসফার** বলে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অধিকাংশ সময় দ্বিতীয় অংশ তথা ইসফারে সালাত আদায় করতেন। ফিকাহবিদগণ বলেন প্রথম ভাগ তথা **গালাস** সময় মহিলাদের আর দ্বিতীয়ভাগ তথা **ইসফার** এ সময় পুরুষদের ফরজ সালাত আদায় করা উত্তম।

◇ ◇ যোহরের সালাতের সময় ◇ ◇

ওয়াক্ত শুরু ঠিক দ্বিপ্রহরে পর সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়ার পর যোহরের সালাতের সময় শুরু হয়। প্রত্যেক জিনিসের ছায়ায়ে আছলি তথা মুল ছায়া ব্যতীত অর্থাৎ সূর্য যখন মাথার উপরে আসে সে সময় মানুষের যে ছায়া হয় তাকে ছায়া আছলি বলা হয়।

যোহরের ওয়াক্ত শেষ হয় ঃ হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা বলেন আমি তোমাদের জানাচ্ছি যে তখন তোমরা ছায়া যখন তোমার সমান হয় তখন যোহরের সালাত পড়ো। যখন তার দ্বিগুণ হয় আসরের সালাত পড়ো।

আবু হানিফা রাহি. এর দলিল হলো, আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ও আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন..

যখন গরমের প্রচণ্ডতা বৃদ্ধি পায়, তখন গরম কমলে সালাত আদায় করবে। কেননা গরমের প্রচন্ডতা জাহান্নামের নিঃশ্বাসের অংশ।
(সহিহ বুখারি ৫৩৩)

◇ ◇ আসরের সালাতের সময় ◇ ◇

ওয়াক্ত শুরু হয় জোহরের সালাতের সময় শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হয়ে যায়।অর্থাৎ প্রত্যেক জিনিসের মূল ছায়া বাদ দিয়ে যখন ছায়া দ্বিগুণ হয় তখনই আসরের সালাতের সময় শুরু হয়ে যায়।

ওয়াক্ত শেষ অতপর সূর্যাস্ত পর্যন্ত আসরের সালাতের সময় থাকে। তবে সূর্য হলুদ বর্ণ ধারণ করার পর আসরের সালাত আদায় করা মাকরূহে তাহরীমী।

ইবনে আব্দুর রহমান রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি,,

এটা মুনাফিকদের সালাত! এটা মুনাফিকদের সালাত! এটা মুনাফিকদের সালাত!এদের কেউ বসে থাকে আর যখন সূর্য হলুদ বর্ণ ধারণ করে এবং তা শয়তানের দুই সিংহের মধ্যখানে বা উপরে অবস্থান করে তখন সে দাঁড়িয়ে চারটি ঠোকর মারে, তাতে সে খুব সামান্যই আল্লাহকে স্মরণ করে থাকে।
(সহিহ মুসলিম ও আবু দাউদ ৪১৩)

মাগরিবের সালাতের সময়

ওয়াক্ত শুরু সূর্য অস্ত যাওয়ার পর থেকে মাগরিবের সময় শুরু
ওয়াক্ত শেষ পশ্চিম আকাশে লাল রং দৃষ্টিগোচর হওয়া পর্যন্ত সময় বাকি থাকে।

এশার সালাতের সময়

ওয়াক্ত শুরু মাগরিবের সালাতের সময় শেষ হবার পরে এশার সালাতের সময় শুরু হয়।

ওয়াক্ত শেষ সুবহে সাদিকের পূর্ব পর্যন্ত এশার সালাতের সময় বাকি থাকে। তবে রাতের এক তৃতীয়াংশ দেরি করে এশার সালাত আদায় করা মুস্তাহাব। আর বিনা ওজরে অর্ধ রাতের পর এশার সালাত আদায় করা মাকরুহ।

✨ ✨বিতরের সালাতের সময়✨ ✨

ভেতরের প্রথম সময় হলো এশার পরে
আর শেষ সময় হলো যতক্ষণ না ফজর উদিত হয়।

খারিজাজ ইবনে হুজাইফা আল আদাবি রাঃ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন একদা রাসুলুল্লাহ সাঃ আমাদের কাছে এসে বললেন......

ان الله عز و جل قد امدكم بصلاه و هي خير لكم من حمر النعم و هي الوتر فجعلها لكم فيما بين العشاء الى طلوع الفجر

অর্থঃ মহামহিয়ান আল্লাহ তোমাদেরকে একটি অতিরিক্ত সালাত দিয়েছেন, সেটা তোমাদের জন্য লাল উটের চেয়ে উত্তম। তা হল বিতির।

তোমাদের জন্য এই সালাত আদারে সময় হচ্ছে এশার সালাতের পর হতে ফরজ উদয় হওয়া পর্যন্ত।

✍আবু দাউদ ১৪১৮

✨তাহাজ্জুদের সালাতের সময় ✨ ✨

০ তাহাজ্জুদ সালাতের শুরু এবং শেষ সময়ঃ

তাহাজ্জুদের সময়সীমা এশার সালাতের পর থেকে শুরু করে ফজরের ওয়াক্ত শুরু হওয়ার আগ পর্যন্ত।

সুতরাং কারো যদি শেষ রাত্রিতে জাগ্রত হওয়ার সম্ভাবনা না থাকার দরুন এশার সালাতের পরে তাহাজ্জুদের সালাত পড়ে নেয় তবে সে সওয়াব পাবে ইনশাআল্লাহ।

✳তাহাজ্জুদ সালাতের প্রধান সময়ঃ
তাহাজ্জুদের প্রধান সময় হল রাতের শেষ প্রহর। রাতের শেষ প্রহর বলতে রাতের শেষ তৃতীয়াংশ থেকে ফজর সালাতের ওয়াক্ত শুরু হওয়ার আগ পর্যন্ত কে বুঝানো হয়েছে।

জাবির রাদিয়াল্লাহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন...

من خاف ان لا يقوم من آخر الليل فليوتر اوله، ومن طمع ان يقوم اخره فليوتر اخر الليل، فان صلاه اخر الليل مشهودة ، وذلك افضل

অর্থঃ যে ব্যক্তি শেষ রাতে উঠতে না পারার আশঙ্কা করবে সে যেন শুরুর রাতেই বিতির পড়ে নেয় আর যে ব্যক্তি রাতের শেষ ভাগে উঠে ইবাদত করার লালসা রাখে সে যেন রাতের শেষ ভাগে বিথির সমাধান করে কারণ রাতের শেষ ভাগের সালাতে ফেরেশতারা হাজির হন এবং এটি উত্তম আমল।

✍সহীহ মুসলিম ৭৫৫

✨✨সালাতের মুস্তাহাব সময় ✨✨

✳ফজরের সালাত ফর্সা করে পড়া মুস্তাহাব।

রাফি ইবনে খদীজ রাদিয়াল্লাহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রাসুল সাঃ বলেছেন....

,,اصبحوا بالصبح فانه اعظم لاخوركم ،، او اعظم للاجر

অর্থঃ ভোরের আলো প্রকাশিত হলে ফজর সালাত আদায় করবে। কারণ এতে তোমাদের জন্য অত্যাধিক সওয়াব বা অতি উত্তম বিনিময় রয়েছে।

⊛গ্রীষ্মকালে জহুর কে শীতল করে পড়া মুস্তাহাব

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু এবং আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু থেকে বর্ণিত আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম বলেছেন

اذا اشتد الحر فابردوا عن الصلاةا، فان شدة الحر من فيح جهنم
অর্থ যখন গরমের প্রচণ্ড তা বৃদ্ধি পায় তখন গরম কমলে সালাত আদায় করবে কেননা গরমের প্রচণ্ড তা জাহান্নামের নিঃশ্বাসের অংশ।

✍সহীহ বুখারীর ৫৩৩

◇ ◇ আসরকে দেরি করে পড়া মুস্তাহাব ◇

আলী ইবনে শায়বান রাদিয়াল্লাহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন...

قديمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه فكان يؤخر العصر ما دامت الشمس بيضاء نقية.

একদা আমরা মদিনা হয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাই সালাম এর কাছে গেলাম সে সময় তিনি সূর্যের রং উজ্জ্বল থাকা পর্যন্ত আসরের সালাত বিলম্ব করে আদায় করলেন।
✍আবু দাউদ ৪০৮

মেঘাচ্ছন্ন দিনে তাড়াতাড়ি আসরের সালাত পড়া মুস্তাহাব

বুরায়দাহ আল আসলামী রাদিয়াল্লাহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন আমরা রাসুলুল্লাহ সাঃ এর সাথে এক যুদ্ধে যোগদান করেছিলাম।
তিনি সাঃ বলেন...

باكيرو بالصلاة في اليوم الغيم فانه من فاتته صلاة العصر حبط عمله

তোমরা মেঘাচ্ছন্ন দিনে তাড়াতাড়ি (প্রথম ওয়াক্তে) সালাত আদায় করবে, কারণ যার আসরের সালাত ছুটে যায় তার আমল বিনষ্ট হয়ে যায়।
✍ইবনে মাজাহ ৬৯৪

মাগরিবের সালাতের মুস্তাহাব সময়

মারসাদ ইবনে আব্দুল্লাহ রহমাতুল্লাহ থেকে বর্ণিত
রাসূল সাঃ বলেন...

لا تزال امتي بخير او قال على الفطره ما لم يؤخر المغرب الى ان تشتبك النجوم

''আমার উম্মত ততদিন কল্যাণের মধ্যে থাকবে অথবা মূল অবস্থায় থাকবে যতদিন তারা মাগরিবের সালাত আদায় তারকা উজ্জ্বল হওয়া পর্যন্ত বিলম্ব করবে না।''
✍আবু দাউদ ৪১৮

এশার সালাতের মুস্তাহাব সময়ঃ

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন। নবী সাঃ বলেছেন...

لولا ان اشك على أمتي لا مرتهم ان يؤخروا العشاء الى شلث الليل او نصفه

যদি আমি আমার উম্মতের জন্য কষ্টকর হবে বলে মনে না করতাম, তাহলে তাদেরকে এশার সালাত রাতের এক তৃতীয়াংশ অথবা অর্ধরাত পর্যন্ত দেরি করে আদার নির্দেশ দিতাম।
✍তিরমিজি ১৬৭

✨✨সালাত আদায়ের জন্য পবিত্রতা ✨✨

তাহারাত(পবিত্রতা)ঃ তাহারাত আরবি শব্দ এর অর্থ হচ্ছে পবিত্রতা।

শরীয়তের পরিভাষায়ঃ শরীয়ত নির্দেশিত পন্থায় তালাত পড়তে প্রতিবন্ধক এমন হদস এবং নাজাসাত বানাপাক থেকে পানি বা মাটির মাধ্যমে পবিত্র হওয়াকেই তাহারাত বলে।

⊛আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন...

إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّٰبِينَ وَيُحِبُّ ٱلۡمُتَطَهِّرِينَ

অর্থঃ নিশ্চয় আল্লাহ তওবাকারী এবং অপবিত্রতা থেকে যারা বেঁচে থাকে তাদেরকে পছন্দ করেন
(সুরা বাকারা ২২২)

⊛নবীজি সাল্লাল্লাহু সাল্লাম ইরশাদ করেন...
الطهور شطر الإيمان وفي رواية " نصف الايمان
পবিত্রতা ঈমানের অঙ্গ (অর্ধেক)।
সহিঃ মুসলিম ২২৩

⊛রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন..
لا تقبل صلاه من احدث حتى يتوضأ

অর্থঃ পবিত্রতা ছাড়া নামাজ কবুল হয় না।

আলী রাদিয়াল্লাহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাই সালাম বলেছেন

مفتاح الصلاه الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم

নামাজের (সূচনা) চাবি হলো (ওযু) পবিত্রতা। তার (নামাজের) নিষিদ্ধকারী হলো তাকবীরে তাহরিমা এবং হা তার হালালকারী হলো(শেষ বৈঠকের পর) সালাম ফিরানো।

তাহারাতের প্রকারভেদ ঃ তাহারাত দুই প্রকারঃ যথাঃ
ক) আত্মিক তাহারাত
খ) শারীরিক তাহারাত

ক) **আত্মিক তাহারাতঃ** আত্মিক তাহরাত হল শিরক, পাপাচার ও যা কিছু অন্তরকে কুশলিত করে তা থেকে পবিত্রতা।
হৃদয় শিরকের উপস্থিতি বজায় রেখে কখনো তাহারাত অর্জন করা যায় না।

⊛আল্লাহ তাআলা বলেন...

অর্থঃ হে ঈমানদারগণ! নিশ্চয়ই মুশরিকরা অপবিত্র সুতরাং তারা যেন মসজিদুল হারামের নিকটবর্তী না হয় তাদের এই বছরের পর।
(সূরা আত-তওবা আয়াত ২৮)

⊛রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন...

ان المؤمنين الاينجس
ঈমানদার ব্যক্তি সত্যিকার অর্থে একেবারে অপবিত্র হতে পারে না (সহীহ বুখারী ২৮৩)

খ) শারীরিক তাহারাতঃ শারীরিক তাহারাত বলতে বাহিক্য এবং অভ্যন্তরীণ অপবিত্রতা থেকে পবিত্রতা অর্জনকে বুঝানো হয় আর এটিই হচ্ছে ঈমানের দ্বিতীয় অঙ্গ।
অর্থাৎ পবিত্রতা অর্জনের মানসে অজু, গোসল, তায়াম্মুম এবং শরীর, পোশাক, সালাতের জায়গা ইত্যাদি থেকে বাহিক্য নাপাকি দূরীকরণের মাধ্যমে সংঘটিত হয়ে থাকে।

⊛রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু সাল্লাম বলেন...

الطهور شطر الايمان

“পবিত্রতা ঈমানের অঙ্গ “
(সহীহ মুসলিম ২২৩)

শারীরিক তাহারা তাহারা আবার দুই প্রকার
১) হুকমি হসদ থেকে পবিত্রতা ঃ
এটা আবার ২ প্রকার যথাঃ

ক) হদসে আসগরঃ যা সংগঠিত হলো ওযু আবশ্যক করে যেমন পেশাব, পায়খানা, অন্যান্য ওযু ভঙ্গকারী বিষয় সমূহ।

⊛আল্লাহ তাআলা বলেন...

হে মুমিনগণ! যখন তোমরা নামাজের দন্ডায়মান হতে চাও তখন তোমাদের মুখ কনুই পর্যন্ত হাত ধৌত কর, মাথা মাসেহ কর, পা টাকনু পর্যন্ত ধৌত করা।
(সূরা আল মায়েদা আয়াত ৬)

খ) হদসে আজগরঃ যাক গোসলকে আবশ্যক বা ফরজ করে দেয় যেমন সঙ্গমজনিত নাপাকি, মাসিক ঋতু   ইত্যাদি।

⊛আল্লাহ তাআলা বলেন আর যদি তোমরা অপবিত্র থাকো তবে ভালোভাবে পবিত্র হও
(সূরা আল মায়েদা আয়াত ৬)

২) প্রকাশ্য নাপাক থেকে পবিত্রতা
বাহিক্য পবিত্রতা অর্জনের মাধ্যম হলো ২ টি।
পানি ও মাটি।

আবু জর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু সাল্লাম বলেছেন...

নিশ্চয় পবিত্র মাটি মুসলিমদের জন্য পবিত্রতা অর্জনের এক বিকল্প মাধ্যম। যদিও সে ১০ বছর নাগাদ পানি না পায়।
(তিরমিজি ১২৪)

✨✨ওযুর পরিচয়✨✨

অজুর শাব্দিক অর্থঃ পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা অর্জন করা।

পারিভাষিক অর্থঃ নির্দিষ্ট কিছু অঙ্গ তথা মুখমণ্ডল দু'হাত ও দু'পা ধৌত করা এবং মাথা মাসেহ করার মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জনকরাকে ইসলামী পরিভাষায় ওযু বলা হয়।

✳আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে বলেন...

হে মুমিনগণ! যখন তোমরা সালাতের জন্য প্রস্তুত হবে, তখন তোমরা তোমাদের মুখমন্ডল ও দুই হাত কনুই সহ ধৌত করবে এবং তোর মাথা মাসেহ করবে, আর দুই পা গোড়ালি সহ ধৌত করবে। [সূরা মায়েদা আয়াত ৫]

অজু আল্লাহর ভালবাসার কারণ,
আল্লাহ তাআলা বলেন....

إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّٰبِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ

নিশ্চয় আল্লাহ তওবাকারীদের ভালবাসেন এবং ভালবাসেন অধিক পবিত্রতা অর্জনকারীদের। (সুরা আল বাকারা আয়াত ২২২)

অজু উম্মতে মুহাম্মাদীর আলামত, যেহেতু তারা কিয়ামত দিবসে উজ্জ্ব অঙ্গ নিয়ে উপস্থিত হবে।

✴নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন...

কেয়ামতের দিন আমার উম্মত ওজুর অঙ্গগুলো উজ্জ্বল ঝলমলে অবস্থা নিয়ে উপস্থিত হবে। কাজেই তোমাদের যে এগুলো দীর্ঘ করতে চায় সে যেন তা করে নেয়।
[বুখারী মুসলিম ৪৬৭]

অযু গুনাহ ও পাপ মিটিয়ে দেয়

✴ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন....

যে অজু করে এবং সুন্দরভাবে অজু করে তার শরীর থেকে পাপসমূহ বের হয়ে যায় এমনকি নখের নিচ থেকেও বের হয়ে যায়। (মুসলিম)

◇ ◇ অযুর হুকুম ◇ ◇

ওযুর ফরজসমূহ

◇ সকল প্রকার সালাতের জন্য অজু করা ফরজ।

◇ আল কুরআন স্পর্শ করার জন্য অজু করা ফরজ। আল্লাহ তাআলা বলেন..

لَّا يَمَسُّهُۥٓ إِلَّا ٱلۡمُطَهَّرُونَ

“পবিত্রগন ব্যতীত কেউ তা স্পর্শ করে না”

[সূরা আল ওয়াকিয়া ৭৯]

ওযুর ওয়াজিবসমূহ

◇ কাবা শরীফ তাওয়াফ করার জন্য ওযু করা ওয়াজিব।

মুস্তাহাব

◇ অজু থাকা সত্ত্বেও প্রত্যেক নামাজের জন্য নতুন অজু করা মুস্তাহাব।

আরো কিছু মুস্তাহাব

▫ পবিত্র অবস্থায় ঘুমানোর জন্য।

▫ ঘুম থেকে জাগ্রত হবার পর।

▫ সর্বদা ওযু অবস্থায় থাকার জন্য।

▫ ওযু থাকা অবস্থায় সওয়াবের উদ্দেশ্যে। পুনরায় অজু করা।

▢ পরনিন্দা বা কুটনামি ও মিথ্যা বলার পর।
▢ গুনাহ করার পর ওযু করা মুস্তাহাব।
▢ নামাজের বাহিরে অট্র হাসির পর।
▢ মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেয়ার উদ্দেশ্যে।
▢ মাইয়াতকে বহন করার জন্য।

▢ প্রতি নামাজের ওয়াক্তে।
▢ রাগের সময়।
▢ ফরজ গোসলের পূর্বে।
▢ জুনুবী ব্যক্তির পানহার এবং ঘুমের সময়।
▢ মৌখিক কোরআন তেলাওয়াতের জন্য।
▢ হাদিস পাঠ করা কিংবা হাদিস বর্ণনা করার জন্য।

▢ দ্বীনী ইলিম চর্চার জন্য।
▢ আযান দেওয়ার জন্য।
▢ ইকামত বলার জন্য।
▢ খুতবা পাঠ করার জন্য।

▢ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কবর জিয়ারতের উদ্দেশ্যে।
▢ আরাফার ময়দানে অবস্থান করার জন্য।
▢ সাফা ওমারওয়া পাহাড়ের মাঝে দৌড়ানোর জন্য অজু করা মুস্তাহাব।

◇ ◇ মাকরূহ ◇ ◇

◇ এক অজু করে ইবাদাত না করে ওযু থাকা অবস্থায় নতুন অজু করা **মাকরূহ তানজিহি।**

ওযু শুদ্ধ হওয়া শর্ত হলো ছয়টি

১) পানি পবিত্র হওয়া।

২)হায়েজ নেফাস না হওয়া।

৩)ওযুর নির্দিষ্ট অঙ্গ গুলোতে পানি পৌঁছানো।

৪) অঙ্গ গুলোতে পানি পৌঁছাতে প্রতিবন্ধক কোন কিছু না থাকা।

৫)অজু ভঙ্গের কোন কারণ না পাওয়া যাওয়া।

৬) অঙ্গ গুলো থেকে কমপক্ষে কিছু পানির ফোঁটা ঝরে পড়া।

ওজুর ফরজ চারটি

১) সমস্ত মুখমণ্ডল ধৌত করা।

২) হস্ত সমূহ কনুই পর্যন্ত ধৌত করা।

৩) মাথা মাসেহ করা।

৪) পদযুগল গীটসহ ধৌত করা।

অজুর এই চার ফরজ সরাসরি কুরআনের আয়াত দ্বারা প্রমাণিত সূরা মায়েদার ৬ নং আয়াতে আল্লাহ সুবাহানাহু তাআলা বলেন..

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قُمۡتُمۡ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغۡسِلُواْ وُجُوهَكُمۡ وَأَيۡدِيَكُمۡ إِلَى ٱلۡمَرَافِقِ وَٱمۡسَحُواْ بِرُءُوسِكُمۡ وَأَرۡجُلَكُمۡ إِلَى ٱلۡكَعۡبَيۡنِۚ

অর্থঃ হে মুমিনগণ! যখন তোমরা সালাতের জন্য প্রস্তুত হবে তখন তোমরা তোমাদের মুখমন্ডল ও দুই হাত কনুইসহ ধৌত করবে এবং তোমাদের মাথা মাসেহ করবে আর দুই পা গোড়ালি সহ ধৌত করবে।

সম্পূর্ণ মাথার চার ভাগের এক ভাগ মাসে করা সম্পর্কে আনাস ইবনু মালিক রাদিয়াল্লাহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে ওযু করতে দেখেছি। তখন তার মাথায় কিতরী পাগড়ী ছিল। তিনি পাগড়ীর বাঁধন না ভেঙ্গে তার হাত পাগড়ির নিচে ঢুকিয়ে মাথার সম্মুখ ভাগ মাসেহ করলেন।

[সহীহ বুখারী ৫২৯]

পদ যুগল ধোয়ার সময় গোড়ালির প্রতি সযত্ন দৃষ্টি রাখবে। যেন তা ভালোভাবে ধোয়া হয়। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন
ويل لاغقاب من النار
“ধ্বংস! গোড়ালি গুলোর জন্য জাহান্নামের আগুনে বিদগ্ধ হবে।”
[আবু দাউদ ১৪৭]

গোসলের ওজু দিয়ে সালাত পড়া যায় কোরআন তেলাওয়াত করা ইত্যাদি সম্ভব। এজন্য নতুন করে অজু করতে হবে না।

হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গোসল ছেড়ে দুই রাকাত সুন্নত ও ফজরের ফরজ সালাত পড়তেন কিন্তু তিনি গোসলের পর নতুন অজু করতেন না।
(আবু দাউদ ২৫০)

◇ ◇ ওযুর সুন্নাহ সমূহ ◇ ◇

ওযুর সুন্নাহ সমূহ হলো ৩ টি..

ক) অজুর পূর্বের সুন্নাহ
খ) অজুর মধ্যের সুন্নাহ
গ) অজুর শেষের সুন্নাহ

◇ওযুর পূর্বের সুন্নাহঃ

- ▢ ওযুর পূর্বে ইস্তেজা সম্পূর্ণ করা
- ▢ ওযুর নিয়ত করা
- ▢ বিসমিল্লাহ বলা
- ▢ মিসওয়াক করা

◇অজুর মধ্যের সুন্নাহঃ

▢ ডান দিক হতে ধৌত শুরু করা

▢ কব্জি পর্যন্ত হাত ধৌত করা

▢ কুলি করা (ডান হাত দিয়ে)

▢ নাকে পানি দেওয়া (বাম হাত নাকে প্রবেশ করানো)

▢ দাড়ি, হাত, পায়ের আঙ্গুল সমূহ খিলাল করা।

▢ পূর্ণ মাথা একবার মেসেহ করা।

▢ কান এবং কানের ছিদ্রপথ মাসেহ করা।

▢ প্রত্যেক অঙ্গ তিনবার করে ধৌত করা।

◇অজুর পরে সুন্নাহ সমূহঃ

▢ ওযু শেষ করে কালিমা শাহাদাত পড়া।

গর্দান মাসে করা মুস্তাহাব তবে গলা মাসেহ করা বিদআত।

▯ অজু ভঙ্গের কারণ সমূহঃ

△ পায়খানা পেসাবের রাস্তা দিয়ে কোন কিছু বের হওয়া।

△ শরীরের অন্য জায়গা হইতে রক্ত পুঁজ বা পানি বের হয়ে গড়িয়ে পড়া।

△ মুখ ভরে বমি করা।

△ থুতুর সঙ্গে রক্তের ভাগ সমান বা বেশি হওয়া।

△ চিৎ বা কাত হয়ে হেলান দিয়ে ঘুম যাওয়া।

△ পাগল, মাতাল অচেতন হলে।

△ নামাজে উচ্চস্বরে হাসি দিলে।

✨✨গোসলের বিবরণ ✨✨✨

গোসলের সংজ্ঞাঃ গোসল অর্থ হচ্ছে ধৌত করা পানি প্রবাহিত করা।

শরীয়তের পরিভাষায়ঃ গোসল অর্থ পবিত্রতা অর্জনের নিয়তে সমস্ত শরীর ধৌত করা।

◇গোসলের প্রকারভেদঃ

গোসল তিন প্রকারঃ যথাঃ

ক) ফরজ

খ) সুন্নত

গ) মুস্তাহাব

◇ গোসলের ফরজ হচ্ছে তিনটি

▢ কুলি করা।

▢ নাকে পানি দেওয়া।

▢ পুরো শরীরে পানি পৌঁছানো।

◇ গোসলের সুন্নাহ সমূহ

▢ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য পবিত্রতা অর্জনের নিয়ত করা

▢ কাপড় বা শরীরে নাপাকি লেগে থাকলে তা গোসলের আগে ভালোভাবে ধুয়ে নেওয়া। নাপাকি না থাকলেও গুপ্তাঙ্গ ধৌত করা।

▢ উভয় হাতকে প্রথমে কব্জি পর্যন্ত ধৌত করা।

▢ সালাতের ওযু নেই ভালোভাবে পূর্ণাঙ্গ রূপে অজু করা, তবে পদযুগল না ধুয়ে গোসল শেষে তা ধৌত করা।

▢ পুরো শরীর ঘষে মেজে পরিষ্কার করা।

▢ ফরজ কাজগুলোর মাঝে ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।

তায়াম্মুমের পরিচয় ঃ

আরবি ভাষায় তায়াম্মুম শব্দটি ইচ্ছা পোষণের অর্থে ব্যবহৃত হয়।
শরীয়াতের পরিভাষায় তায়াম্মুম বলতে..

নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে পবিত্রতার নিয়তে পবিত্র মাটির উপর হাত মেরে চেহারা (মুখমণ্ডল) ও কনুই পর্যন্ত হাত মাসেহ(মর্দন) করাকে তায়াম্মুম বলা হয়।

তায়াম্মুমের বিধানটি কোরআন, হাদিস ও ইজমা কর্তৃক প্রমাণিত।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেন....

وَإِن كُنتُم مَّرۡضَىٰٓ أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوۡ جَآءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ ٱلۡغَآئِطِ أَوۡ لَٰمَسۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمۡ تَجِدُواْ مَآءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَٱمۡسَحُواْ بِوُجُوهِكُمۡ وَأَيۡدِيكُم مِّنۡهُۚ مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجۡعَلَ عَلَيۡكُم مِّنۡ حَرَجٍ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمۡ وَلِيُتِمَّ نِعۡمَتَهُۥ عَلَيۡكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَشۡكُرُونَ

তোমরা রোগাক্রান্ত বা মুসাফির হলে কিংবা স্ত্রী সহবাস করলে অতঃপর পানি না পেলে পবিত্র মাটি দিয়ে সমস্ত মুখমণ্ডল ও উভয় হাত কব্জি সহ মাসেহ করবে।

আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে সমস্যায় ফেলতে চান না। বরং তিনি চান তোমাদেরকে পবিত্র করতে এবং তোমাদের উপর নিজ নেয়ামত পরিপূর্ণ করে দিতে, যেন তোমরা তার নিকট কৃতজ্ঞ হতে পারো
(সূরা আল মায়েদা আয়াত ৬)

ইমরান ইবনে হোসেন রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন আমরা রাসুলুল্লাহ সাঃ এর সাথে সফরে ছিলাম। এমতাবস্থায় তিনি সকলকে নিয়ে সালাত আদায় করলেন। সালাত শেষে তিনি দেখলেন,,
দৈনিক ব্যক্তি সবার সাথে সালাত আদায় না করে সামান্য দূরে অবস্থান করছে।
তখন তিনি বললেন তোমার কি হয়েছে? সবার সঙ্গে সালাত পড়নি কেন? সে বলল আমি জুল জুনুবী অথচ পানি নেই। তিনি বললেন মাটি ব্যবহার (তায়াম্মুম) কর।
তোমার জন্য মাটি যথেষ্ট।

[সহীহ বুখারি ৩৪৪ , সহীহ মুসলিম ৬৮২]

✳জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন,,
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন...

“ আমাকে পাঁচটি বস্তু দেওয়া হয়েছে যা ইতিপূর্বে কাউকে দেওয়া হয়নি। তার মধ্যে একটি হচ্ছে মাটিকে আমার জন্য পবিত্রতা অর্জনের মাধ্যম ও মসজিদ হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে [সহীহ বুখারি ৩৩৫ সহীহ মুসলিম ৫২১]

তায়াম্মুমের রোকন সমূহ...

তায়াম্মুমের পূর্বে শর্ত হলো ৬ টি..
ক) শরিয়া সাপোর্টেড ওজর
খ) তায়াম্মুম ম্যাটারিয়াল বা মাটি হওয়া
গ) চামড়ার উপর কোন প্রতিবন্ধক বস্তু না থাকা।
ঘ) হাতের পুরোতালু অথবা বেশিরভাগ দ্বারা মাসেহ করা।
ঙ) উভয় হাতের তালু মাটির উপর দুই বার মারা।
চ) তায়াম্মুম চলাকালে তাইয়াম্মুম ভঙ্গকারী কোন বিষয় না থাকা।

♻তাইয়াম্মুম পূর্বে শর্তসমূহ♻

ক) এমন কোন ওজর পেতে হবে, যার কারণে তায়াম্মুম করা বৈধ হয়।

▢ ব্যক্তি ও পানির মধ্যে দূরত্ব এক মাইল বা এর চেয়ে বেশি পানির না পেলে তায়াম্মুম করা জায়েজ।

▢ অসুস্থতা তথা পানি ব্যবহারের কারণে রোগ সৃষ্টি বা বৃদ্ধি বা সুস্থ হতে দেরি হবার সম্ভাবনা থাকলে অথবা প্রাণ হানির আশঙ্কা হলে তখন তায়াম্মুম করা জায়েজ ।

▢ পানি এত কম যে ব্যবহার করে ফেললে নিজে অথবা অন্যরা পিপাসা কাতর হয়ে পড়বে।

▢ পাশেই কুপ বা পুকুর আছে কিন্তু পানি এত নিচে যে তা থেকে পানি উঠানোর কোন ব্যবস্থা নেই।

▢ পানি কাছেই আছে কিন্তু ভয়ংকর কোন পশু বা প্রাণীর কারণে পানি অর্জন করতে অপারগ।

▢ প্রবল ধারণা যে অজু করতে গেলে ঈদ বা জানাজার নামাজ ছুটে যাবে তায়াম্মুম করা যাবে।

খ) তায়াম্মুম পবিত্র মাটি দ্বারা হতে হবে।

অথবা মৃত্তিকা জাত বস্তু দ্বারা যেমন পাথর বালু ধুলা ইত্যাদি। তবে গাছপালা সোনা রুপা ইত্যাদি দ্বারা তায়াম্মুম করা জায়েজ নেই।

আল্লাহ তায়ালা সূরা নিসার ৪৩ নং আয়াতে বলেছেন যে **"তোমরা পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করে নাও"**

▢ তায়াম্মুমের একমাত্র উপকরণ পবিত্র মাটি এবং তার শ্রেণীভুক্ত সকল বস্তু যেমন পাথর বালি কঙ্কর সিমেন্ট প্রভৃতি দ্বারা তায়াম্মুম শুদ্ধ। তবে ধূলাযুক্ত মাটি না পাওয়া গেলে পাথর বা বালিতেও তায়াম্মুম বৈধ হবে।

▢ পুরনো চীনামাটি বা কাদামাটির বরতন ধারা তায়াম্মুম করা জায়েজ।

▢ যে সমস্ত মাটি পাথর দ্বারা তায়াম্মুম করতে হবে তা পাক হতে হবে, অর্থাৎ তাতে নাপাকির কোনো চিহ্নই থাকতে পারবে না।

গ) মাসেহ করার সময় চামড়ার উপর কোন প্রতিবন্ধক বস্তু থাকতে পারবে না যেমন মোম, চর্বি জাত দ্রব্য ইত্যাদি।

ঘ) হাতের পুরো তালু অথবা বেশির ভাগ দ্বারা মাসে করা দুই আঙ্গুল দ্বারা মাসে করে তাহলেও তায়াম্মুম সহিহ হবে না।

ঙ) উভয় হাতের তালু মাটির উপর দুই বার মারা একবার চেহারা মাসেহের জন্য আরেকবার উভয় হাত মাসেহের জন্য।

চ) তায়াম্মুম চলাকালে তায়াম্মুম বিরোধী কোন বিষয় না থাকা বা কাজ না করা, যেমনঃ নারীদের মাসিক, নেফাস অথবা প্রস্রাব পায়খানা চলাকালে তায়াম্মুম করা। এ অবস্থায় তায়াম্মুম করলে তা শুদ্ধ হবে না।

তায়াম্মুমের সময় ফরজ হলো তিনটি

১) নিয়ত করা।

২) পুরো চেহারা একবার মাসেহ করা।

৩) উভয় হাত কনুই পর্যন্ত মাসেহ করা।

♻ ♻তায়াম্মুমের সুন্নত সমূহ♻ ♻

তায়াম্মুমের সুন্নত সমূহ হলো ৬টি

১) বিসমিল্লাহ পড়া

২) রুকন গুলোর মাঝে ধারাবাহিকতা বজায় রাখা যেমন প্রথমে মুখমন্ডল মাসেহ করা অতঃপর ডান হাত এবং সর্বশেষ বাম হাত মাসেহ করা।

৩) মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয় মাসে করার মাঝে অন্য কোন কাজ দ্বারা ব্যবধান সৃষ্টি না করা।

৪) উভয় হাত মাটিতে স্থাপন করে সামনের ও পিছনের দিকে টেনে আনা।

৫) উপরে হাত মাটি থেকে উঠানোর পর ঝেড়ে ফেলা।

৬) উভয় হাত মাটিতে রাখার সময় আঙ্গুলগুলো ফাক ফাক করে রাখা।

যেসব কারণে তায়াম্মুম নষ্ট হয়ে যায় তা হল..

০ যেসব কারণে অজু ভেঙ্গে যায় সেসব কারণে তায়াম্মুম ভেঙ্গে যায়।

০ পানি ব্যবহারের সক্ষম হয়ে গেলে তায়াম্মুমের অনুমতি প্রধান কারী অপারগতা দূর হয়ে গেলে তায়াম্মুম ভেঙ্গে যাবে। যেমন দুশমনের ভয় শেষ হয়ে গেলে বা রোগের আশঙ্কা শেষ হয়ে গেলে ইত্যাদ।

পানি ব্যবহারে সক্ষম হলে দুই অবস্থা

◊ সালাত থাকা অবস্থায়ঃ সালাতে থাকা অবস্থায় পানি ব্যবহারে সক্ষম হলে, সালাত ভঙ্গ করে পানি দিয়ে ওযু করে নিবে।
[আবু দাউদ ৩২২, তিরমিজি ১২৪]

◊ সালাত আদায়ের পরঃ তায়াম্মুম করে সালাত পড়ার পর, সময় থাকতে পানি পেলে অথবা পানি ব্যবহারে সক্ষম হলে পুনরায় অজু করে সালাত আদায় করতে হবে না। যদিও উক্ত সালাত দ্বিতীয়বার পড়ার সময় থাকে।

◊ ◊ ইস্তেঞ্জার বিবরণ ◊ ◊

পেশাব-পায়খানার পর, পবিত্রতা অর্জন করার পদ্ধতি হচ্ছে তিনটি ঃ

প্রথম পদ্ধতি শুধু ঢিলা বা টিস্যু ব্যবহার করা এক্ষেত্রে তিনটি ঢিলা / কুলুফ ব্যবহার করা সুন্নত।
সালমান ফরসি রাদিয়াল্লাহুকে বলা হলো তোমাদের নবী তোমাদের সবকিছু শিক্ষা দিয়েছেন! এমন কি শৌচাগার ব্যবহারের পদ্ধতিও! আব্দুর রহমান বিন ইয়াজিদ রাহ. বলেন সালমান রাদিয়াল্লাহু বললেন হ্যাঁ অবশ্যই। তিনি আমাদেরকে নিষেধ করেছেন আমরা যেন ডান হাত দ্বারা ইস্তিঞ্জা না করি এবং ইস্তিঞ্জা করার সময় তিন পাথরের কম ব্যবহার না করি এবং গোবর বা হাড্ডি দ্বারা ইস্তেনজা না করি।
[সহীহ মুসলিম হাদিস ২৬২]

দ্বিতীয় পদ্ধতি জিনা ও পানি উভয় দ্বারা ইস্তেঞ্জা করা ঢিলা ব্যবহার করে পানি দ্বারা ধোয়া কোরআন সুন্নাহ আলাফেজ আলাহিনের আমল দ্বারা প্রমাণিত কারণ তাতে অধিক পরিছন্নতা অর্জিত হয়।

তৃতীয় পদ্ধতি পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা কাজায় হাজতের পর পানি দ্বারা ইস্তেঞ্জা করার বিষয়ে সাহাবা এবং তাবেঈন যুগের দু একজনের ভিন্ন মত থাকলেও পরবর্তীতে এই বিষয়ে কোন ইমামের মত বিরোধ নেই যে কাজায় হাজতের পর পানি দ্বারা এস্তেঞ্জা করা যাবে বরং উলামায়ে কেরাম বলেন পানি দ্বারা ইস্তেঞ্জা করাই উত্তম শুধু পানি দিয়ে চিন্তা করার ব্যাপারে আনাস রাদিয়াল্লাহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পায়খানায় গেলে আমি এবং আমার সমবয়সী একটি ছেলে এক লোটা পানি ও একটি হাতের লাঠি নিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অপেক্ষায় থাকতাম অতঃপর তিনি পানি দিয়ে ইস্তেঞ্জা করতেন।
[সহিহ বুখারি হাদিস নং ১৫০]

আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনের ইরশাদ করেন-

فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُواْۚ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُطَّهِّرِينَ

তাতে (কোবায়) এমন লোক আছে যারা অভিজ্ঞতার পবিত্রতা পছন্দ করে আর আল্লাহ তায়ালা অধিক পবিত্রতা অর্জনকারীকে পছন্দ করেন।
[সূরা তাওবা আয়াত ১০৮]

কিবলামুখী হয়ে সালাত আদায় ঃনামাজ শুরুর পূর্বে কেবলামুখী হয়ে দাঁড়াতে হবে এবং পুরো নামাজে কেবলার দিকে থাকতে হবে যদি নামাজের মধ্যে কারো সিনহা বা বুক কেবলার দিক থেকে ঘুরে যায় তাহলে তার নামাজ হবে না।

সূরা বাকারা ১৫০ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِۚ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُۥ
لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ

এবং তুমি যেখান থেকেই বের হও না কেন, মসজিদুল হারামের দিকে তোমার মুখ ফেরাও এবং তোমরা যেখানেই থাক, তোমাদের মুখ সে দিকেই রেখ, যাতে তোমাদের বিরুদ্ধে মানুষের কোনও প্রমাণ পেশের সুযোগ না থাকে।

◊ ◊ ইসলামের ১ম কিবলা ◊ ◊

মসজিদে আকসা ইসলামের তৃতীয় পবিত্রতম স্থাপনা। যাকে মসজিদুল আকসা, আল-কুদস, আল-আকসা মসজিদ বা বায়তুল মুকাদ্দাস বলা হয়ে থাকে। মুসলমানদের প্রথম কিবলা এই মসজিদ।

আল-আকসায় ওজু করে এখান থেকেই মিরাজে গিয়েছিলেন শেষ নবী হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। ইসলামে তাই মসজিদুল হারাম ও মসজিদে নববীর পরই আল-আকসার অবস্থান।

ঐতিহাসিক এই মসজিদ জেরুজালেমে অবস্থিত। এতে ২টি বড় এবং ১০টি ছোট গম্বুজ রয়েছে। আল আকসা নির্মাণের বিভিন্ন পর্যায়ে স্বর্ণ, সিসা ও মার্বেল পাথর ব্যবহার করা হয়েছে।

এর আয়তন সাড়ে তিন হাজার বর্গমিটার। মসজিদটি ৩৫ একর জমির ওপর নির্মিত। এর নির্মাণশৈলী মুসলিম ঐতিহ্যের রাজসাক্ষী।

যতদূর জানা যায়, ফেরেশতাদের মাধ্যমে অথবা প্রথম মানব ও নবী হজরত আদম আলাইয়ে ওয়া সাল্লামের কোন সন্তানের মাধ্যমে আল-আকসা সর্বপ্রথম নির্মিত হয়। হাদিস থেকে জানা যায়, এটি কাবা শরীফ নির্মাণের চল্লিশ বছর পর নির্মিত।

হজরত ইয়াকুব আ. কে আল্লাহতাআলা নির্দেশ দিলে তিনি তা পুননির্মাণ করেন। তার প্রায় হাজার বছর পর হজরত দাউদ আ. এর পুনর্নির্মাণ শুরু করেন। যদিও তিনি তা শেষ করতে পারেননি। তার ছেলে হজরত সুলাইমান আ.-এর হাতে বায়তুল মুকাদ্দাসের সংস্কার শেষ হয়।

পবিত্র কোরআনের ভাষ্য অনুযায়ী, মানুষের পাশাপাশি জিনরাও হযরত সুলাইমান আ. এর অনুগত ছিলেন। তাদের মধ্যে অনেক দুষ্ট জিনও বেড়িবদ্ধ অবস্থায় নির্দেশ মেনে চলত। তাদের মাধ্যমে আল-আকসা পুনর্নির্মাণ ও সংস্কার করা হয়।

নির্মাণ কাজ শেষ হওয়ারে আগেই হজরত সুলাইমান (আ.)-এর মৃত্যুর সময় চলে আসে। আল্লাহর নির্দেশে হজরত সুলাইমান (আ.) কাচের মেহরাবে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হন। লাঠিতে ভর করে দাঁড়িয়ে বা বসে থাকা অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।

মসজিদুল আকসা নির্মাণ শেষ হওয়ার আগ পর্যন্ত নবীর দেহ পচেনি, পড়েও যায়নি। দুষ্ট জিনেরা ভয়ে কাছেও যায়নি।

পবিত্র কুরআনে সুরা সাবার ১৪ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন-

فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَىٰ مَوْتِهِۦٓ إِلَّا دَآبَّةُ ٱلْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَأَتَهُۥ ۖ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ ٱلْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا۟ يَعْلَمُونَ ٱلْغَيْبَ مَا لَبِثُوا۟ فِى ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ

'যখন আমি সুলাইমানের মৃত্যু ঘটালাম, তখন ঘুনপোকাই জিনদেরকে তার মৃত্যু সম্পর্কে অবহিত করল। হযরত সুলাইমানের লাঠি খেয়ে যাচ্ছিল। অতঃপর যখন তিনি মাটিতে পড়ে গেলেন, তখন জিনেরা বুঝতে পারল যে, যদি তারা অদৃশ্য বিষয় জানতো, তাহলে তারা এই হাড়ভাঙ্গা খাটুনির আজাবের মধ্যে আবদ্ধ থাকত না।

এভাবেই আল্লাহর আদেশে জিনদের মাধ্যমে নির্মিত হয় আল-আকসা মসজিদ।

◇ ◇ কিবলা পরিবর্তনের কারণ ও ইতিহাস ◇ ◇

ক্বিবলা পরিবর্তনঃ ক্বিবলা আরবি শব্দ। নামাজ আদায়ের দিক-নির্দেশক শব্দই হচ্ছে 'ক্বিবলা'।

ইসলামের প্রাথমিক সময়কালে আল্লাহর আদেশে মসজিদে আকসার দিকে ফিরে নামাজ আদায় করতেন। পরবর্তীতে কাবার দিকে ফিরে নামাজ পড়তে আল্লাহ আদেশ করেন। এই পরিবর্তনকে বলে 'ক্বিবলা পরিবর্তন'।

ইসলামের প্রাথমিক যমানায় আল্লাহর আদেশে মসজিদে আকসার দিকে ফিরে নামাজ আদায় করতেন। কিন্তু মুহাম্মাদের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষা ছিল কাবার দিকে ফিরে নামায পড়া।

তাই তিনি মক্কায় থাকাকালীন এমন সমান্তরালভাবে নামাজে দাড়াতেন যেন কাবা এবং মসজিদে আকসা সম্মুখে থাকে। কিন্তু মুসলমানরা যখন মদীনায় হিযরত করেন, তখন নামাজ পড়ার সময় কাবাকে আল-আকসার মাঝে রাখার সুযোগ আর ছিলোনা।

কেননা, মদীনার অবস্থান ছিল মক্কা থেকে উত্তরে। মদীনারও উত্তরে অবস্থান জেরুসালেমের। ফলে নামাজ আদায়ের সময় মক্কার দিকে ঘুরে দাঁড়ানোর কোন সুযোগ মুহাম্মদের(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জন্য ছিলোনা। এছাড়াও কাবা পৃথিবীর ইতিহাসের প্রথম ঘর যা মানুষের দ্বারা বানানো হয়েছে।

মুহাম্মদ সাঃ এই কারণে খুবই মনঃক্ষুণ্ন ছিলেন। তার সর্বদাই মনে হতো, তিনি ইবরাহীম কর্তৃক নির্মিত আল্লাহর প্রথম এই ঘরকে সম্মান জানাতে পারছেন না।

তার এই অনুভূতির জন্য তিনি অবশ্য কেবলা পরিবর্তনের জন্য আল্লাহর কাছে কোন প্রার্থনা করেন নি। তবে যখন মক্কার দিকে মুখ ফিরিয়ে নামাজ না পড়তে পারার কষ্ট কাজ করতো, তখন তিনি আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতেন।

ফলে মদীনায় হিযরতের পরের বছরই আল্লাহ কেবলা পরিবর্তনের আদেশ দিয়ে মুহাম্মদের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উপর আয়াত নাযিল করেন।

(হে নবী!) আমি তোমার চেহারাকে বারবার আকাশের দিকে উঠতে দেখছি। সুতরাং যে কিবলাকে তুমি পছন্দ কর আমি শীঘ্রই সে দিকে তোমাকে ফিরিয়ে দেব। সুতরাং এবার মসজিদুল হারামের দিকে নিজের চেহারা ফেরাও।
এবং (ভবিষ্যতে) তোমরা যেখানেই থাক (সালাত আদায়কালে) নিজের চেহারা সে দিকেই ফেরাবে।
যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে, তারা জানে এটাই সত্য, যা তাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে এসেছে। আর তারা যা কিছু করছে আল্লাহ সে সম্বন্ধে উদাসীন নন।
(সূরা বাকারা-১৪৪)

وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوْتُواْ الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَّا تَبِعُواْ قِبْلَتَكَ وَمَا أَنتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُم بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذَاً لَّمِنَ الظَّالِمِينَ

অর্থঃ যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছিল তুমি যদি তাদের কাছে সব রকমের নিদর্শনও নিয়ে আস, তবুও তারা তোমার কিবলা অনুসরণ করবে না। তুমিও তাদের কিবলা অনুসরণ করার নও, আর তাদের পরস্পরেও একে অন্যের কিবলা অনুসরণ করার নয়। তোমার নিকট জ্ঞান আসার পরও যদি তুমি তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ কর, তবে তখন অবশ্যই জালিমদের মধ্যে গণ্য হবে।
(সূরা বাকারা, আয়াত-১৪৫)

কিবলা পরিবর্তনের ইতিহাস

আকাঙ্ক্ষিত বরকতময় মূহূর্তটি ছিল হিজরি দ্বিতীয় সনের শাবান মাস। মদীনা থেকে একটু দূরে মুহাম্মদ(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তার সাথীদেরকে নিয়ে এক মসজিদে জোহরের নামাজ আদায় করছিলেন । তখনো মসজিদুল আকসা মুসলিমদের কিবলা। আল্লাহ তায়ালা কুরআনের আয়াত নাযিল করে কিবলা পরিবর্তন করতে বললেন।

الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءهُمْ وَإِنَّ فَرِيقاً مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ

অনুবাদ:আমি যাদেরকে কিতাব দান করেছি, তারা তাকে চেনে, যেমন করে চেনে নিজেদের পুত্রদেরকে। আর নিশ্চয়ই তাদের একটি সম্প্রদায় জেনে শুনে সত্যকে গোপন করে।
(সুরা বাকারা, আয়াত-১৪৬)

الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ

অনুবাদ: বাস্তব সত্য সেটাই যা তোমার পালনকর্তা বলেন। কাজেই তুমি সন্দিহান হয়ো না।
(সুরা বাকারা, আয়াত-১৪৭)

وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُواْ الْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُواْ يَأْتِ بِكُمُ اللّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

অনুবাদ: প্রত্যেক সম্প্রদায়েরই একটি কিবলা আছে, যে দিকে তারা মুখ করে। সুতরাং তোমরা সৎকর্মে একে অন্যের অগ্রগামী হওয়ার চেষ্টা কর। তোমরা যেখানেই থাক, আল্লাহ তোমাদের সকলকে (নিজের নিকট) নিয়ে আসবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ববিষয়ে শক্তিমান।
(সূরা বাকারা, আয়াত-১৪৮)

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ

অনুবাদ: আর তোমরা যেখান থেকেই(সফরের জন্য) বের হওনা কেন, (সালাতের সময়) নিজেদের মুখ মসজিদুল হারামের দিকে ফেরাও। নিশ্চয়ই এটাই সত্য, যা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে এসেছে। আর তোমরা যা কিছু কর, সে সম্পর্কে আল্লাহ অনবহিত নন।
(সুরা বারাকা,আয়াত ১৪৯)

দুই রাকাত নামাজ আদায়ের পরই এই আয়াত মুহাম্মদের উপর নাযিল হয়। বাকী দুই রাকাত নামাজ তিনি মক্কার কাবার দিকে ফিরে আদায় করেন।

কিবলা পরিবর্তনের সময় নিয়ে ঐতিহাসিকদের মতানৈক্য রয়েছে- কোন কোন ঐতিহাসিক বলেন -
দ্বিতীয় হিজরীর রজব সালে এ ঘটনাটি ঘটে । কাতাদা এবং যায়েদ ইবনে আসলামও একথা বলেন এবং এটা মুহাম্মদ ইবনে ইসহাকেরও একটি বর্ণনা ।

ইমাম আহমদ, ইবনে আব্বাস যা বর্ণনা করেন, তা থেকেও এটা প্রতীয়মান হয় ।

বারা’ ইবন আমির-এর হাদীস থেকে, যে সম্পর্কে পরে আলোচনা আসছে এবং ওটাই স্পষ্টতর।

কেউ কেউ বলেন-
ঐ বছর শাবান মাসে এ ঘটনাটি ঘটে । ইবন ইসহাক বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশ এর অভিযানের পর । কেউ কেউ বলেন, মুহাম্মদের(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মদীনায় আগমনের ১৮ মাসের মাথায় শাবান মাসে কিবলা পরিবর্তন হয়েছিল ।

◇ ◇ ◇ সালাতের গুরুত্ব ◇ ◇ ◇

ইসলাম গ্রহণ করার পর সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করা। একজন মুসলিমের জন্য সালাত আদায়ের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ আর কিছু নেই যে তার সালাত কে হেফাজত করল সে নিজের দিনকে হেফাজত করল আরজে সালাত কে অবহেলা করলো সে নিজের দিনকে অবহেলা করলো।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,,,

راس الامر الاسلام ، وعموده الصلاه

“সবকিছুর মূল হলো ইসলাম, আর সালাত হলো তার স্তম্ভ বা খুঁটি।”

এমন একটি তাঁবুর কথা চিন্তা করুন। যার মাঝখানে কোন খুঁটি নেই। কোনো তাঁবুর মাঝখানে খুঁটি সরিয়ে নেওয়া হলে সেটি ভূপতিত হবে।তাবুটি আর কোন মূল্য থাকবে না।

চিন্তা করুন মাঝখানের খুঁটি ছাড়া আপনি কি তাঁবুটি উঠাতে পারবেন? যে নিজেকে মুসলিম বলে দাবি করে, তার জন্য সালাত এই খুঁটির মতো।

আল্লাহর ইবাদত করার জন্য মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে। পাঠানো হয়েছে এই পৃথিবীতে। আল্লাহর এবাদত করার সহজ মাধ্যম হলো সালাত।

⊛আল্লাহ তাআলা বলেন.....

وَمَا خَلَقۡتُ ٱلۡجِنَّ وَٱلۡإِنسَ إِلَّا لِيَعۡبُدُونِ

“আমার এবাদত করার জন্য আমি মানব এবং জিন জাতিকে সৃষ্টি করেছি “
সূরা আয যারিয়াত (আয়াত ৫৬)

✨ △ ইসলামে সালাতের গুরুত্ব △ ✨

আল্লাহ মানুষকে তার এবাদতের জন্যেই সৃষ্টি করেছেন। শুধু মানুষ নয় ; মানুষ ও জ্বীন-উভয় জাতিকে আল্লাহ তার এবাদত তথা তার দাসত্বের জন্য সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ বলেন- অর্থাৎ আমি মানব ও জ্বীন জাতিকে একমাত্র আমার এবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি। ফলে তিনি মানুষের জন্য কিছু দৈহিক, আত্মিক ও আর্থিক এবাদতের প্রচলন করেছেন।

দৈহিক এবাদতের মাঝে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ও মহান এবাদত হল সালাত। সালাত এমন একটি এবাদত যাকে আল্লাহ তার মাঝে এবং তার বান্দার মাঝে সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যম সাব্যস্ত করেছেন।

সালাতের মাধ্যমে একজন মানুষ আল্লাহর সাথে দেয়া প্রতিশ্রুতির বার বার প্রতিফলন ঘটায়। সে তার প্রভু বা স্রষ্টাকে বুঝাতে সক্ষম হয় যে, সে তার প্রতিশ্রুতি পালন করে যাচ্ছে।

এ সালাতের মাধ্যমেই মানুষ আল্লাহর নৈকট্য লাভ করে। আল্লাহর সাথে মানুষের সম্পর্কের বন্ধন সুদৃঢ় ও মজবুত হয়। ইহকাল ও পরকালের মুক্তির পথ কংটকমুক্ত হয়।

সালাত ব্যক্তি, পরিবার, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে শান্তি, শৃঙ্খলা, ভ্রাতৃত্ব ও মমতাবোধ ফিরিয়ে আনে। গড়ে উঠে সামাজিক ঐক্য। সালাতের মাধ্যমে ছগীরা তথা ছোট ছোট গুনাহগুলো হতে পরিত্রাণ লাভ করে এবং দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ লাভ হয়।

সালাত বা নামাজের গুরুত্ব, তাৎপর্য, শিক্ষাসমূহ:

সালাত ইসলামের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত, যা একজন মুসলমানের জীবনে আল্লাহর প্রতি আনুগত্য, শৃঙ্খলা এবং আত্মশুদ্ধি আনে। সালাত থেকে যে শিক্ষা পাওয়া যায় তা শুধু ধর্মীয় নয়, বরং ব্যক্তি ও সামাজিক জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

১. আল্লাহর একত্ববাদের ঘোষণা:

সালাতের মাধ্যমে আমরা মহান আল্লাহর একত্ববাদ, শ্রেষ্ঠত্ব ও পবিত্রতার ঘোষণা করি।

إِنَّنِيٓ أَنَا ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنَا۠ فَٱعۡبُدۡنِي وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكۡرِيٓ

" নিশ্চয়ই আমি আল্লাহ! আমি ছাড়া কোন মা'বূদ নেই; অতএব আমার ইবাদাত কর এবং আমার স্মরণার্থে সালাত কায়েম কর।" (সূরা: ত্বাহা,আয়াত:১৪)

২. আল্লাহ প্রতি গভীর বিশ্বাস ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ:

সালাতে সূরা ফাতিহার মাধ্যমে আমরা আল্লাহর মহিমা প্রকাশ করি, শোকর আদায় করি , তাঁর অনুগ্রহের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি এবং তার কাছেই সাহায্য চাই।

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

"আল্লাহরই জন্য সমস্ত প্রশংসা, যিনি বিশ্বজগতের রাব্ব। যিনি পরম দয়ালু, অতিশয় করুণাময়।
যিনি বিচার দিনের মালিক। আমরা আপনারই ইবাদাত করছি এবং আপনারই নিকট সাহায্য চাচ্ছি।"
(সূরা: ফাতিহা, আয়াত: ২-৫)

৩. আল্লাহর প্রতি আনুগত্য:

সালাত এর মাধ্যমে আমরা আল্লাহর দাস বা গোলাম হিসাবে তাঁর উদ্দেশ্যে বিনীতভাবে দাঁড়িয়ে আনুগত্য প্রকাশের সুযোগ পাই।

حٰفِظُوۡا عَلَى الصَّلَوٰتِ وَالصَّلٰوةِ الۡوُسۡطٰى * وَقُوۡمُوۡا لِلّٰهِ قٰنِتِيۡنَ

"তোমরা সালাতের প্রতি যত্নবান হবে বিশেষতঃ মধ্যবর্তী সালাতের এবং আল্লাহর উদ্দেশ্যে তোমরা বিনীতভাবে দন্ডায়মান হও।" (সূরা: বাকারা, আয়াত:২৩৮)

৪. শৃঙ্খলা ও সময়ানুবর্তিতা:

সালাত নির্দিষ্ট সময়ে আদায় করতে হয়, যা সময়ের গুরুত্ব উপলব্ধি এবং প্রতিদিনের জীবনকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করার অভ্যাস তৈরি করে।

فَسُبۡحٰنَ اللّٰهِ حِیۡنَ تُمۡسُوۡنَ وَحِیۡنَ تُصۡبِحُوۡنَ
وَلَہُ الۡحَمۡدُ فِی السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضِ وَعَشِیًّا وَّحِیۡنَ تُظۡہِرُوۡنَ

"সুতরাং তোমরা আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর সন্ধ্যায় ও প্রভাতে, আর অপরাহ্নে ও যুহরের সময়; এবং আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সকল প্রশংসা তাঁরই।"।
(সূরা: রুম, আয়াত:১৭,১৮)

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا

"নিশ্চয়ই সালাত বিশ্বাসীগণের উপর নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্ধারিত।"
(সূরা: নিসা, আয়াত: ১০৩)

৫. মনযোগ ও নিয়মানুবর্তিতা:

সালাতে গভীর মনোসংযোগ ও আল্লাহর প্রতি বিশুদ্ধ আনুগত্যর সাথে প্রতিটি ধাপ (নিয়ত, রুকু, সিজদা) নির্দিষ্ট নিয়ম অনুসারে করতে হয়।
এটি আমাদের মনযোগ বৃদ্ধি ও জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে নিয়মানুবর্তিতা রক্ষা করতে উদ্বুদ্ধ করে।

قُلۡ اَمَرَ رَبِّیۡ بِالۡقِسۡطِ ۟ وَاَقِیۡمُوۡا وُجُوۡہَکُمۡ عِنۡدَ کُلِّ مَسۡجِدٍ وَّادۡعُوۡہُ مُخۡلِصِیۡنَ لَہُ الدِّیۡنَ ۬ؕ
کَمَا بَدَاَکُمۡ تَعُوۡدُوۡنَ

আপনি বলে দিনঃ আমার প্রতিপালক সুবিচারের নির্দেশ দিয়েছেন এবং তোমরা প্রত্যেক সেজদার সময় স্বীয় মুখমন্ডল সোজা রাখ এবং তাঁকে খাঁটি আনুগত্যশীল হয়ে ডাক। তোমাদেরকে প্রথমে যেমন সৃষ্টি করেছেন, পুনর্বারও সৃজিত হবে।
(সূরা: আরাফ, আয়াত:২৯)

৬.জীবনের সঠিক পথ ও দিকনির্দেশনা:

সালাতের প্রতিটি রাকাতে সূরা ফাতিহার মাধ্যমে আল্লাহর কাছে সরল সঠিক পথের (সিরাতল মুছতাকীম) দিকনির্দেশনা চাওয়া হয়।

اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ
صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ

"আমাদের সরল পথ প্রদর্শন করুন, তাদের পথ যাদের প্রতি আপনি অনুগ্রহ করেছেন।"
(সূরা: ফাতিহা, আয়াত:৬-৭)

৭. অশ্লীলতা বর্জন ও আত্মিক শুদ্ধিতা :

বিশুদ্ধ সালাত আমাদের অশ্লীল ও মন্দ কাজ হতে দূরে রেখে হৃদয়কে পবিত্র করে, আত্মাকে উন্নত করে, গুনাহ থেকে দূরে থাকার শিক্ষা দেয় এবং আল্লাহর নৈকট্যে পৌঁছে দেয়।

أُتْلُ مَاۤ اُوْحِیَ اِلَیْکَ مِنَ الْکِتٰبِ وَاَقِمِ الصَّلٰوۃَ ؕ اِنَّ الصَّلٰوۃَ تَنْہٰی عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْکَرِ ؕ
وَلَذِکْرُ اللّٰہِ اَکْبَرُ ؕ وَاللّٰہُ یَعْلَمُ مَا تَصْنَعُوْنَ

"তোমার প্রতি যে গ্রন্থ অহী করা হয়েছে তা পাঠ কর এবং যথাযথভাবে নামায পড়।নিশ্চয় নামায অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে। আর অবশ্যই আল্লাহর স্মরণ সর্বশ্রেষ্ঠ। তোমরা যা কর আল্লাহ তা জানেন।
(সূরা: আনকাবুত, আয়াত: ৪৫)

৮. ধৈর্য ও স্থিরতা:

সালাত ধৈর্যশীল এবং মানসিকভাবে স্থিতিশীল হতে সাহায্য করে। এটি জীবনের প্রতিকূল পরিস্থিতিতে সাহস, আত্মবিশ্বাস ও সহনশীলতা প্রদান করে।

یٰۤاَیُّہَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا اسْتَعِیْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوۃِ ؕ اِنَّ اللّٰہَ مَعَ الصّٰبِرِیْنَ

"হে বিশ্বাস স্থাপনকারীগণ! তোমরা ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর; নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলগণের সাথে আছেন।"
(সূরা: বাকারা, আয়াত: ১৫৩)

৯. পাপ থেকে মুক্তি:

আল্লাহর নির্দেশ পালনকারী ব্যক্তিদের চরিত্রে সালাত ইতিবাচক প্রভাব ফেলে এবং পাপের প্রভাব দূর করে।

وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ الَّيۡلِ ؕ اِنَّ الۡحَسَنٰتِ يُذۡهِبۡنَ السَّيِّاٰتِ ؕ ذٰلِكَ ذِكۡرٰى لِلذّٰكِرِيۡنَ ۚ

"এবং (হে নবী)সালাতের পাবন্দী হও দিনের দু' প্রান্তে ও রাতের কিছু অংশে; নিঃসন্দেহে সৎ কার্যসমূহ অসৎ কার্যসমূহকে মিটিয়ে দেয়; এটা হচ্ছে একটি (ব্যাপক) নাসীহাত, নাসীহাত মান্যকারীদের জন্য।"
 (সূরা: হুদ, আয়াত: ১২৪)

১০. জীবনের উদ্দেশ্য স্মরণ:

সালাত আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী এবং আমাদের সৃষ্টির আসল উদ্দেশ্য আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন ও শুধুমাত্র তাঁরই ইবাদত করা এবং পরকালের জন্য প্রস্তুতি নেয়া।

وَمَا خَلَقۡتُ الۡجِنَّ وَالۡاِنۡسَ اِلَّا لِيَعۡبُدُوۡنِ

"আমি সৃষ্টি করেছি জিন ও মানুষকে এ জন্য যে, তারা আমারই ইবাদাত করবে।"
(সূরা: আয-যারিয়াত, আয়াত:৫৬)

১১. দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ:

আল্লাহর প্রতি বিনয়ী ও নম্র ভাবে সালাত আদায় দুনিয়া ও আখিরাতের সফলতার মূল চাবিকাঠি হিসেবে কাজ করে।

قَدۡ اَفۡلَحَ الۡمُؤۡمِنُوۡنَ ۙ
الَّذِيۡنَ هُمۡ فِىۡ صَلَاتِهِمۡ خَاشِعُوۡنَ ۙ

"অবশ্যই সফলকাম হয়েছে মু'মিনগণ, যারা নিজেদের সালাতে বিনয়, নম্র "
(সূরা: আল-মু'মিনুন, আয়াত:১-২)

১২. অমনযোগী ও লোক দেখানো সালাত:

সালাত হলো আল্লাহর নৈকট্য লাভের সরাসরি ইবাদত সুতরাং সালাতে অমনযোগী ও লোক দেখানো সালাত আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়।

فَوَيۡلٌ لِّلۡمُصَلِّيۡنَۙ
الَّذِيۡنَ هُمۡ عَنۡ صَلَاتِهِمۡ سَاهُوۡنَۙ
الَّذِيۡنَ هُمۡ يُرَآءُوۡنَ

"সুতরাং পরিতাপ সেই সালাত আদায়কারীদের জন্য , যারা তাদের সালাতে অমনোযোগী, যারা লোক দেখানোর জন্য ওটা করে।"(সূরা: মাউন, আয়াত: ৪-৬)

১৩. পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও শালীন পোশাক:

সালাত আমাদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, পবিত্রতা অর্জন এবং সুন্দর ও শালীন পোশাক পরিচ্ছদ পরিধানের শিক্ষা দেয়।
يٰبَنِىۡۤ اٰدَمَ خُذُوۡا زِيۡنَتَكُمۡ عِنۡدَ كُلِّ مَسۡجِدٍ وَّكُلُوۡا وَاشۡرَبُوۡا وَلَا تُسۡرِفُوۡا ۚ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الۡمُسۡرِفِيۡنَ

হে বনী আদম! প্রত্যেক সালাতের সময় তোমরা সুন্দর পোষাক গ্রহণ কর। আর খাও এবং পান কর কিন্তু অপচয় কর না নিশ্চয় তিনি অপচয়কারীদেরকে পছন্দ করেন না।
(সূরা: আরাফ, আয়াত: ৩১)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡۤا اِذَا قُمۡتُمۡ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغۡسِلُوۡا وُجُوۡهَكُمۡ وَاَيۡدِيَكُمۡ اِلَى الۡمَرَافِقِ وَامۡسَحُوۡا بِرُءُوۡسِكُمۡ وَاَرۡجُلَكُمۡ اِلَى الۡـكَعۡبَيۡنِ ؕ وَاِنۡ كُنۡتُمۡ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوۡا ؕ وَاِنۡ كُنۡتُمۡ مَّرۡضٰۤى اَوۡ عَلٰى سَفَرٍ اَوۡ جَآءَ اَحَدٌ مِّنۡكُمۡ مِّنَ الۡغَآئِطِ اَوۡ لٰمَسۡتُمُ النِّسَآءَ فَلَمۡ تَجِدُوۡا مَآءً فَتَيَمَّمُوۡا صَعِيۡدًا طَيِّبًا فَامۡسَحُوۡا بِوُجُوۡهِكُمۡ وَاَيۡدِيۡكُمۡ مِّنۡهُ ؕ مَا يُرِيۡدُ اللّٰهُ لِيَجۡعَلَ عَلَيۡكُمۡ مِّنۡ حَرَجٍ وَّلٰـكِنۡ يُّرِيۡدُ لِيُطَهِّرَكُمۡ وَلِيُتِمَّ نِعۡمَتَهٗ عَلَيۡكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَشۡكُرُوۡنَ

"হে মু'মিনগণ! যখন তোমরা সালাতের উদ্দেশ্যে দন্ডায়মান হও তখন (সালাতের পূর্বে) তোমাদের মুখমন্ডল ধৌত কর এবং হাতগুলিকে কনুই পর্যন্ত ধুয়ে নাও, আর মাথা মাসাহ কর এবং পা'গুলিকে টাখনু পর্যন্ত ধুয়ে ফেল। যদি তোমরা অপবিত্র হও তাহলে গোসল করে সমস্ত শরীর পবিত্র করে নাও।" (সূরা:মায়িদাহ, আয়াত:৬)

১৪. শারীরিক ও মানসিক উপকারিতা:

সালাত আমাদের শারীরিকভাবে সুস্থ রাখে। প্রতিদিন পাঁচবার সলাত আদায়ের ফলে শরীরের রক্ত সঞ্চালন উন্নত হয়, শারীরিক ব্যায়াম হয়। সালাত মানসিক চাপ কমাতে সাহায্য করে এবং হৃদয়কে প্রশান্ত রাখে।

১৫. একতা ও সমতা:

জামাতে সালাত আদায়ের মাধ্যমে ধনী-গরিব, জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের মধ্যে বিভেদ দূর হয়। এটি মুসলমানদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ ও ঐক্য প্রতিষ্ঠা করে।

১৬. ক্ষমা প্রার্থনার শিক্ষা:

সালাতে আল্লাহর কাছে তাওবা ও ইস্তিগফার করা হয়। এটি আমাদের গুনাহের জন্য অনুতপ্ত হতে এবং ভবিষ্যতে সৎ পথে চলার সংকল্প নিতে সাহায্য করে।

১৭. সমাজে শান্তি ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা:

সালাত সমাজে ন্যায়, নৈতিকতা এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার একটি মাধ্যম। এটি মানুষকে অন্যায়, অশ্লীলতা এবং দুর্নীতি থেকে দূরে থাকতে উৎসাহিত করে।

সালাত ইবাদত এর সাথে শুদ্ধতা, শৃঙ্খলাবোধ, সময়ানুবর্তিতা, সমতা প্রভৃতি সহ আল্লাহর প্রতি তাকওয়া ও তাওয়াক্কুল এর শিক্ষা দেয়। সালাতের এই শিক্ষাগুলো সঠিকভাবে অনুসরণ ও বাস্তবায়ন এর মাধ্যমে ব্যক্তি ও সামাজিক জীবনে সালাত প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।

হাদিসের আলোকে সালাতের গুরুত্বঃ

হাদীস শরীফে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে নামাযের কথা বলেছেন। ইরশাদ হয়েছে-

ُرَأْسُ الأَمْرِ الإِسْلاَمُ، وَعَمُودُهُ الصَّلاَةُ، وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الجِهَاد.

দ্বীনের প্রধান বিষয় হল ইসলাম। এর খুঁটি হল নামায। আর তার উচ্চচূড়া হল জিহাদ।
(জামে তিরমিযী, হাদীস ২৬১৬)

এখানে নামাযকে বলা হয়েছে ইসলামের খুঁটি। যেকোনো অবকাঠামোর ক্ষেত্রে খুঁটির গুরুত্ব কতটুকু তা খুব সহজেই অনুমেয়।

ঈমানের পর নামাযই প্রথম। যেজন্য কুরআন-হাদীসে ঈমানের পর সর্বপ্রথম নামাযেরই উল্লেখ বারবার। আখেরাতেও সর্বপ্রথম বিষয় নামায। হাদীস শরীফে এসেছে-

কিয়ামতের দিন বান্দার আমলগুলোর মাঝে সর্বপ্রথম হিসাব নেওয়া হবে নামাযের।
(জামে তিরমিযী, হাদীস ৪১৭; সুনানে নাসায়ী, হাদীস ৪৬৬)

বোঝা গেল, দুনিয়াতে যেমন, তেমনি আখেরাতেও নামাযের বিষয়টি সর্বোচ্চ গুরুত্বপূর্ণ। এমনকি এ বিষয়ে চূড়ান্ত সতর্কতা উচ্চারণ করে বলা হয়েছে-

إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكَ الصَّلَاةِ.

নিশ্চয় একজন মানুষ ও কুফর-শিরকের মাঝে পার্থক্যরেখা হল নামায।
(সহীহ মুসলিম, হাদীস ৮২)

এ আমলে অবহেলা যেমন বড় অন্যায়, যথাযথ আদায়ে নেকী ও প্রাপ্তিও অনেক বড়। এর মাধ্যমে বান্দার গোনাহ ধুয়ে-মুছে যায়। ইরশাদ হয়েছে-

مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ كَمَثَلِ نَهْرٍ جَارٍ غَمْرٍ عَلَى بَابِ أَحَدِكُمْ، يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ.

পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের দৃষ্টান্ত হল তোমাদের কারো (ঘরের) দরজার সামনে দিয়ে প্রবাহিত বড় নদীর মতো। যাতে সে প্রতিদিন পাঁচবার গোসল করে। (সহীহ মুসলিম, হাদীস ৬৬৪)

হাদীসটি অন্যত্র আরো বিস্তারিতভাবে আছে। তাতে জিজ্ঞেস করা হয়েছে যে, এভাবে পাঁচবার গোসল করলে কি তার শরীরে কোনো ময়লা থাকতে পারে? পারে না। তারপর বলেছেন-

فَإِنَّ الصَّلَاةَ تُذْهِبُ الذُّنُوبَ كَمَا يُذْهِبُ الْمَاءُ الدَّرَن.َ

নিশ্চয় নামায গোনাহসমূহকে তেমনিভাবে দূর করে দেয়, যেমন পানি শরীরের ময়লা দূর করে দেয়। [সুনানে নাসায়ী, হাদীস ১৩৯৭]

অর্থাৎ নিয়মিত নামায পড়তে থাকলে নামাযী হবে পবিত্র ও গোনাহমুক্ত। তবে কবীরা গোনাহ হলে অবশ্যই তাওবার মাধ্যমে ক্ষমা চাইতে হবে। ইরশাদ হয়েছে-

الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، وَالْجُمْعَةُ إِلَى الْجُمْعَةِ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ، مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرِ.َ

পাঁচ ওয়াক্ত নামায, এক জুমা থেকে আরেক জুমা এবং এক রমযান থেকে আরেক রমযান-মধ্যবর্তী সকল গোনাহকে মিটিয়ে দেয়। কবীরা গোনাহ ছাড়া। (সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৩৩)

পবিত্র কুরআনে মুমিনদের পরিচয় সম্পর্কে

কুরআনে মুমিন-মুত্তাকীর পরিচয় দিতে গিয়ে ঈমানের পরেই বলা হয়েছে নামাযের কথা। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন..

الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَ مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْن.َ

(মুত্তাকী তারা,) যারা গাইবের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে। সালাত কায়েম করে এবং আমি তাদেরকে যা কিছু দিয়েছি তা থেকে (আল্লাহর সন্তোষজনক কাজে) ব্যয় করে। (সূরা বাকারা আয়াত ৩)

কুরআন মাজীদে সফল মুমিনের পরিচয় দিতে গিয়ে প্রথমেই বলা হয়েছে-

الَّذِيْنَ هُمْ فِىْ صَلَاتِهِمْ خٰشِعُوْن.َ

যারা নামাযে বিনয়াবনত।
(সূরা মুমিনূন আয়াত ২)

এরপর আরো কয়েকটি গুণ উল্লেখ করে শেষে আবার বলা হয়েছে-

وَ الَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَوٰتِهِمْ يُحَافِظُوْن.َ

যারা নামাযের ব্যাপারে যত্নশীল।
(সূরা মুমিনূন আয়াত ৯)

আরেক জায়গায় আল্লাহ তাআলা মানুষের স্বভাব ও মেযাজ প্রসঙ্গে প্রথমে বলেছেন-

اِنَّ الْاِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوْعًا، اِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوْعًا، وَّ اِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوْعًا، اِلَّا الْمُصَلِّيْنَ،الَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ دَآىِٕمُوْن.َ

বস্তুত মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে লঘুচিত্তরূপে। যখন তাকে কোনো কষ্ট স্পর্শ করে, সে অত্যন্ত অস্থির হয়ে পড়ে। আর যখন তাকে স্বচ্ছন্দ স্পর্শ করে তখন সে হয়ে পড়ে অতি কৃপণ। তবে নামাযী ব্যক্তিরা ছাড়া। যারা তাদের নামায আদায় করে নিয়মিত।
(সূরা মাআরিজ আয়াত ১৯-২৩)

এখানে মানুষের সৃষ্টিগত দুর্বলতা ছাড়িয়ে অর্জনীয় গুণ-বৈশিষ্ট্যের প্রসঙ্গে প্রথমেই বলেছেন নামাযের কথা। এরপর বেশ কয়েকটি গুণ উল্লেখ করার পর আবার বলেছেন-

َوَ الَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ، اُولٰٓىِٕكَ فِىْ جَنّٰتٍ مُّكْرَمُوْن

এবং যারা তাদের নামাযের ব্যাপারে পুরোপুরি যত্নবান থাকে। তারাই জান্নাতে থাকবে। সম্মানজনকভাবে।
(সূরা মাআরিজ আয়াত ৩৪-৩৫)

নামায পড়লে যে ফায়দা হবে

নামাযের ফায়দা সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন-

وَ اَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَیِ النَّهَارِ وَ زُلَفًا مِّنَ الَّیْلِ اِنَّ الْحَسَنٰتِ یُذْهِبْنَ السَّیِّاٰتِ ذٰلِكَ ذِكْرٰی لِلذّٰكِرِیْنَ.

দিনের উভয় প্রান্তে এবং রাতের কিছু অংশে নামায কায়েম করো। নিশ্চয়ই পুণ্যরাজি পাপরাশিকে মিটিয়ে দেয়। যারা উপদেশ গ্রহণ করে তাদের জন্য এটা এক উপদেশ।
(সূরা হুদ আয়াত ১১৪)

এখান থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, নামায বহু পাপ মিটিয়ে দেয়।

আরো ইরশাদ করেছেন-

وَ اَقِمِ الصَّلٰوةَ اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰی عَنِ الْفَحْشَآءِ وَ الْمُنْكَرِ.

এবং নামায কায়েম করো। নিশ্চয়ই নামায অশ্লীল ও অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে।
(সূরা আনকাবূত আয়াত ৪৫)

অর্থাৎ নামায আদায় করতে থাকলে একসময় এই নামাযই মানুষকে অশ্লীল ও অন্যায় কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখবে।

এছাড়া আল্লাহ তাআলার নুসরত ও সাহায্য প্রার্থনার জন্য নামাযকে মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করার নির্দেশ দিয়ে বলেছেন-

وَ اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَ الصَّلٰوةِ وَ اِنَّهَا لَكَبِيْرَةٌ اِلَّا عَلَى الْخٰشِعِيْن.َ

তোমরা সবর ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর। নিশ্চয় সালাতকে কঠিন মনে হয়; কিন্তু তাদের পক্ষে নয়, যারা খুশূ (অর্থাৎ বিনয় ও মনোযোগ)-এর সাথে আদায় করে।
(সূরা বাকারা আয়াত ৪৫)

এখানে ধৈর্য ও নামাযের বিনিময়ে আল্লাহ তাআলার নুসরত ও সাহায্যের দৃঢ় আশ্বাস পাওয়া যায়।

সালাতের প্রতি অবহেলা সম্পর্কে

কুরআন মাজীদে নামাযীদের যেমন প্রশংসা করা হয়েছে, তেমনি নামাযে অবহেলাকারীদের প্রতি ধমকি ও হুঁশিয়ারীমূলক বক্তব্যও এসেছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেছেন-

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ،الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِہِمْ سَاهُوْن.َ

ধ্বংস রয়েছে সেই নামাযীদের জন্য, যারা তাদের নামাযে গাফলতি করে।
(সূরা মাঊন আয়াত ৪-৫)

এমনকি অলসতার সাথে নামায আদায়কে মুনাফিকদের পরিচয় হিসেবে উল্লেখ করে বলেছেন-

وَ اِذَا قَامُوْٓا اِلَى الصَّلٰوةِ قَامُوْا كُسَالٰى.

তারা যখন নামাযে দাঁড়ায় অলসতার সাথে দাঁড়ায়। (সূরা নিসা আয়াত ১৪২)

সূরা মারইয়াম-এ আল্লাহ তাআলা তাঁর নিআমতপ্রাপ্ত ও নৈকট্যশীল বান্দাদের প্রসঙ্গ উল্লেখ করার পর বলেছেন-

فَخَلَفَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَضَاعُوا الصَّلٰوةَ وَ اتَّبَعُوا الشَّهَوٰتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا.

তারপর তাদের স্থলাভিষিক্ত হল এমন লোক, যারা নামায নষ্ট করল এবং ইন্দ্রিয় চাহিদার অনুগামী হল। সুতরাং তারা অচিরেই পথভ্রষ্টতার পরিণামের সম্মুখীন হবে। (সূরা মারইয়াম আয়াত ৫৯)

নবীজীর সাঃ এর নামায

আম্মাজান আয়েশা রা. বলেন-

أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ حَتَّى تَتَفَطَّرَ قَدَمَاهُ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: لِمَ تَصْنَعُ هَذَا يَا رَسُولَ اللهِ، وَقَدْ غَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ؟ قَالَ: أَفَلاَ أُحِبُّ أَنْ أَكُونَ عَبْدًا شَكُورًا!

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে নামায পড়তেন। (এত দীর্ঘ নামায পড়তেন যে,) তাঁর উভয় পা ফুলে যেত। তখন আয়েশা রা. বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি এমন (এত কষ্ট) করেন কেন? আল্লাহ তাআলা তো আপনার পূর্বাপর সকল গোনাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন!

তিনি বললেন, আমি কি শোকরগুযার বান্দা হতে চাইব না? (সহীহ বুখারী, হাদীস ৪৮৩৭)

এছাড়া যখনই তিনি গুরুত্বপূর্ণ কোনো বিষয়ের সম্মুখীন হতেন, নামাযে দাঁড়িয়ে যেতেন। বর্ণিত হয়েছে

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَزَبَهُ أَمْرٌ،صَلَّى.

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখনই কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সম্মুখীন হতেন নামাযে দাঁড়িয়ে যেতেন।
(সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ১৩১৯)

নামাযে তিনি যে শান্তি ও তৃপ্তি পেতেন সেকথাও বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলতেন-

يا بلالُ، أقِمِ الصَّلاةَ، أرِحْنا بها.

বেলাল! নামাযের ব্যবস্থা কর। নামাযের মাধ্যমে আমাকে প্রশান্ত কর।
(সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৪৯৮৫)

সর্বোপরি তিনি বলেছেন-

جُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ.

আমার চোখের শীতলতা রাখা হয়েছে নামাযে। (সুনানে নাসায়ী, হাদীস ৩৯৪০)

সালাতের মধ্যে ভুল জন্য সাজদায়ে সাহু

আমরা প্রায় সালাতের মধ্যে যেই সব ভুল গুলো করে থাকি, **তার** মধ্যে ওয়াজিব তরক করলে সেজদা সাহু দিতে হয়।

সেজদায়ে সাহুঃ শরীয়তের পরিভাষায় সালাতের মধ্যে ভুলক্রমে কোন ওয়াজিব বাদ পড়ে গেলে, কোন ওয়াজিব কাজ একাধিকবার করলে অথবা ধারাবাহিকতার পরিপন্থী করলে, সালাত বিশুদ্ধ করার নিমিত্তে শেষ বৈঠকে তাশাহুদ পড়ার পর ডান দিকে সালাম ফিরিয়ে দুটি সেজদা করাকে **সাজদায়ে সাহু** বলে।

ফিক্বহে হানাফী অনুযায়ী সাজদায় সাহুর হুকুম হলো ওয়াজিব।

সাজদায়ে সাহু আদায়ের পদ্ধতি হলোঃ সাজদায়ে সাহু সালাতে সালাম ফিরানোর পরে ও আগে উভয় ভাবে করা যায় সর্বোত্তম হলো তাশাহুদ পাঠ করত, একদিকে সালাম ফিরিয়ে আদায় করা এ ব্যাপারে বহু হাদিসে বর্ণিত হয়েছে..

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসুদ রাদিয়াল্লাহু থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যোহর পাঁচ রাকাত পড়েন, তাকে জিজ্ঞেস করা হলো সালাত কি বানানো হয়েছে? তিনি বললেন কি হয়েছে? প্রশ্নকারী বলল আপনি পাঁচ রাকাত পড়েছেন। অতঃপর তিনি সালাম ফিরানোর পর দুটি সিজদা করেন।

(সহিহ বুখারী ১২২৬)

ইমরান ইবনে হোসেন রাদিয়াল্লাহু থেকে বর্ণিত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের সালাত আদায় করালেন, তিনি ভুল করলেন, সিজদা করলেন তাশাহুদ পাঠ করলেন তারপর সালাম ফিরালেন।(তিরমিজি ৩৯৫)

যেসব ক্ষেত্রে সাহু সিজদা দিতে হয়

ক) সালাতে কোন কিছু বৃদ্ধি করা হলেঃ ইচ্ছাপূর্বক যদি কোন কিছু বৃদ্ধি করা হয় তাহলে সালাত বাতিল, আর অনিচ্ছা পূর্বক হলে সাউথ সেজদা দিতে হবে।

খ)**সালাতে কোন কিছু হ্রাস করা হলে**

ফরজে হ্রাস করণ ঃ তাকবীরে তাহরিমা ছুটে গেলে সালাত রিকভারি করার কোন সুযোগ নেই সালাত বাতিল।

▢ সালাতের ভিতরে থাকলেঃ পরবর্তী রাকাতে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ছুটে যাওয়া রোকন কাজা করবে [শেষে সাহু সিজদা দিবে] প্রথম সেজদা ব্যতীত [রুকন আদায় ছাড়া] পরবর্তী রাকাতে চলে গেলে ওই রাকাত বাতিল হয়ে যাবে।

▢ সালাতের থেকে হয়ে পড়লে নতুন করে আবার সালাদ রিপিট করবে।

ওয়াজিবে হ্রাসকরনঃ যদি পজিশন ত্যাগ করার মুহূর্তে স্মরণে এসে ফিরে আসে তাহলে সাহু সিজদা দিতে হবে না।

যদি পজিশন ত্যাগ করে ফেলে পরবর্তী রুকনে পৌছার পূর্বে ফিরে আসে তাহলে সাহু সিজদা দিতে হবে।

পজিশন ত্যাগ করতঃ পরবর্তী রুকনে পৌঁছে যায় তাহলে ফিরে আসতে হবে না কিন্তু শেষে সাহু সিজদা দিতে হবে।

গ) ধারাবাহিকতার সিস্টেমের বিপরীত করা
ধারাবাহিকতা বা সিস্টেমের বিপরীত হলে সাহু সেজদা আসবে, দিতে হবে।

ঘ) **সন্দেহ পতিত হওয়াঃ** সালাতের শেষে সন্দেহ হলে এর কোন ভিত্তি নেই।

সালাতের ভিতরে সন্দেহ পতিত হলে দৃঢ় ভাবে কল্পনা করতঃ অন্তরের স্থিরতার উপর আমল করবে, আর ইতস্ততার সূরতে কম এর উপর আমল করবে শেষে সাহু সেজদা দেবে।

যদি রাকাতের ব্যাপারে সন্দেহ হয় আর এটাই জীবনের প্রথম তাহলে সালাত বাতিল হয়ে যাবে ভেঙ্গে পুনরায় পড়বে (বাদায়েযুম সানায়া ১)
০ তথ্য হাদিস, বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ

কুরআনের আলোকে সালাত না পড়া ও সালাতের ব্যাপারে উদাসীনতার পরিণতিঃ

কোনো কাজের উপর গুরুত্বারোপের একটি পদ্ধতি হল, কাজটি করার জন্য উৎসাহ দেওয়া। আরেকটি পদ্ধতি হল, কাজটি না করার পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক ও ভীতি প্রদর্শন করা। কোনো কিছুর গুরুত্ব বোঝানোর জন্য এ দুই পদ্ধতির যে কোনো একটি অবলম্বন করা যায়। তবে তা পূর্ণতা পায় যখন উভয় পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়।

নামাযের উপর গুরুত্বারোপের জন্য আল্লাহ তাআলা কুরআনে উভয় পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। নামায পড়ার জন্য তিনি উৎসাহিতও করেছেন এবং নামায না পড়ার পরিণতি সম্পর্কে সতর্কও করেছেন।

মুনাফিকদের কপটতাপূর্ণ নামাযের নিন্দা

নিফাক ও কপটতা অত্যন্ত ক্ষতিকর। কুরআনে মুনাফিকদের কপটতার নানা দিক তুলে ধরা হয়েছে। এক স্থানে আল্লাহ তাআলা তাদের চরিত্রের বর্ণনা দিয়ে বলেছেন-

اِنَّ الْمُنٰفِقِیْنَ یُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ ۚ وَاِذَا قَامُوْۤا اِلَى الصَّلٰوةِ قَامُوْا كُسَالٰى یُرَآءُوْنَ النَّاسَ وَلَا یَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ اِلَّا قَلِیْلًا.

নিশ্চয় মুনাফিকরা আল্লাহর সঙ্গে ধোঁকাবাজি করে, অথচ তিনিই তাদেরকে ধোঁকায় ফেলেন। আর তারা যখন নামাযে দাঁড়ায় তখন অলসতার সাথে দাঁড়ায়। তারা মানুষকে দেখায় আর আল্লাহকে খুব সামান্যই স্মরণ করে।
(সূরা নিসা আয়াত১৪২)

এখানে আল্লাহ মুনাফিকদের চারটি চরিত্র তুলে ধরেছেন-

ক. তারা আল্লাহর সঙ্গে ধোঁকাবাজি করে।

খ. তারা অলসতার সাথে নামায পড়ে। নামাযকে বোঝা মনে করে।

গ. তারা মানুষকে দেখানোর জন্য নামায পড়ে; আল্লাহর প্রতিদানের আশায় কিংবা তাঁর আযাবের ভয়ে নয়।

ঘ. তারা নামাযে আল্লাহ্কে খুব সামান্যই স্মরণ করে। অথচ নামায হচ্ছে আগাগোড়া আল্লাহর যিকির ও স্মরণ। যিকিরপূর্ণ সেই ইবাদতেই তারা আল্লাহকে অল্প স্মরণ করে। এ থেকে আন্দাজ করা যায় তারা কত অলস ও উদাসীন!

আল্লাহ অন্যত্র বলেছেন-

وَمَا مَنَعَهُمْ اَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقٰتُهُمْ اِلَّآ اَنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللهِ وَبِرَسُوْلِهٖ وَلَا يَاْتُوْنَ الصَّلٰوةَ اِلَّا وَهُمْ كُسَالٰى وَلَا يُنْفِقُوْنَ اِلَّا وَهُمْ كٰرِهُوْن.

তাদের দান কবুল হওয়ার ক্ষেত্রে বাধা কেবল এটা যে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সঙ্গে কুফরী করেছে এবং তারা নামাযে আসে (চরম) অলসতার সাথে এবং তারা ব্যয় করে (খুব) অনিচ্ছার সাথে।
(সূরা তাওবা আয়াত ৫৪)

এ আয়াতে মুনাফিকদের নিফাকের তিনটি দিক উল্লেখ করা হয়েছে-

ক. তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সঙ্গে কুফরী করেছে।

খ. তারা চরম অলসতার সাথে নামাযে আসে।

গ. তারা আল্লাহর পথে খুব অনিচ্ছায় অর্থ ব্যয় করে।

আল্লাহ অন্যত্র বলেছেন-

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ، الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ ، الَّذِيْنَ هُمْ يُرَآءُوْنَ، وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْن.

দুর্ভোগ সেই নামাযীদের, যারা তাদের নামায সম্পর্কে উদাসীন, যারা মানুষকে দেখায় এবং নিত্য ব্যবহার্য জিনিসও দেয় না। (সূরা মাউন আয়াত ৪-৭)

কাফেরদের কুফরী ও নামায না পড়ার উপর ভর্ৎসনা

আল্লাহ কুরআনে কাফেরদের অনেক ভর্ৎসনা করেছেন। এক জায়গায় তাদের নিন্দা করে বলেছেন-

فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلّٰى، وَلٰكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلّٰى، ثُمَّ ذَهَبَ اِلٰى اَهْلِهٖ يَتَمَطّٰى، اَوْلٰى لَكَ فَاَوْلٰى، ثُمَّ اَوْلٰى لَكَ فَاَوْلٰى.

সে বিশ্বাস করেনি এবং নামাযও পড়েনি। বরং সে অস্বীকার করেছে ও মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। অতঃপর সে দম্ভ করতে করতে তার পরিবারের কাছে চলে গেছে। দুর্ভোগ তোমার জন্য, দুর্ভোগের উপর দুর্ভোগ। অতঃপর দুর্ভোগ তোমার জন্য, দুর্ভোগের উপর দুর্ভোগ।
(সূরা কিয়ামাহ আয়াত ৩১-৩৫)

জাহান্নামীদের নামায না পড়ার স্বীকারোক্তি

কুরআনের মাধ্যমে আমরা জানতে পারি পরকালে জান্নাতী ও জাহান্নামীদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা হবে। এরকম একটি আলাপ সূরা মুদ্দাসসিরে উল্লেখিত হয়েছে।

আল্লাহ বলেন-

فِىْ جَنّٰتٍ ۛيَتَسَآءَلُوْنَ، عَنِ الْمُجْرِمِيْنَ، مَا سَلَكَكُمْ فِىْ سَقَرَ، قَالُوْا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِيْنَ، وَكُنَّا نَخُوْضُ مَعَ الْخَآئِضِيْنَ، وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّيْنِ، حَتّٰى اَتٰنَا الْيَقِيْنُ.

তারা (ডানের লোকেরা) জান্নাতে থাকবে। তারা জিজ্ঞাসাবাদ করবে অপরাধীদের সম্পর্কে, কোন্ জিনিস তোমাদেরকে জাহান্নামে দাখিল করেছে? তারা বলবে, আমরা নামাযীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম না। আমরা মিসকীনদের খাওয়াতাম না। আর (অসার) আলাপে লিপ্ত ব্যক্তিদের সঙ্গে আমরাও তাতে লিপ্ত হতাম এবং আমরা বিচার দিবসকে অস্বীকার করতাম। পরিশেষে নিশ্চিত বিষয় আমাদের কাছে এসে গেল।
(সূরা মুদ্দাসসির আয়াত ৪০-৪৭)

নামায নষ্ট করার নিন্দা

আল্লাহ সূরা মারইয়ামে হযরত যাকারিয়া আ., ইয়াহইয়া আ., ঈসা আ., মূসা আ., হারূন আ., ইবরাহীম আ., ইসমাঈল আ., ইসহাক আ., ইদ্রিস আ.-এর আলোচনা করেছেন। তাঁরা সবাই আল্লাহর মনোনীত বান্দা ও নবী ছিলেন। তাঁদের আলোচনার শেষে আল্লাহ বলেছেন-

فَخَلَفَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَضَاعُوا الصَّلٰوةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوٰتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا.

তাদের পরে অযোগ্য স্থলাভিষিক্তরা এল, যারা নামায নষ্ট করে ফেলল এবং খাহেশাতের পেছনে পড়ে গেল। সুতরাং তারা শীঘ্রই গোমরাহীর (পরিণামের) সম্মুখীন হবে। (সূরা মারইয়াম আয়াত ৫৯)

নামায নষ্ট করার একটি ভয়াবহ দিক হল নামায একেবারে না পড়া। এমনিভাবে সময়ের ভেতর না পড়াও নামায নষ্ট করারই অন্তর্ভুক্ত।

সালাত বিনষ্টকারীদের পরিনামঃ

সালাত বিনষ্টকারীদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন:

فَخَلَفَ مِنۢ بَعۡدِهِمۡ خَلۡفٌ أَضَاعُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَٱتَّبَعُواْ ٱلشَّهَوَٰتِۖ فَسَوۡفَ يَلۡقَوۡنَ غَيًّا

"তারপর তাদের স্থলাভিষিক্ত হল এমন লোক, যারা নামায নষ্ট করল এবং ইন্দ্রিয়-চাহিদার অনুগামী হল। সুতরাং তারা অচিরেই তাদের পথভ্রষ্টতার সাক্ষাত পাবে।
[সুরা মারইয়াম :৫৯]

অসংখ্য হাদিস দ্বারাও সালাত ত্যাগ কারীর ক্ষতি প্রমাণিত হয় এবং কোন কোন হাদিসে সালাত ত্যাগকারীকে কাফেরও বলা হয়।

যেমন, রাসূল সা: এর বাণী, তিনি বলেন: "ব্যক্তি ও কুফর-শিরকের মাঝে ব্যবধান হল সালাত ত্যাগ করা।" [মুসলিম:১১৬]

তিনি আরো বলেন: "আমাদের মাঝে আর অমুসলিমদের মাঝে চুক্তি হল সালাত, যে ব্যক্তি সালাত ছেড়ে দিল সে কাফের হয়ে যাবে।" [আহমদ:২১৮৫৯]

রাসূল সা: জামাতে সালাত পড়া হতে বিরত থাকে এমন লোকদের বাড়ি ঘর জ্বালিয়ে দেয়ার ইচ্ছা পোষণ করেন।

সমগ্র ওলামায়ে কেরাম ঐক্যমত পোষণ করেন যে, যারা নামাজ ফরজ হওয়াকে অস্বীকার করে তারা কাফের, আর যারা সালাতের প্রতি উপহাস-বিদ্রূপ ও সালাতকে গুরুত্বহীন মনে করে ছেড়ে দেয় তারাও কাফের।

সালাত ত্যাগকারীর বিধান

সালাত ত্যাগ করার মত আর কোন বড় গুনাহ হতে পারে না। সালাত ত্যাগ করার মানে হচ্ছে ইসলামের স্তম্ভ-খুঁটি ভেঙে চূর্ণবিচুর্ণ করা।

ইসলামের মাঝে সালাত সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকা সত্ত্বেও সালাত পরিত্যাগ করা যে কত বড় গুনাহ তা বর্ণনা দেয়ার অবকাশ রাখে না।

আমরা কোরানের আয়াতগুলোর প্রতি লক্ষ্য করলে দেখতে পাই যে আল্লাহ সালাত ত্যাগকারীদের নয়, বরং ভুলে সালাত আদায় করেনি এমন ব্যক্তিকে কঠিন হুমকি দিয়েছেন, আর যারা নামাজ ত্যাগকারী ও সালাত নষ্টকারী, তাদের কি পরিণতি হবে, তা বলাই বাহুল্য।,

আল্লাহ সালাত ভুলে যাওয়া ব্যক্তিদের সম্পর্কে বলেন:

فَوَيۡلٞ لِّلۡمُصَلِّينَ
ٱلَّذِينَ هُمۡ عَن صَلَاتِهِمۡ سَاهُونَ

সুতরাং বড় দুর্ভোগ আছে সেই নামাযীদের
যারা তাদের নামাযে গাফলতি করে।”
[সুরা মাউন:। আয়াত ৪-৫]

আল্লাহ তা‘আলা সালাতকে ঈমান নামে অভিহিত করেছেন। যেমন তাঁর বাণী:

وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَٰنَكُمۡ

“আল্লাহ এরূপ নন যে, তোমাদের ঈমান (সালাত)-কে নষ্ট করে দিবেন।”
[সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১৪৩]

বিগত শরী‘আতসমূহের মধ্য থেকেও কোনো শরী‘আত সালাতবিহীন ছিল না। আল্লাহ তা‘আলা ইবরাহীম আলাইহিস সালাম সম্পর্কে বলেন,

رَبِّ ٱجۡعَلۡنِي مُقِيمَ ٱلصَّلَوٰةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي

“হে আমার রব! আমাকে সালাত প্রতিষ্ঠাকারী কর এবং আমার বংশধরদের মধ্যে থেকেও।”
[সূরা ইবরাহীম, আয়াত: ৪০]

এবং ঈসা আলাইহিস সালাম সম্পর্কে বলেছেন

وَأَوۡصَٰنِي بِٱلصَّلَوٰةِ وَٱلزَّكَوٰةِ مَا دُمۡتُ حَيّٗا

“এবং তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যতদিন জীবিত থাকি ততদিন সালাত ও যাকাত আদায় করতে।”
[সূরা মারইয়াম, আয়াত: ৩১]

এবং ইসমাঈল আলাইহিস সালাম সম্পর্কে বলেন,

وَكَانَ يَأۡمُرُ أَهۡلَهُۥ بِٱلصَّلَوٰةِوَٱلزَّكَوٰةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِۦ مَرۡضِيّٗا

“সে তার পরিজনবর্গকে সালাত ও যাকাতের নির্দেশ দিত এবং সে ছিল তার রবের সন্তোষভাজন।”
[সূরা মারইয়াম, আয়াত: ৫৫]

বে-নামাজির পরকালীন শাস্তি

কিয়ামতের দিন কাফির সরদার কারূন, ফির‘আউন, হামান ও উবাই ইবন খালফের সাথে বেনামাযীর হাশর হবে। যেমন, হাদীসে এসেছে:

“যে ব্যক্তি সালাতের হিফাযত করলো, সালাত তার জন্য কিয়ামতের দিন জ্যোতি, প্রমাণ ও নাজাতের উসীলা হবে, আর যে সালাতের হিফাযত করলো না, তার জন্য সালাত কিয়ামতের দিন জ্যোতি, প্রমাণ ও নাজাতের উসীলা হবে না এবং কারূন, ফির‘আউন, হামান এবং উবাই ইবন খালফের সাথে তার হাশর হবে।” (মুসনাদে ইমাম আহমদ)

বেনামাজি জাহান্নামে যাবে, যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেনঃ

“তোমাদেরকে কিসে সাকার (জাহান্নাম)-এ নিক্ষেপ করেছে? তারা বলবে আমরা সালাত আদায়কারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম না।”
[সূরা আল-মুদ্দাসসির, আয়াত: ৪২-৪৩]

বেনামাযী স্বীয় পরিবার এবং ধন-সম্পদ নষ্ট করে দেওয়ার চেয়েও অধিক ক্ষতিগ্রস্ত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

"যে ব্যক্তির আসর সালাত ছুটে গেল, তার যেন পরিবার ও ধন সম্পদ নষ্ট হয়ে গেল।"
(সহীহ মুসলিম)

বেনামাযীকে কিয়ামতের দিন জাহান্নামের এক খালে নিক্ষেপ করা হবে। যেমন, আল্লাহ তা'আলা বলেন,

فَخَلَفَ مِنۢ بَعۡدِهِمۡ خَلۡفٌ أَضَاعُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَٱتَّبَعُواْ ٱلشَّهَوَٰتِۖ فَسَوۡفَ يَلۡقَوۡنَ غَيًّا

"তাদের পরে আসলো অপদার্থ পরবর্তীগণ, তারা সালাত নষ্ট করল ও প্রবৃত্তির অনুসরণ করল। সুতরাং তারা অচিরেই "গাইয়া" প্রত্যক্ষ করবে।"
[সূরা মারইয়াম, আয়াত ৫৯]

♻ ♻ সালাতের ইহকাল ও পরকালের ফজিলত, উপকারিতা এবং সফলতাঃ

দুনিয়া ও আখিরাতে পরকালে সালাতের অনেক ফজিলত ও উপকারিতা রয়েছে, নিম্নে সংক্ষেপে তা আলোচনা করা হলো।

○ **সালাত হিফাযত বা সংরক্ষণকারীর জন্য আল্লাহর প্রতিশ্রুতিঃ** তিনি (আল্লাহ) তাকে জান্নাত দান করবেন।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "আল্লাহ বান্দার ওপর পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরয করেছেন, যে তা হিফাযত করল তার জন্য আল্লাহর প্রতিশ্রুতি হলো যে, তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন...।"
(আবু দাউদ, নাসাঈ, তিরমিযী, ইবন মাজাহ)

○ **সালাত বান্দা ও তার প্রতিপালকের মধ্যে সম্পর্ক গড়ার মাধ্যম:** আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَٱسۡجُدۡۤ وَٱقۡتَرِب

“আর সাজদাহ কর ও (আমার) নিকটবর্তী হও।"
[সূরা আল-‘আলাক, আয়াত: ১৯]

অর্থাৎ আল্লাহর উদ্দেশ্যে সালাত আদায় কর এবং সমস্ত সৎ কাজের মাধ্যমে তাঁর নৈকট্য লাভ কর, আর সৎ কাজের মধ্যে আল্লাহর জন্য সাজদাহ হচ্ছে সবচেয়ে বড়।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “বান্দা স্বীয় রবের সবচেয়ে নিকটবর্তী হয় সাজদাহ অবস্থায়। অতএব, তোমরা সাজদায় বেশি-বেশি দো‘আ কর।”
(সহীহ মুসলিম ও নাসাঈ)

○ সালাত গুনাহ ও মন্দ কাজের কাফফারা:

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

“যে কোনো মুসলিম ব্যক্তি সালাতের ওয়াক্ত পেল আর সালাতের জন্য উত্তমরূপে অযু করল যথাযথ খুশু-খুযু নিয়ে সালাত আদায় করল, ঠিকমত রুকু করল। এ সালাত তার বিগত গুনাহের কাফফারা হবে যতক্ষণ পর্যন্ত সে কবীরা গুনাহে লিপ্ত না হবে। আর এই ফযীলত সব সময়ের জন্য।” (সহীহ মুসলিম)

○ সালাত সর্বোত্তম আমলের অন্তর্ভুক্ত:

আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করেন: সর্বোত্তম আমল কোনটি?

তিনি বলেন, “সময়মত সালাত আদায় করা”। আব্দুল্লাহ্ ইবন মাসউদ বলেন, তারপর কোনটি? তিনি বলেন, “পিতা-মাতার সাথে সৎ ব্যবহার করা”।

আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ বলেন, আমি বললাম: তারপর কী? তিনি বললেন: “আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা।” (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)

○ সালাতের মধ্যে রয়েছে ইহকালীন ও পরকালীন আত্মিক প্রশান্তি-আরাম এবং চক্ষু শীতলতা: আল্লাহ বলেন,

أَلَا بِذِكۡرِ ٱللَّهِ تَطۡمَئِنُّ ٱلۡقُلُوبُ۝

“জেনে রাখ! আল্লাহর যিকিরেই আত্মা প্রশান্ত হয়।” [সূরা আর-রা‘দ, আয়াত: ২৮]

আর সম্পূর্ণ সালাতই আল্লাহর যিকির বরং সালাত আল্লাহর যিকির প্রতিষ্ঠার জন্যই প্রবর্তন করা হয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكۡرِيٓ۝

“আমার যিকিরের (স্মরণের) জন্য সালাত প্রতিষ্ঠা কর।” [সূরা ত্বাহা, আয়াত: ১৪]

এ জন্যই মুসলিমগণ সালাতের মধ্যে অর্জন করে সুখ-শান্তি ও আরাম।

আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলেন, “উঠো বিলাল এবং আমাদেরকে সালাতের মাধ্যমে আরাম পৌঁছাও।” (মুসনাদে আহমদ) এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “আমার চক্ষু প্রশান্তি সালাতের মধ্যে নিহিত রয়েছে।” (সুনান নাসাঈ)

আল্লাহর যিকির (সালাত) বিমুখ, আর আল্লাহ তা‘আলা তাঁর যিকির থেকে বিমুখদের জন্য তার জীবন-যাপন সংকুচিত করার ওয়াদা করেছেন।

তিনি বলেন,

وَمَنۡ أَعۡرَضَ عَن ذِكۡرِي فَإِنَّ لَهُۥ مَعِيشَةٗ ضَنكٗا وَنَحۡشُرُهُۥ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ أَعۡمَىٰ۝

“যে আমার স্মরণে বিমুখ থাকবে, অবশ্য তার জীবন-যাপন হবে সংকুচিত এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় উত্থিত করব।”
[সুরা ত্বাহা, আয়াত: ১২৪]

○ **সালাত মুসলিমের ইহকাল ও পরকালের কাজ কর্মে সহায়ক:** আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَٱسۡتَعِينُواْ بِٱلصَّبۡرِ وَٱلصَّلَوٰةِ

"তোমরা ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর।" [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ৪৫]

এ জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোনো গুরুত্বপূর্ণ সমস্যায় পতিত হতেন তখনই ভয় ও ভীতির সঙ্গে দ্রুত সালাত পড়তে যেতেন।

হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, "যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারের সম্মুখীন হতেন তখন সালাত আদায় করতেন।" (মুসনাদে আহমদ)।

কারণ, সালাতই হলো বান্দা এবং তার রবের মধ্যে সম্পর্কের মাধ্যম, যেমন ইতোপূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে। অতএব মুসলিম যখন কোনো কাজের মনস্থ করবে সে মহিমান্বিত আল্লাহর স্মরণাপন্ন হবে যাঁর হাতে রয়েছে সব কিছুর ক্ষমতা, যিনি কোনো ব্যাপারে বলেন হয়ে যাও, আর তা হয়ে যায়, যিনি আর্ত অসহায়ের আহ্বানে সাড়া দেন এবং বিপদ দূরীভূত করেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

أَمَّن يُجِيبُ ٱلۡمُضۡطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكۡشِفُ ٱلسُّوٓءَ

"নাকি তিনি যিনি অসহায়ের আহ্বানে সাড়া দেন, যখন সে তাঁকে ডাকে এবং বিপদ-আপদ দূরীভূত করেন?" [সূরা আন-নামল, আয়াত: ৬২]

সালাতে অবহেলাকারী যখন কোনো বড় সমস্যায় পতিত হয় এবং বিপদে আচ্ছন্ন হয় তখন সে কার স্মরণাপন্ন হবে? সে তো আল্লাহ তা'আলার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে বা সে তো শুধু কঠিন ও বিপদের সময় সালাত আদায় করে। অতএব, এ সালাত তার না কোনো উপকারে আসবে, না আল্লাহর সাথে তার সম্পর্ক গড়ে তুলবে।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "তুমি আল্লাহকে সুখে-সাচ্ছন্দে চেন, আল্লাহ তোমাকে বিপদে-আপদে চিনবে।" (মুসনাদ আহমদ)

অবশ্য কেউ যদি কঠিন বিপদে-আপদে আল্লাহর নিকট তাওবা করে এবং সালাতের হিফাযতের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করে, তবে আল্লাহ তাওবাকারীর তাওবা কবুল করেন।

○ **সালাতে রয়েছে ইহকাল ও পরকালের সফলতা:** আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

قَدۡ أَفۡلَحَ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ ١ ٱلَّذِينَ هُمۡ فِي صَلَاتِهِمۡ خَٰشِعُونَ ٢

“অবশ্যই মুমিনগণ সফলকাম হয়েছে, যারা নিজেদের সালাতে বিনয়-নম্র।” [সূরা আল-মুমিন, আয়াত: ১-২]

আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন,

قَدۡ أَفۡلَحَ مَن تَزَكَّىٰ ١٤ وَذَكَرَ ٱسۡمَ رَبِّهِۦ فَصَلَّىٰ ١٥

“নিশ্চয় সাফল্য লাভ করবে যে পবিত্রতা অর্জন করে, এবং তার রবের নাম স্মরণ করে ও সালাত আদায় করে।” [সূরা আল-আ‘লা, আয়াত: ১৪-১৫]

○ **সালাতের মধ্যে রয়েছে রুযীর প্রশস্ততা:** আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

وَأۡمُرۡ أَهۡلَكَ بِٱلصَّلَوٰةِ وَٱصۡطَبِرۡ عَلَيۡهَاۖ لَا نَسۡـَٔلُكَ رِزۡقٗاۖ نَّحۡنُ نَرۡزُقُكَۗ وَٱلۡعَٰقِبَةُ لِلتَّقۡوَىٰ ١٣٢

“এবং তোমার পরিবারবর্গকে সালাতের আদেশ দাও আর তাতে অবিচল থাক, আমরা তোমার নিকট কোনো রুযী চাই না, আমরাই তোমাকে রুযী দেই এবং শুভ পরিণাম তো তাকওয়াধারীদের জন্য।”
[সূরা ত্বাহা, আয়াত: ১৩২]

○ **সালাত আত্মার যাকাত, পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা:** সালাত অন্যায় ও অশ্লীলতা থেকে বাঁচার এক দুর্ভেদ্য দূর্গ। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

ٱتۡلُ مَآ أُوحِيَ إِلَيۡكَ مِنَ ٱلۡكِتَٰبِ وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَۖ إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ تَنۡهَىٰ عَنِ ٱلۡفَحۡشَآءِ وَٱلۡمُنكَرِ

“তুমি পাঠ কর কিতাব থেকে যা তোমার প্রতি ওহী করা হয়েছে এবং সালাত প্রতিষ্ঠা কর, সালাত অবশ্যই অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে।” [সূরা আল-‘আনকাবূত, আয়াত: ৪৫]

○ সালাত ইহকাল ও পরকালে মুমিনদের জন্য দৃঢ়তা ও স্থিরতা আনে:

অতএব, সালাত আদায়কারীর যখন সুখ আসে তখন সে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে আর তা তার জন্য উত্তম এবং যখন কোনো বিপদ দেখা দেয় তখন ধৈর্য ধারণ করে, সেটাও তার জন্য কল্যাণকর। কিন্তু বেনামাযীর অবস্থা এর বিপরীত। উক্ত অবস্থায় সে হা-হুতাশ ও অতি কৃপণতা শুরু করে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

إِنَّ ٱلۡإِنسَٰنَ خُلِقَ هَلُوعًا ١٩ إِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ جَزُوعًا ٢٠ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلۡخَيۡرُ مَنُوعًا ٢١ إِلَّا ٱلۡمُصَلِّينَ ٢٢ ٱلَّذِينَ هُمۡ عَلَىٰ صَلَاتِهِمۡ دَآئِمُونَ

“মানুষ তো সৃজিত হয়েছে অতিশয় অস্থিরচিত্ত রূপে। যখন বিপদ তাকে স্পর্শ করে তখন সে হা-হুতাশ করে। আর যখন কল্যাণ তাকে স্পর্শ করে, সে অতি কৃপণ হয়। তবে সালাত আদায়কারী ব্যতীত। যারা তাদের সালাতে সদা প্রতিষ্ঠিত।”
[সূরা আল-মা‘আরিজ, আয়াত: ১৯-২৩]

○ সালাত বান্দার জন্য ইহকাল ও পরকালে হিফাযত ও নিরাপত্তামূলক:
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

مَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ، فَلَا تُخْفِرُوا اللَّهَ فِي عَهْدِهِ، فَمَنْ قَتَلَهُ طَلَبَهُ اللَّهُ حَتَّى يَكُبَّهُ فِي النَّارِ، عَلَى وَجْهِهِ

যে ব্যক্তি সকালের (ফজরের) সালাত আদায় করল সে আল্লাহর জিম্মায় (নিরাপত্তায়), কেউ যেন আল্লাহর এ জিম্মাদারী নষ্ট না করে। যে কেউ তাকে হত্যা করবে, আল্লাহ তাকে পাকড়াও করবেন এবং তাকে আল্লাহ তাকে জাহান্নামে অধোমুখে নিক্ষেপ করবেন।”
(সহীহ মুসলিম)

○ সালাত আদায়ের ফলে আল্লাহ তা‘আলার ভালবাসা অর্জন হয়: আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلۡمُطَّهِّرِينَ

"আল্লাহ বেশি বেশি পবিত্রতা অর্জনকারীদেরকে পছন্দ করেন।" [সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ১০৮]

পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের গুরুত্ব ও ফজিলত

♻ফজরের সালাতের গুরুত্ব ও ফযিলত

প্রত্যেক ওয়াক্ত নামাজেরই আল্লাহ তায়ালা বিশেষ কিছু ফজিলত দিয়েছেন। এর মধ্যে অন্যতম ফজরের সালাত।

নামাজ কায়েম করো সূর্য ঢলে পড়ার পর থেকে রাতের অন্ধকার পর্যন্ত এবং কায়েম করো ফজরের নামাজ। নিশ্চয়ই ফজরের নামাজ উপস্থিতির সময়।
(সূরা: বনি ইসরাঈল, আয়াত: ৭৮)

পবিত্র কোরআনে 'ফজর' নামে একটি সূরাও রয়েছে। ওই সূরার শুরুতে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন, 'শপথ ফজরের। '
(সূরা: ফজর, আয়াত : ১)

হাদিসে ফজরের নামাজের বিশেষ তাগিদ রয়েছে। জুনদুব ইবনে আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, মহানবী (সা.) ইরশাদ করেছেন, 'যে ব্যক্তি ফজরের নামাজ পড়বে, সে আল্লাহর জিম্মায় থাকবে।
(মুসলিম, হাদিস : ৬৫৭)

অন্য হাদিসে ফজরের নামাজ আদায়কারীকে জান্নাতি মানুষ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। আবু মুসা আশয়ারি (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন,

'যে ব্যক্তি দুটি শীতল সময়ে নামাজ আদায় করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। ' (বুখারি ও মুসলিম)

এছাড়াও আরো অনেক ফজিলত রয়েছে,,

◇ ফজরের নামায কেয়ামতের দিন নূর হয়ে দেখা দিবে - ‘যারা রাতের আঁধারে মসজিদের দিকে হেঁটে যায়, তাদেরকে কেয়ামতের দিন পরিপূর্ণ নূর প্রাপ্তির সুসংবাদ দাও। ’ (আবু দাউদ)

◇ সরাসরি জান্নাত প্রাপ্তি - ‘যে ব্যক্তি দুই শীতল (নামাজ) পড়বে, জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর দুই শীতল (নামাজ) হলো ফজর ও আসর। ’ (বুখারী)

◇ রিজিকে বরকত আসবে।

◇ ‘ফজরের দুই রাকাত নামাজ দুনিয়া ও তার মধ্যে যা কিছু আছে, সবকিছুর চেয়ে শ্রেষ্ঠ। ’ (তিরিমিযি)

◇ ফজরের নামাজ দিয়ে দিনটা শুরু করলে, পুরো দিনের কার্যক্রমের একটা বরকতম সূচনা হবে। প্রিয়নবী (সা.) বলেছেন- ‘হে আল্লাহ! আমার উম্মতের জন্যে, তার সকাল বেলায় বরকত দান করুন। ’ (তিরমিযী)

♻ যোহরের সালাতের গুরুত্ব ও ফজিলত

রাসুলুল্লাহ (সা.) মেরাজ থেকে ফিরে সর্বপ্রথম যে নামাজ আদায় করেছিলেন, তা হলো জোহরের নামাজ।

হাদিসে এসেছে, রাসুলুল্লাহ (সা.) সূর্য ঢলে পড়লে জোহরের নামাজ আদায় করতেন (বুখারি: ৫৪৭)।

এই নামাজের গুরুত্ব আরও বোঝা যায় নবীজির এই বাণী থেকে, যখন তিনি বলেন, ‘গরমের প্রচণ্ডতায় জোহরের নামাজ কিছুটা দেরি করে আদায় করো, কারণ এর উত্তাপ জাহান্নামের অংশ’ (বুখারি: ৫৩৬)।

জোহরের ফরজ নামাজের পাশাপাশি এর পূর্বের ও পরের সুন্নত নামাজেরও বিশেষ ফজিলত রয়েছে। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, কেয়ামতের দিন বান্দার নামাজের হিসাব নেওয়ার সময় যদি কোনো ঘাটতি থাকে, আল্লাহ বান্দার নফল নামাজ দিয়ে তা পূর্ণ করবেন (নাসায়ি: ৪৬৭)।

আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবীজি কখনোই জোহরের পূর্বের চার রাকাত সুন্নত বাদ দিতেন না
(বুখারি: ১১৮২)।

এমনকি, জোহরের আগে চার রাকাত ও পরে দুই রাকাত সুন্নত আদায় করলে জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করা হবে (তিরমিজি: ৬৩৬২)।

⊛আসরের সালাতের গুরুত্ব ও ফজিলত

আসরের নামাজ সম্পর্কে নবী সাঃ বলেছেন..

‘যে ব্যক্তি আসরের নামাজ ছেড়ে দেয়, তার আমল বিনষ্ট হয়ে যায়।’ (বুখারি, হাদিস : ৫৫৩)

আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসুল (সা.) বলেছেন, যদি কোনো ব্যক্তির আসরের নামাজ ছুটে যায়, তাহলে যেন তার পরিবার-পরিজন ও মাল-সম্পদ সব কিছুই ধ্বংস হয়ে গেল।
(বুখারি, হাদিস : ৫৫২)

অন্য হাদিসে আল্লাহর রাসুল (সা.) এই নামাজের গুরুত্ব বোঝাতে গিয়ে বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি আসরের নামাজ ছেড়ে দেয় তার আমল বিনষ্ট হয়ে যায়।’
(বুখারি, হাদিস : ৫৫৩)

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসুল (সা.) বলেছেন, ফেরেশতারা পালাবদল করে তোমাদের মাঝে আগমন করেন; একদল দিনে, একদল রাতে।

‘আসর ও ফজরের নামাজে উভয় দল একত্র হয়। অতঃপর তোমাদের মাঝে রাত যাপনকারী দলটি উঠে যায়। তখন তাদের প্রতিপালক তাদের জিজ্ঞেস করেন, আমার বান্দাদের কোন অবস্থায় রেখে এলে?

অবশ্য তিনি নিজেই তাদের ব্যাপারে সর্বাধিক অবগত। উত্তরে তাঁরা বলেন, আমরা তাদের নামাজে রেখে এসেছি, আর আমরা যখন তাদের কাছে গিয়েছিলাম তখনো তারা নামাজ আদায়রত অবস্থায় ছিলেন। (বুখারি, হাদিস : ৫৫৫)

বোঝা গেল, আসরের নামাজটি মুসলিমদের জন্য অধিক গুরুত্বপূর্ণ একটি নামাজ। এই নামাজের সময়ই মুসলমানরা প্রথম বাইতুল্লাহর দিকে ফিরে নামাজ শুরু করেন। অর্থাৎ কিবলা পরিবর্তনের ঘটনাটিও এই নামাজের সময়ই হয়েছিল। (বুখারি, হাদিস : ৪০)

আবু হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত হাদিসে রাসুল (সা.) আরো বলেন—

তোমাদের কেউ যদি সূর্যাস্তের আগে আসরের নামাজে এক সিজদা পায়, তাহলে সে যেন সালাত পূর্ণ করে নেয়। আর যদি সূর্যোদয়ের আগে ফজরের সালাতের এক সিজদা পায়, তাহলে সে যেন সালাত পূর্ণ করে নেয়। (বুখারি, হাদিস : ৫৫৬)

উমর ফারুক (রা.) হতে বর্ণিত, রাসুল (সা.) বলেছেন—

‘আল্লাহ সেই ব্যক্তিদের ওপর রহম করুন, যারা আসরের সালাতের আগে চার রাকাত সুন্নত আদায় করে।’ (আবু দাউদ, হাদিস : ১২৭১; তিরমিজি, হাদিস : ৪৩০)

♻ মাগরিবের সালাতের গুরুত্ব ও ফযিলতঃ

সালামা (রা.) থেকে বর্ণিত- তিনি বলেন, ‘সূর্য পর্দার আড়ালে ঢাকা পড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা নবী (সা.)-এর ইমামতিতে মাগরিবের নামাজ আদায় করতাম।’ (বুখারি, হাদিস : ৫৬১)

অন্য এক হাদিসে আল্লাহর রাসুল (সা.) বলেন, 'আমার উম্মত ততদিন কল্যাণের মধ্যে থাকবে অথবা মূল অবস্থায় থাকবে, যতদিন তারা মাগরিবের নামাজ আদায়ে তারকা উজ্জ্বল হওয়া পর্যন্ত বিলম্ব না করবে।' (আবু দাউদ, হাদিস : ৪১৮)

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত- নবীজি (সা.) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি সকাল এবং সন্ধ্যায় নামাজ আদায় করতে মসজিদে যায় এবং যতবার যায় আল্লাহ তায়ালা ততবারই তার জন্য জান্নাতের মধ্যে মেহমানদারির উপকরণ প্রস্তুত করেন।'
(বুখারি, হাদিস : ৬২২)

মাগরিবের ফরজ নামাজের পর সুন্নত নামাজের কথা হাদিসে বিদ্যমান রয়েছে। এমনকি এর ফজিলতও অপরিসীম। যে ব্যক্তি গুরুত্বের সঙ্গে মাগরিবের পরের দুই রাকাত সুন্নত নামাজ আদায় করবে তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করা হয়।
(তিরমিজি, হাদিস : ৬৩৬২)

♻ এশার সালাতেন গুরুত্ব ও ফজিলত

এশা ও ফজরের নামাজের জামাতের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি।
আল্লাহর রাসুল (সা.) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি জামাতের সঙ্গে এশার নামাজ আদায় করল, সে যেন অর্ধেক রাত পর্যন্ত (নফল) নামাজ আদায় করল। আর যে ব্যক্তি ফজরের নামাজ জামাতের সঙ্গে আদায় করল সে যেন সারা রাত জেগে নামাজ আদায় করল।'
(মুসলিম, হাদিস : ১৩৭৭)

অন্য বর্ণনায় এসেছে, 'যে ব্যক্তি এশা ও ফজর জামাতের সঙ্গে পড়ল, সে যেন সারা রাত দাঁড়িয়ে নামাজ পড়ল।' (মুসলিম, হাদিস: ৬৫৬)

রাসুল (সা.) বলেছেন, 'মুনাফিকদের জন্য ফজর ও এশার নামাজের চেয়ে অধিক ভারী কোনো নামাজ নেই। এ দুই নামাজের ফজিলত যদি তারা জানত, তাহলে হামাগুড়ি দিয়ে হলেও তারা উপস্থিত হতো।' (বুখারি, হাদিস : ৬৫৭)

উবাই ইবনে কাব (রা.) থেকে বর্ণিত, ‘একবার মহানবী (সা.) আমাদের ফজরের নামাজ পড়িয়েছেন। সালাম ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করেন, অমুক কি আছে? লোকেরা বলল, নেই। তারপর আরেকজনের নাম নিয়ে জিজ্ঞেস করেন, অমুক কি আছে? লোকেরা বলল, নেই। তিনি বলেন, এ দুই নামাজ (এশা ও ফজর) মুনাফিকদের জন্য সবচেয়ে কঠিন। তোমরা যদি জানতে যে এই দুই নামাজে কী পরিমাণ সওয়াব আছে, তাহলে হামাগুড়ি দিয়ে হলেও তাতে শরিক হতে।’
(আবু দাউদ, হাদিস: ৫৫৪)

⊛ বিতর সালাতের গুরুত্ব ও ফজিলত

পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামাজের পর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নামাজ বিতর। বিতর অর্থ বিজোড়। এই নামাজ তিন রাকাতবিশিষ্ট হওয়ায় কিংবা এর মাধ্যমে রাতে আদায় করা নামাজগুলোর রাকাতসংখ্যা বিজোড় হয়ে যায় বিধায় একে বিতর বলা হয়।

রাসুল (সাঃ) কখনো বিতর ছাড়তেন না। সাহাবিদেরও বিতর পড়ার নির্দেশ দিতেন। রাসুল (সাঃ) এরশাদ করেন, ‘আল্লাহ তাআলা একটি বাড়তি নামাজ দিয়ে তোমাদের সাহায্য করেছেন, যা তোমাদের জন্য লাল উটের চেয়েও উত্তম। তা হচ্ছে বিতর। আল্লাহ তাআলা এই নামাজ তোমাদের জন্য এশা ও ফজরের মধ্যবর্তী সময়ে পড়ার জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন।’ (তিরমিজি)

আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেন, ‘আমার প্রাণপ্রিয় বন্ধু আমাকে তিনটি বিষয়ের অসিয়ত করেছেন, যা মৃত্যু পর্যন্ত আমি ত্যাগ করব না। তা হলো, প্রতি মাসে তিনটা রোজা রাখা, দুই রাকাত চাশতের নামাজ পড়া এবং ঘুমানোর আগে বিতর নামাজ পড়া। (বুখারি ও মুসলিম) অন্য এক হাদিসে রাসুল (সাঃ) বলেন, ‘হে কোরআনের অনুসারীরা, তোমরা বিতর পড়ো। কারণ, আল্লাহ তাআলা বিজোড় এবং বিতর নামাজ ভালোবাসেন।’ (তিরমিজি)

⊛ ইশরাক সালাতের গুরত্ব ও ফজিলত

ইশরাক শব্দের অর্থ হলো আলোকিত হওয়া। সূর্য পরিপূর্ণভাবে উদিত হওয়ার পর ইশরাকের নামাজ আদায় করতে হয়। রাসুলুল্লাহ (সা.) ফজরের নামাজের পর থেকে সূর্য উদিত হওয়া পর্যন্ত মসজিদে অবস্থান করতেন।

আনাস ইবনে মালেক (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'যে ব্যক্তি জামাতের সঙ্গে ফজরের নামাজ আদায় করল এবং সূর্যোদয় পর্যন্ত আল্লাহর জিকিরে বসে থাকল; অতঃপর দুই রাকাত নামাজ আদায় করল, সে একটি পরিপূর্ণ হজ ও ওমরাহর সওয়াব পাবে।' (তিরমিজি, হাদিস : ৫৮৬)

⊛ চাশতের সালাতের (সালাতুল দুহা) গুরুত্ব ও ফজিলতঃ

বুরাইদা (রা:) বলেন: রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, "মানুষের শরীরে ৩৬০ টি জোড় রয়েছে। অতএব মানুষের কর্তব্য হল প্রত্যেক জোড়ের জন্য একটি করে সদাকা করা।

"সাহাবায়ে কেরাম (রা:) বললেন, "ইয়া রাসূলুল্লাহ্! কার শক্তি আছে এই কাজ করার?"তিনি (সা:) বললেন, "মসজিদে কোথাও কারোর থুতু দেখলে তা ঢেকে দাও অথবা রাস্তায় কোন ক্ষতিকারক কিছু দেখলে সরিয়ে দাও। তবে এমন কিছু না পেলে, চাশতের দুই রাকা'আত সালাতই এর জন্য যথেষ্ট।"

[আবু দাউদ; কিতাবুল 'আদাব', অধ্যায়ঃ ৪১, হাদীস নং:৫২২২]

⊛ সালাতুল হাজতের গুরুত্ব ও ফজিলত

সালাতুল হাজত কী?সালাতুল হাজত বলতেই প্রয়োজনে নামাজ পড়া বুঝায়। তাই বৈধ যে কোনো প্রয়োজন পূরণের জন্য আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে দুই রাকাআত নফল নামাজ আদায় করাকে সালাতুল হাজত বলে। (ইবনে মাজাহ)

এ নামাজের দিকে ইঙ্গিত করে আল্লাহ তাআলা বলেন-‘হে ইমানদারগণ! তোমরা ধৈর্য ও নামাজের মাধ্যমে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাও। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআল ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।’ (সুরা বাকারা : আয়াত ১৫৩)

এ আয়াত থেকে বোঝা যায়, নামাজ আল্লাহর সাহায্য লাভের অন্যতম মাধ্যম। হাদিসে এসেছে, রাসুল (সা.) বিভিন্ন প্রয়োজনের মুহূর্তে অথবা কোনো সমস্যার সম্মুখীন হলে নামাজ পড়ে আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করতেন।

হজরত হুজাইফা (রা.) বর্ণনা করেন, যখন কোনো বিষয় রাসুল (সা.)-কে চিন্তিত করে তুলত, তখন তিনি নামাজ পড়তেন।’ (আবু দাউদ)

অন্য একটি হাদিসে রাসুল (সা.) বলেন, ‘যে ব্যক্তি পরিপূর্ণ অজু করে সুন্দরভাবে দুই রাকাত নামাজ পড়বে, সে আল্লাহর কাছে যা চাইবে তা তিনি দান করবেন দ্রুত অথবা দেরিতে।’ (মুসনাদে আহমদ)

⊛ আওয়াবিনের সালাতের গুরুত্ব ও ফজিলত

মাগরিবের নামাজের পর আরেকটি ফজিলতময় নামাজের কথা হাদিসে বর্ণিত রয়েছে। সেই নামাজ সম্পর্কে রাসুল (সা.) বলেন, ‘যে ব্যক্তি মাগরিবের নামাজের পর ৬ রাকাত পড়বে, তাকে ১২ বছর নফল ইবাদতের সওয়াব দান করা হবে।’ (তিরমিজি, হাদিস : ৪৩৭)

⊛তাহাজ্জুদ সালাতের গুরুত্ব ও ফজিলত

তাহাজ্জুদ মুমিনের মর্যাদার সোপান। রবের প্রিয় হওয়ার অন্যতম মাধ্যম। ফরজ নামাজের পরই তাহাজ্জুদের স্থান। তাহাজ্জুদের মাধ্যমে পাপ মুছে যায়। আল্লাহর সঙ্গে বান্দার সরাসরি সম্পর্ক স্থাপিত হয়। তাহাজ্জুদ প্রাণহীন হৃদয়কে সজীব করার শ্রেষ্ঠ উপায়।

হযরত আবু হুরায়রা রা. বর্ণিত হাদীস; নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللهِ الْمُحَرَّمُ، وَأَفْضَلُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ، صَلاَةُ اللَّيْلِ.

রমযানের পর রোযা রাখার উত্তম সময় মুহাররম মাস আর ফরয নামাযের পর উত্তম নামায রাতের নামায, অর্থাৎ তাহাজ্জুদ। [সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৭২৫]

আবদুল্লাহ ইবনে কাইস রা.-কে হযরত আয়েশা রা. বললেন-

ياعَبْدَ اللهِ لاَ تَدَعْ قِيَامَ اللّيْلِ، فَإِنّ النّبِيّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا كَانَ يَدَعُهُ وَكَانَ إِذَا مَرِضَ أَوْ كَسِلَ صَلّى قَاعِدًا.

হে আবদুল্লাহ! কিয়ামুল লাইল কখনো ছেড়ো না! কেননা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা কখনো ছাড়েননি। কখনো অসুস্থতা বা দুর্বলতা বোধ করলে বসে আদায় করতেন। -সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ১৩০৯

কোরআন ও হাদিসে তাহাজ্জুদের অনেক ফজিলত বর্ণিত হয়েছে, নিচে গুরুত্বপূর্ণ ৪টি ফজিলতের কথা উল্লেখ করা হলো:

○ পাপ মুছে দেয়: তাহাজ্জুদ গোনাহ মিটিয়ে দেয় এবং মানুষকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে। হযরত আবু উমামা রা. থেকে বর্ণিত। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

عَلَيْكُمْ بِقِيَامِ اللّيْلِ فَإِنّهُ دَأَبُ الصّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، وَهُوَ قُرْبَةٌ إِلَى رَبِّكُمْ، وَمَكْفَرَةٌ لِلسّيِّئَاتِ، وَمَنْهَاةٌ لِلإِثْمِ.

তোমরা কিয়ামুল লাইলের প্রতি যত্নবান
হও। কেননা তা তোমাদের পূর্ববর্তী সালেহীনের অভ্যাস এবং রবের নৈকট্য লাভের বিশেষ মাধ্যম। আর তা পাপরাশী মোচনকারী এবং গোনাহ থেকে বাধা প্রদানকারী। [জামে তিরমিযি, হাদীস ৩৫৪৯; মুসতাদরাকে হাকেম, হাদীস ১১৫৬]

○ দোয়া কবুল হয়: নবী (সা.) বলেন, 'আল্লাহ তাআলা রাতের শেষ তৃতীয়াংশে কাছের আসমানে অবতরণ করেন এবং বলেন, কে আছো, দোয়া করবে এবং আমি তার দোয়া কবুল করব। কে আছো, আমার কাছে (তার প্রয়োজন) চাইবে এবং আমি তাকে দান করব। কে আছো, আমার কাছে ক্ষমা চাইবে এবং আমি তাকে ক্ষমা করব।' (বুখারি: ১১৪৫)

◇ মর্যাদা বৃদ্ধি পায়: নবী (সা.) বলেন, ‘মুমিনের মর্যাদা কিয়ামুল লাইল তথা রাতে দাঁড়িয়ে তাহাজ্জুদ আদায় ও বিভিন্ন ইবাদত-বন্দেগির মধ্যে, আর তার সম্মান মানুষ থেকে অমুখাপেক্ষিতার মধ্যে।’ (তবরানি: ৪২৭৮)

◇ জান্নাত লাভ করা যায়: কিয়ামুল লাইল হলো জান্নাতীদের বৈশিষ্ট্য

পবিত্র কুরআনে মুত্তাকীদের জন্য জান্নাতের ঘোষণা দেয়া হয়েছে।

اِنَّ الْمُتَّقِیْنَ فِیْ جَنّٰتٍ وَّ عُیُوْنٍ.ۙ

সেদিন নিশ্চয়ই মুত্তাকীরা থাকবে প্রস্রবণবিশিষ্ট জান্নাতে। (সূরা যারিয়াত (৫১) : ১৫)

সাথে তাদের কিছু গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্যের বিবরণও এসেছে। তন্মধ্যে অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল-

وَ بِالْاَسْحَارِ هُمْ یَسْتَغْفِرُوْنَ.َ

রাতের শেষ প্রহরে তারা ক্ষমা প্রার্থনা করত। (
সূরা যারিয়াত (৫১): ১৮)

ইবাদুর রহমান-রহমানের বান্দাদের কতিপয় বৈশিষ্ট বর্ণনা করা হয়েছে কুরআনে কারীমের সূরা ফুরকানে। সেখানেও উপরোল্লিখিত বৈশিষ্ট্যটি বিবৃত হয়েছে-

وَ الَّذِیْنَ یَبِیْتُوْنَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَّ قِیَامًا.

আর তাঁরা রাত অতিবাহিত করে তাঁদের প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে সিজদারত হয়ে এবং দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। -সূরা ফুরকান (২৫) : ৬৪

সূরার শেষের দিকে তাদের পুরস্কারের বিবরণও এসেছে-

أُولَٰٓئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوْا وَ يُلَقَّوْنَ فِيْهَا تَحِيَّةً وَّ سَلٰمًا، خٰلِدِيْنَ فِيْهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَّ مُقَامًا.

তাদের প্রতিদান দেয়া হবে জান্নাতের সুউচ্চ কক্ষ। কারণ তারা ছিল ধৈর্যশীল। তাদেরকে সেখানে অভ্যর্থনা করা হবে অভিবাদন ও সালাম সহকারে। সেখানে তারা স্থায়ী হবে। আশ্রয়স্থল ও বসতি হিসেবে তা কত উৎকৃষ্ট! (সূরা ফুরকান, আয়াত ৭৫-৭৬)

□ □ □ □ □ □ সমাপ্ত □ □ □ □ □